আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খণ্ডে পরম-প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত বাণীরাজির ১০৩৬ নম্বর থেকে ১৫৫৬ নম্বর পর্য্যন্ত বাণী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪০১ নম্বর বাণীর পরে ১৪০১ (ক) নম্বরে একটি পৃথক বাণী আছে। এই ৫২২টি বাণী প্রদানের কাল হ'ল ইং ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত। ১০৩৬ নম্বর বাণীটি প্রদত্ত হয় ইং ২৯।১১।১৯৪৮ (বাং ১৩ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫৫) সকাল ৮-৩৫ মিনিটের সময় এবং ১৫৫৬ নম্বর বাণীটি প্রদানের কাল ইং ১৬।৭।১৯৪৯ (বাং ৩২শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫৬), সকাল ১০-৫০ মিনিট।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থের মত এই খণ্ডেও জীবনের বহু সমস্যার দিব্য সমাধানবাণী দেওয়া আছে। তা'র মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত কয়েকটি বিশেষ বাণী, যেমন "আর্য্যপঞ্চক", "আর্য্যত্রয়ী", "শ্রমণচর্য্যা", "গার্হস্থ্যপঞ্চক", 'যতি-জীবনে প্রযোজ্য", "জাগরণী", "সায়ন্তনী," "পবিত্র বাইবেলের কিছু অংশের অনুবাদ" এবং "সমাজতন্ত্র" এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। বিশেষ বক্তব্য এই যে, আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বে-প্রকাশিত শাশ্বতী ৩ খণ্ড ও সম্বিতী ৩ খণ্ডের সমস্ত বাণীই প্রকাশ করা হ'য়ে গেল।

সেই পরমকারণের বক্ষ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত সৃষ্টিধারার ন্যায় পরম-দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখকমল থেকে নিঃসৃত লোকপাবী বাণীরাশি আর্য্য-

প্রাতিমোক্ষের খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এই সুবিপুল গ্রন্থমালা সম্পর্কে যা'-কিছু বক্তব্য, তা' প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই ব্যক্ত হয়েছে। ভক্তি-আপ্লুত নিষ্ঠানন্দিত হৃদয়ে এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও অনুশীলন মানুষকে বাক্যে, চিন্তায় ও কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে ইষ্টপরায়ণক'রে তুলুক—সেই পরাৎপর পরমপিতার রাতুল চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৪শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮১
ইং ১১।১০।১৯৭৪

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
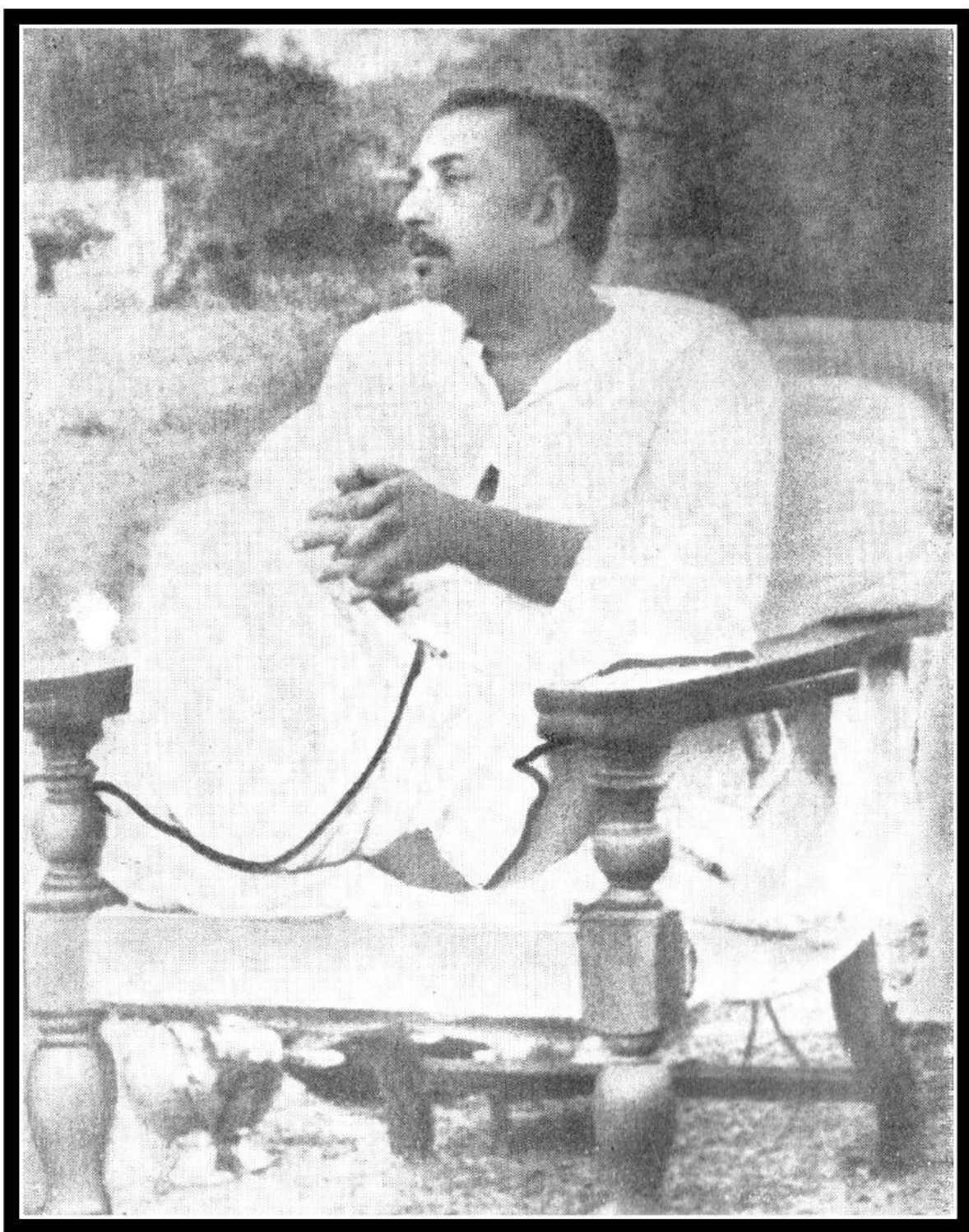
পূর্ব্বতনদিগের প্রতিভূ
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
ভেদদৃষ্টিসম্ভূত বিনীত অনুরাগে
পূর্ব্বতনদিগকে গ্রহণ ক'রে
যা'রা
বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবতারণা ক'রতে লাগল—
তা'রাই তখন থেকে
ঐক্য ও কৃষ্টির সমাধি-রচনার
সূত্রপাত নিয়ে এল ;
আর, ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'ল তখন থেকেই—
সেই দৈবী একানুবর্ত্তিতা,
কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনা,
ও দৃঢ়-সমন্বয়ী পারস্পরিক বন্ধন—
যা' ছিল ভারতের সংহতি-মুকুট,
তা'র ফলে, জাতটা হ'য়ে উঠল—
ভবিষ্যতের তমসার ভিতর-দিয়ে
ধীরে-ধীরে—
স্বার্থান্ধ, পরপদলেহী,
ঐক্যহারা, পরশ্রীকাতর,—আজ যেমন। ১০৩৬।

২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

ধ'রে দাঁড়াও,—
ছেড়ে দাঁড়ালে
প'ড়েও যেতে পার। ১০৩৭।

২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

লাখো গোষ্ঠী থাকলেও কিছু হয় না—
যদি গোষ্ঠীপতি একজনই হয়,
পারম্পর্য্যে, পূর্য্যমাণতায়
খোঁটা ঠিক থাকে;
বিচ্ছিন্ন না হওয়ার একমাত্র প্রতিবিধানই ঐ। ১০৩৮।

২৯।১১।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

যা' শ্রেয় এমনতর কাউকে
বা কিছুকে অবলম্বন কর,
আর, তা'রই পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনায়
সমন্বিত হও,
আহরণ কর—দক্ষপটুত্বে,
অচ্যুত আগ্রহে,
বিচ্ছিন্ন-প্রচেষ্ট হ'য়ো না,
বিক্ষিপ্ত-অবলম্বন হ'য়ো না,
সম্বর্দ্ধিত হ'বে পুষ্টিতে—ক্রমশঃই। ১০৩৯।

২৯।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

এক লাফেই গাছের মাথায়
উঠতে যেও না—
বিনা ব্যাহতি-নিরোধী আয়োজনে,—
প'ড়ে সাবাড় হ'তে পার। ১০৪০।

২৯।১১।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৯

নিজে শ্রেয়কে পরিপালন কর,
আর, সেই পরিপালনী উন্মাদনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে মানুষকে বল,—
তবেই তো তা' কার্য্যকরী হবে। ১০৪১।
২৯।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২-১০

তোমার চালচলন, ব্যবহারে
ব্যক্তিত্বটা যখন রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে—সমন্বয়ে,
তুমি তখনই হবে দীপ্ত মানুষ—
মানুষের শ্রদ্ধার উদ্দীপক,
আর, মানুষ তোমাতে যতখানি সশ্রদ্ধ হবে—
অনুবর্ত্তীও হবে তেমনতর। ১০৪২।
২৯।১১।১৯৪৮, দুপুর ১২-৩৫

কা'রও মর্য্যাদাকে বিক্রয় ক'রে
স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে যেও না—
বরং মর্য্যাদাকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে
পার তো সুবিধা ক'রে নিও—
সামঞ্জস্যে, সমন্বয়ে—
ব্যাহত বা বিপর্য্যস্ত না ক'রে কা'কেও
তা'তে তুমিও উপচয়ের পথ পাবে,
মর্য্যাদাও তোমার বাড়বে,—
যা'র মর্য্যাদায় তুমি চলন্ত
তা'রও প্রতিষ্ঠা হবে ;
নয়তো, লোকসান কিন্তু তোমারই বেশী—
বঞ্চিত ক'রবে তুমিই তোমাকে। ১০৪৩।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-২০

আগ্রহ যেমন, উদ্যমও তেমন,
সক্রিয়তাও তদনুপাতিক,
আর, প্রাপ্তিও সেই ফলনে। ১০৪৪।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৪৫

যা'কে মনোনয়ন ক'রছ যে-কাজে—
যদি তা'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে
উদ্গ্রীব আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে না পার—
সক্রিয়ভাবে,
ধ'রে রেখো, তোমার মনোনয়ন
ব্যর্থই হ'য়ে উঠবে বেশীর ভাগ;
আরও বলি,
কোন কাজে—
যা' নিজের করণীয় তা'তে
অন্যের উপর যত নির্ভর না করা যায়
ততই ভাল। ১০৪৫।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০টা,

দায়িত্বে ঢিল দিয়ে,
কোন কাজে অন্যতে নির্ভর ক'রো না—
যত পার;
তাই ব'লে,
লোককে ব্যবহার করার বুদ্ধিকেও
খতম ক'রে দিও না;—
নির্ভর না ক'রতে চেষ্টা কর,
কিন্তু ব্যবহার ক'রতে পটু হও,

কারণ, লোক না হ'লে
লোকের চলাই দুষ্কর ;—
সার্থক হবে প্রায়শঃই। ১০৪৬।
২৯।১১।১৯৪৮, রাত্রি ১০-৪০

যিনি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ গণদেবতা—
গণ-প্রতিভূ যিনি—
অর্থাৎ, রাষ্ট্রপাল, রাষ্ট্রনেতা যিনি—
তাঁ'কে বাস্তব-সক্রিয়তায় সম্বর্দ্ধিত ক'রো,
আর, এই সম্বর্দ্ধনাই তাঁ'র পূজা ;
তিনি বহুকল্যাণ-বিধায়ক—
তাঁ'র সম্বর্দ্ধনায় যদি দৃঢ়-সঙ্কল্প না হও—
তাঁ'র অন্তরস্থ বহুমঙ্গলও
তোমাদিগেতে সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,—
মনে রেখো,
এটা তোমাদের নিত্য করণীয়—
বাস্তব সক্রিয়তায় ;
আর, দিক্পাল যাঁ'রা—
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ'দিগকে
অমনি ক'রেই পরিবর্দ্ধন ক'রো—
যদি ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বের সহিত
সমষ্টি-মঙ্গলের উদ্বর্দ্ধন ক'রতে চাও ;
আমাদের অষ্টবসু, দিক্পাল
এবং গণদেবতা পূজারও তাৎপর্য্য ঐখানে ;
মনে রেখো, এ নিত্যকরণীয় আর্য্যবিধি,
আর, এ সবই সার্থক ক'রে তুলো।

সমন্বয়ী সার্থকতায়—
তোমার ইষ্টে। ১০৪৭।
৩০।১১।১৯৪৮, সকাল ৮টা

তুমি যদি কা'রও জন্য ব্যস্ত না হও,
উদ্‌গ্রীব না থাক,
পরিচর্য্যা-প্রবণ না হও—
চরিত্রে সক্রিয়তায় যদি তা' না ফুটে ওঠে—
লোকে যদি উপভোগ না ক'রতে পারে তা',—
তবে ঠিক জেনো—
তোমার প্রতি ও-রূপ ক'রবার আকাঙ্ক্ষা
কা'রও অন্তরে থাকলেও
কাজে সক্রিয় হ'য়ে উঠবে তা' কমই;
তোমার করণ বা চলন, ব্যবহার
মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
তোমার প্রতি তেমনি ক'রতে সাধারণতঃ—
কেবল স্বার্থলোলুপ বঞ্চকবুদ্ধি যা'দের
তা'দের ছাড়া;
তাই, প্রত্যাশা ক'রতে হ'লেই
তোমার পরিবেশে তেমনি ক'রো,
তুষ্ট ক'রো—পাবেও তা'। ১০৪৮।
৩০।১১।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৪৫...

দুনিয়ায় ছোট-বড় কেউ নয়কো—
প্রত্যেকেই তা'র মত,
যে যেমন পূরণপ্রবণ—
মান বা ওজনও তা'র তেমনি। ১০৪৯।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮টা

সেবায় পূর্য্যমাণতা নেই—
অথচ শ্রেষ্ঠত্বের তর্জ্জন
অন্তরস্থ ইতর আপসোসেরই কলরব—
পরশ্রীকাতরতা তা'র অন্তর্নিহিত ঝঙ্কার। ১০৫০।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫

অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই
প্রণিধানের অন্তরায়—প্রায়শঃ ;
যা' বুঝতে যা'চ্ছ
নির্দ্বন্দ্ব হ'য়ে প্রণিধান কর ;
বোঝ, বিবেচনা ক'রে
প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হও। ১০৫১।
১।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-২৫

যদি কাউকে অস্পৃশ্যই ব'লে মনে কর—
তবে তা'রাই তা'
যা'দের আচার ও চরিত্র অননুবর্ত্তনীয়,—
যা'দের সংসর্গ বা সংস্পর্শ
সত্তাকে দুর্গত ক'রে তোলে। ১০৫২।
১।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-৩০

যা'দের চরিত্র
দুষ্টসংসর্গে অভিভূতি-প্রবণ,
অন্তরে প্রতিষেধী নিরোধ কম,—
লোক-সংস্রবে বুঝে-সুঝে চলা উচিত
তা'দেরই বিশেষতঃ। ১০৫৩।
১।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-৪৫

তোমার প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম
যা' মিলিয়ে দেয়—
তা'ই হ'ল অর্থ,
তা' যা'তে সার্থক হয়
তা'ই তোমার সার্থকতা বা স্বার্থ—
তা' যেমনই হোক। ১০৫৪।
২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৩০

মানুষ বড় হয় বড়র সেবায়,
তদনুবর্ত্তিতায়,
তন্মনোরঞ্জনে,
সমন্বয়ী সার্থকতায় ;
আর, এই হ'চ্ছে বড়-হওয়ার বাস্তব রাজপথ—
শুধু লেখাপড়া নয়কো। ১০৫৫।
২।১২।১৯৪৮; বেলা ৯-১০

কী সময়ে কী চাও—
আর, কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে—
মনে তা' বেশ ক'রে এঁকে নাও,
যেমনতর চলনে
যা' সময়মত সমাধা করা যায়
তা'র চেয়েও বেশী ক্ষিপ্রতায় লেগে যাও—
তা'র বাস্তবীকরণে—বিহিতভাবে ;
আর, এমনি চলনে যদি অভ্যস্ত হ'তে পার—
সব লওয়াজিমা নিয়ে,—
তা'বেই সার্থক হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাফল্য সুদূরপরাহত। ১০৫৬।
২।১২।১৯৪৮, বেলা ১০-১৫

অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা
যা'র সমন্বিত, ইষ্টানুগ, সেবা-বিনীত,
সক্রিয়, পরিপূরণী-মাধুর্য্য-যুক্ত
দক্ষ ও নিপুণ যেমন—
দুনিয়ায় বড়ও সে তেমন। ১০৫৭।
২।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫

যে-কোন ব্যাপারেই হোক না কেন—
আগে তলিয়ে বোঝ,
সব দিক দিয়ে বিবেচনা কর,
তা'কে বাস্তবে পরিণত ক'রতে
যা' ক'রতে হয় কর—
ক্ষিপ্রতার সহিত—যথাসময়ে। ১০৫৮।
২।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৫৮

নিষ্ঠুর চাহিদাবাজ হ'তে যেও না,
তোমার প্রয়োজন যিনি পূরণ ক'রছেন—
যাঁ'র পরিপূরণে তুমি দাঁড়িয়ে চ'লছ—
ঠিক যেন মনে থাকে—
তাঁ'র প্রত্যেকটি প্রয়োজনই
সামর্থ্যানুপাতিক
উপচয়ে পূরণ করার দায়িত্ব তোমার,
আর, তা' যদি না কর—
অধঃপাতের দরজা তোমার কাছে উন্মুক্ত,

আর, ঐ দায়িত্বশীল হ'য়ে পূরণ করাকেই
কৃতজ্ঞতা বলে—বাস্তবে। ১০৫৯।
৩।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-১০

আর্য্য-গোষ্ঠী বা সমাজকে
যদি বাঁচাতে চাও—
আর, বৃদ্ধিতে অঢেল হ'তে চাও—
তবে এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হও,
কৃষ্টিতে অচ্যুত হও,
পণ-প্রথাকে নিরোধ কর,
অনুলোম-বিবাহকে উৎসাহিত কর,
আর, ছোটকে বড় কর—বড়কে আরো কর। ১০৬০।
৩।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-৪০

নীতিকে সদনুবর্ত্তী ক'রে
সময়ে যা' উপযুক্ত, যোগ্য—
বিহিতভাবে বিবেচনার সহিত তা'ই করাই
শাস্ত্রের অনুশাসন—
সম্বর্দ্ধনী তুক্। ১০৬১।
৪।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫টা

প্রয়োজনের পরিচর্য্যা ফুরিয়ে গেলেই
সম্বন্ধ যেখানে শিথিল,
প্রীতি সেখানে আবিল তো বটেই—
কৃতঘ্নও হ'তে পারে। ১০৬২।
৬।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৪০

বিভিন্নে একত্বের অনুভব—
একত্বে সবৈশিষ্ট্যে বিভিন্নের অনুভূতি—
সংশ্লেষী ও বিশ্লেষী সার্থকতায়—
যথাযথ বাস্তবে,—
ব্রহ্মানুভূতির মেরুদণ্ডই ওখানে। ১০৬৩।
৭।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-২০

তা'ই বলা, তা'ই করা
আর তেমনি চলা—
যা' নাকি সত্তাকে ধারণ করে
সার্থকতার সহিত,
নিজের মত ক'রে অন্যেরও—সবৈশিষ্ট্যে—
তা'ই ধর্ম্ম ;
আর, সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে যা' ক্ষয় করে
তা'ই অধর্ম্ম। ১০৬৪।
৮।১২।১৯৪৮, বেলা ১২টা

আদর্শ, কৃষ্টি, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রতে
যে যা'ই কিছু করুক না কেন—
তা-ই পুণ্যের। ১০৬৫।
৮।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-৫০

যা' ভাবছ—যা' ব'লছ—যা' ক'রছ—
যেমন চ'লছ—
এর প্রত্যেকটি যা'তে
আদর্শ-উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—

তেমনতর পেয়ে-বসা ফন্দী নিয়ে
যখনই চ'লতে থাকবে—সার্থক-সমন্বয়ে,
তখনই তোমার যা'-কিছু
দানা বেঁধে উঠবে তোমার সত্তাতে,
ব্যক্তিত্বও ক্রমশঃই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
প্রজ্ঞায়—আরোতে । ১০৬৬ ।

৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

যা'দের কথায়-কাজে ঠিক নেই—
সেবাপ্রবণ নয়কো যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়,
পার তো তা'দের ব্যবহার কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন । ১০৬৭ ।

৯।১২।১৯৪৮, বেলা ১১টা

যা'রা বিশেষ বা বিশিষ্টকে
অবজ্ঞা ক'রতে জানে—
তা'রা হাম্‌বড়াই-পুষ্ট অহংএর মালিক,
আত্মশ্লাঘী—
দেখতে পাওয়া যায় এটা প্রায়ই । ১০৬৮ ।

৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৪৫

উন্নতি যেখানে প্রকৃষ্ট, চরিত্রগত,
বিনয় সেখানে স্বতঃ—স্বাভাবিক । ১০৬৯ ।

৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৫-৪৭

সতীত্ব যেখানে সুষ্ঠু—
কায়মনোবাক্যে অন্বিত,—

বৈধানিক ক্ষরণও সেখানে পুষ্টির—
সন্তানও সেখানে সুষ্ঠু ও
বিহিতভাবেই পুস্ট। ১০৭০।
৯।১২।১৯৪৮, সন্ধ্যা ৬-১৫

তুমি যা'তে যেমন আত্মোৎসর্গ ক'রেছ
পেয়েছও তা'কে তেমনি,
ঈশ্বরে বা ইষ্টে আত্মোৎসর্গ কর,
পাবে তাঁ'কে ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সর্ব্বতোভাবে। ১০৭১।
১১।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-১০

পাওয়ার মতন হও—ব্যবহারে,
পাবে। ১০৭২।
১১।১২।১৯৪৮, বিকাল ৪-৩৫

কর না তেমন,
পাচ্ছ বহুত—
তা'র মানেই, পাওয়ার মর্য্যাদা হ'তে
বিচ্যুত হ'য়েই চ'লেছ
ঠগবাজীর শরণাপন্ন হ'য়ে,
আর, পেতে হ'লে
যে শ্রম ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন
বঞ্চিত হ'চ্ছ তা' হ'তে আখ্ছার,
সামর্থ্য হারিয়ে ব্যর্থতাই
শেষ পুরস্কার দাঁড়াবে কিন্তু
আপসোস-অবলুণ্ঠিত হ'তে হবে। ১০৭৩।
১১।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-১৫

পেয়ে-বসা ভাল ধারণা
মানুষকে ভালতে উদ্বুদ্ধ করে—
সাধারণতঃ। ১০৭৪।
১২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৩৫

যে ঝোঁক্ বা ঝুঁকি
ইষ্টনিবেশী ও ইষ্টানুগ নয়—
তা' প্রায়শঃই বিচ্ছিন্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত—
বিপদসঙ্কুল হামবড়াইরই নামান্তর। ১০৭৫।
১২।১২।১৯৪৮, সকাল ৭-৪০

বেঁচে থাক আর বাঁচিয়ে রাখ—
সুখে থাক আর সুখী কর—
এর তাৎপর্য্য—
এক কথায়, ধার্ম্মিক হও,
যেমন ক'রে তা' হ'তে পারা যায়
বা ক'রতে পারা যায়—
তা'ই কর। ১০৭৬।
১৭।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-২৪

বড়কে ছোট ক'রতে যেও না,
বরং নিরোধ কর—সে চেষ্টাকে,
যত পার
ছোটকে বড় ক'রতে চেষ্টা কর বিহিতভাবে—
যা'তে বড় হ'তে পারে তা'রা বাস্তবে—
সত্তায়। ১০৭৭।
১৭।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-২২

যা' ক'রতে যা'-যা' লাগে
বা যা'-যা' দিয়ে যে-কাজ ক'রতে হয়,
ক'রবার পূর্ব্বাহ্নেই
যথাবিহিত পরীক্ষা ক'রে দেখে নিও—
সেগুলি যথাযথ কার্য্যক্ষম আছে কি না,
এমনি ক'রে কাজে নেমো—
অনেক ঝঞ্ঝাটের দায় থেকে এড়াবে,
নাকাল হবে কম,
কৃতকার্য্যও হবে—
যদি তেমনি ক'রে কর তা';
সঙ্কল্প মানেই এতখানি। ১০৭৮।
১৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮টা

আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার সহিত
কোন-কিছু করা মানেই হ'চ্ছে—
কিছু করা—প্রয়োজিত,
পবিত্র আন্তরিকতার সহিত। ১০৭৯।
১৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৩৫

ত্যাগ ক'রলেই ধর্ম্ম হয় না—
ধর্ম্মের অনুপূরক ত্যাগই হ'চ্ছে
ধর্ম্মের উত্তরসাধক। ১০৮০।
১৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫০

ভক্তির বাড়া ব্রত নেইকো
যদি সে ব্যভিচারিণী না হয়—
আর, অচ্যুতভাবে সদ্‌গুরু-সংন্যস্ত থাকে। ১০৮১।
১৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৮-৫৫

সৎ-সহৃদয়ী, সক্রিয় সহানুভূতি
লোকের কাছে যেমন পাও—
তুমিও তেমনি ক'রো তোমার পরিবেশে ;—
পরম্পরায় অমনি চারিয়ে গেলে
তুমিও লাভবান হবে তেমনি,
আর, এর উল্টো ক'রলে
আসবে ওরই সঙ্কোচন। ১০৮২।
২০।১২।১৯৪৮, বেলা ১১-৩৮

দেখ, শোন,—আমি বারবার ব'লছি,—
ঘরের মেয়েদিগকে
উপচয়ী ধাঁজে উপযুক্ত ব্যয়-সাধনে
শরীর ও গৃহ-দ্রব্যাদির
রক্ষণে ও শুদ্ধি-বিধানে,
অন্নপাক-করণে,
গৃহোপকরণের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে,
আর, প্রয়োজন হ'লে অর্থসংগ্রহে
প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত করার সাথে
আরও শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলতে পার তো কর ;
সংসার যদি লক্ষ্মী চাও
দক্ষ ক'রে তোল মেয়েদিগকে—
হাতেকলমে,
সব দিক দিয়ে,—সৎ-এ ;
নয়তো, সমাজ মূঢ়ত্বে অবশায়িত
হ'য়ে উঠবে দিন-দিন ;
ভগবান মম্বাদিও তা'ই ব'লেছেন। ১০৮৩।
২০।১২।১৯৪৮, দুপুর ১২-১৫

চলন-দুরস্ত হওয়া ভাল—
বেচালের পরিণতি
বিপর্য্যস্ত হওয়া ছাড়া
আর কী হ'তে পারে? ১০৮৪।
২২।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৯

জন্ম-তাৎপর্য্যে যে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ—
এমনতর কেউ যদি
অপকৃষ্টি-অর্জ্জীও হ'য়ে থাকে,
তা'র মেয়েকেও
বিবাহে মনোনয়ন ক'রো না;
ঠ'ক্‌বে কিন্তু তা'হলে—
একটা চিরন্তন অববেলায়িত,
কুটিল, হীনপ্রভ দৈন্যে—
যা' চারিয়ে যাবে
সন্তানসন্ততির ভিতর-দিয়ে—
বংশপরম্পরায়। ১০৮৫।
২২।১২।১৯৪৮, দুপুর ১-৫

যা'র সেবা-সম্বর্দ্ধনা
স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে তোমার—
সক্রিয়ভাবে,—অন্তরের সহিত,
তা' হ'তে বিনিঃসৃত যে ঐশ্বর্য্য—
তা' যা'ই হোক—

তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলবে তা'
তেমনিভাবে—
স্বতঃই। ১০৮৬।
২৩।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

চ'লছ বা ভাবছ ভালবাস ব'লে যা'কে—
তা'র তিরস্কার বা ত্রুটিতে যখনই দেখবে
তোমার অভিমান এসে দাঁড়িয়েছে—
দাম্ভিক প্রকৃতি নিয়ে,—
বুঝো,
তা'কে ভালবাস না তুমি অন্তরে,
তা'র তোয়াজের খাতির কর মাত্র,
অচ্যুত থাকতে পারবে না তা'তে তুমি—
যতদিন অমনতর আছ। ১০৮৭।
২৩।১২।১৯৪৮, রাত্রি ১০-১৫

মানুষের সুখের ছাপগুলি
কমই মনে থাকে,
আর, ধ্যেয়ায়ও তা' কম,
মজুত থাকে—অনাদর, অবহেলা
ও বিধ্বস্তি—এই সব ;
আর, মন তাওয়াতেও থাকে তা'ই,
ফলে, বিক্ষুব্ধিতে
অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে আরও ;
এই ধাঁজটাই হ'চ্ছে সেই অভিনিবেশ—
যা' মৃত্যুবাহী। ১০৮৮
২৫।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

যে যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই হোক না কেন,
তা'র যদি
পঞ্চবর্হিঃ স্বীকার বা আত্মীকৃত থাকে,—
সে আর্য্য বা আর্য্যীকৃত নিশ্চয়,
তবে সামাজিক চালচলন
বিহিত পর্য্যায়ে—অনুগম্য ও পরিপাল্য। ১০৮৯।
২৬।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৫০

যে-কোন দ্বিজাধিকরণের আওতায় থেকেও—
পঞ্চবর্হিঃকে না মেনে যা'র পাতিত্য ঘটেছে,
অঘমর্ষী মন্ত্রে হোম ক'রে সে যদি
পঞ্চবর্হিঃকে আত্মীকৃত ক'রে নেয়,
আর, চলেও তেমনতর,—
তবে সে স্খলিত-দোষ হ'য়ে
পাতিত্যবর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে,
সামাজিকতাও যথাবিহিত পর্য্যায়ে
তা'র সাথে অবাধে চ'লতে পারে। ১০৯০।
২৬।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-৩০

ইষ্টে সার্থক ধ্যান,
ধ্যানে সার্থক জ্ঞান,
জ্ঞানে সার্থক কর্ম্ম,
কর্ম্মে সার্থক প্রেম,
আর, সবই সার্থক ঈশ্বরে। ১০৯১।
২৬।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৯-৫০

যেমনই হও, আর যা'ই হও—
যে সৎ-বৈশিষ্ট্যে দানা বেঁধে আছ

তা'র অন্তর্নিহিত বিশেষত্বকে ভেঙ্গে ফেলো না,
এমন গুঁড়ো হ'য়ে যাবে যে
আর দানা-বাঁধা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে। ১০৯২।
২৮।১২।১৯৪৮, বেলা ১০টা

স্বার্থপ্রত্যাশারহিত,
ইষ্টার্থপূরণী জনমঙ্গল-প্রচেষ্টদিগকে
যা'রা শাস্তিতে অভিহত করে—
বর্ব্বর তা'রা,
সংশোধক নয়—লোকদূষক। ১০৯৩।
২৮।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৬-১৫

সাধ্য যা'—
তা'র সাধনা যা'রা করে—
তা'রাই তো সাধু। ১০৯৪।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-১০

পঞ্চবর্হিঃ যা'রা স্বীকার করে
আর সপ্তার্চ্চিঃ অনুসরণ করে—
তা'রা যেই হোক আর যা'ই হোক—
আর্য্য বা আর্য্যীকৃত। ১০৯৫।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৮-৪৫

পূর্ব্বপূর্য্যমাণ,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ, প্রাজ্ঞ গণসেবী,
ইষ্টানুগ লোককল্যাণবুদ্ধি-সম্পন্ন,
নিরহঙ্কার, বৃত্তিনির্লিপ্ত যিনি—

তিনি যদি সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার প্রতিষ্ঠায়
পরিশুদ্ধি-প্রয়াসপর হ'য়েও
বিশেষ স্থলে, লোকরক্ষার্থে—
নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেও
গণঘাতী যা'রা
এমনতর লোকদের হন্তা হন,—
তা-ও তিনি হন্তা নন,—শুভেরই স্রষ্টা,
পুণ্য তিনি,—পবিত্র তিনি ;
শাস্ত্রনীতি যদিও এমনতর,—
তথাপি সংশোধনই সর্ব্বোত্তম—
সংহার না এনে। ১০৯৬।
২৯।১২।১৯৪৮, সকাল ৯-৫০

সত্তাসম্বর্দ্ধনী সনাতন যা'
তা'কে ভেঙ্গো না,
মাজ, ঘষ, গ্লানি দূর কর,
নূতন ক'রে তোল আরোতে,
সার্থক হবে সম্বর্দ্ধনা,
নয়তো, পয়মাল অবশ্যম্ভাবী। ১০৯৭।
২৯।১২।১৯৪৮, দুপুর ১২-৪৫

ভাঙ্গতে যদি হয় তা'ই ভেঙ্গো—
যা' আদর্শ-পরিপন্থী,
সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল, গ্লানিদুষ্ট,
আর, গ'ড়বে তা'ই, মাজবে তা'ই,
অপসারিত ক'রবে তা'র গ্লানি—
যা' সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতিপোষক,

ইষ্টানুগ, আদর্শপ্রতিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যের পরিবর্দ্ধক,
শুভ-সংক্রমণে বিধ্বস্তি এড়িয়ে
বর্দ্ধিত হবে—নিঃসন্দেহে। ১০৯৮।
২৯।১২।১৯৪৮, বিকাল ৫-৪৫

যেমনই হও না,
আর, যা'ই কিছু কর না,—
তা' যদি উপচয়ী ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়—
বিহিত পটুতায়, দক্ষ ঈক্ষণায়,
স্বাস্থ্য-সম্পদশালী হ'য়ে,—
তোমার সম্বর্দ্ধনা অপ্রতিহত,
ঝঞ্ঝাট তোমাকে কাবু ক'রতে পারবে কমই। ১০৯৯।
২৯।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৯টা

যা'র উপর নেশা—
দিশাও হয় তেমনি। ১১০০।
৩০।১২।১৯৪৮, রাত্রি ৭-৫৫

ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের ভাব,
বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—
যা'র ভিতর যত ইষ্টানুগ-অন্বিত,
ফুটন্ত বা প্রদীপ্ত,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তা'র মধ্যে তত মূর্ত্ত,
ভগবত্তাও সেখানে তেমনি। ১১০১।
২।১।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১৫

আত্মম্ভরী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, বুজরুকবাজ,
লহমায় ভগবান বা দেব-দেবী দেখায়
বা ভেল্কীতে রোগ সারায়,
বড়লোক করার বাহানা করে,
অনাচারী, ইষ্টপ্রতিষ্ঠ নয়,
ধাপকী-ভড়ংওয়ালা—
এমনতর পোষাকী সাধু
সমাজের দুষমণ,
মানুষকে বিভ্রান্ত করার আড়কাঠি,
অজ্ঞতার পরম পরিবেষক। ১১০২।

৩।১।১৯৪৯, সকাল ৮টা

আদর্শানুগ অর্থাৎ ইষ্টানুগ অন্বিত আচার—
যা' অধিগমনের ভিতর-দিয়ে
বিধানের তেমনতর সংস্থিতি জন্মায়—
বাঁচতে, বাড়তে—
অর্থাৎ ইষ্ট, আচার এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বৈধানিক সংস্থিতির উপজনন—
তা'ই হ'চ্ছে কৃষ্টির তাৎপর্য্য,—
যা' দ্বিজীকরণের ভিতর-দিয়ে
জৈব-সংস্থিতিতে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ১১০৩।

৫।১।১৯৪৯, সকাল ৯টা

বর্ণে বিদ্বেষ নাই,
বরং আছে বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিগুচ্ছ,
সহজ সংস্কারানুযায়ী কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণ,
আর আছে কৃষ্টি-সংবর্দ্ধনী সুপ্রজনন,

যা' সবর্ণ এবং অনুলোম-পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
বর্ণ-বিজ্ঞানে জাতিভেদ নাই, ঘৃণা নাই,
বরং আছে পারস্পরিক সহযোগিতা—
সত্তা ও স্বার্থের উপকরণ-বৈশিষ্ট্যে। ১১০৪।
৫।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যে-কোন আদান-প্রদানই হোক—
বিহিত করণীয় যেখানে ব্যতিক্রমী,—
সক্রিয় নয়—সময়মাফিক,—
তা' কিন্তু বিশ্বাসের নয়—
বরং সন্দেহের। ১১০৫।
৬।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী যা' নয়—
এমন চলা, বলা, করাকেই
পাতিত্য বলে। ১১০৬।
৭।১।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

মানুষের মেজাজ
যখন তা'কে ঠাট্টা করে—
তখনই অবিহিত আচরণ
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে সে। ১১০৭।
৭।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

অযাচিত বা অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তার
আতিশয্য

যা' বিবেচনাকে
প্রলুব্ধ ও হতভম্ব ক'রে তোলে—
তা' সন্দেহেরই প্রায়শঃ। ১১০৮।
৯।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪৪

প্রেম, ভক্তি বা ভালবাসা
যেখানে যেমনতর,
সক্রিয় কর্ত্তব্যপ্রবণ বুদ্ধিও সেখানে
তেমনতর। ১১০৯।
১১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

শ্রদ্ধা যা'তে যেমন—
পরিণতিও তা'তে তেমনি। ১১১০।
১৫।১।১৯৪৯, বেলা ১২টা

যে যা'তে যেমন শ্রদ্ধাবান—
জ্ঞানীও তা'তে তেমনি,
তৎপরও তেমনতরই,
আর, সংযতেন্দ্রিয়ও হয় তেমন। ১১১১।
১৫।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৩০

ইষ্ট বা আদর্শে, অচ্যুতভাবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে যতই তুমি—
কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির সার্থক অন্বয়ে,—
ততই জ্ঞানপ্রভানুরঞ্জিতালোকে
সাকার তোমার বৈশিষ্ট্য-স্বার্থে
নিরাকারে সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকবে,

দেখবে তখন, এই সাকারই
দেদীপ্যমান র'য়েছে ওতপ্রোত—নিরাকারে ;
পন্থা ওই-ই—
ইষ্টস্বার্থী, ভক্তি-আপ্লুত সেবাসংহতি। ১১১২।
১৬।১।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

জাতি বা বর্ণের অবান্তর দাম্ভিকতা
বা অহঙ্কার নিয়ে থাকলে
তা' শিষ্ট-সৃজী হবে না কিন্তু,
চাই ইষ্টানুগ ঔদার্য্যালিঙ্গনে
চরিত্রকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
ঐ চলনে, ঐ পরিবেষণে,
ঐক্য-সঙ্গতিতে, সেবায়,
পারস্পরিক সহযোগিতায় ;
তবেই হবে সব বর্ণ, সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে
একটা নিবিড় সংহতি—
যা'তে শক্তি হবে স্বতঃ,
সম্বর্দ্ধনা হবে সলীলগতিসম্পন্ন। ১১১৩।
১৬।১।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যিনি ব্রহ্মবিৎ—
তিনি ব্রহ্মের বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি,
আর, তিনিই ব্রহ্মলাভের বিশিষ্ট পথ। ১১১৪।
১৬।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪৫

বিলোম বা প্রতিলোম-জনয়িতারা
শুধু যে নিজেরই ক্ষতি করে তা' নয়কো—
বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ সংযোগে

নিজ বংশ-বৈশিষ্ট্যেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে,
তা'-ছাড়া, জন ও জাতির ভিতরও
সে-বিষ চারিয়ে দিয়ে
একটা সংঘাত সৃষ্টি করে,—
যা'র ফলে, পরিধ্বংসের সৃষ্টি সুনিশ্চিত। ১১১৫।
১৯।১।১৯৪৯, সকাল ৮টা।

যখনই দেখছ,
উপচয়ী ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'য়ে
অন্য-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত তুমি—
তা' তোমার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক—
বুঝবে,—
তোমার ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা অন্ধ তখনও,
গোড়ায় গলদ—
বেমিছিল হবেই সবটাতে তোমার। ১১১৬।
২১।১।১৯৪৯, সকালে বেড়াতে-বেড়াতে

পরশ্রীকাতরতাবিহীন,
প্রবৃত্তি-প্রলোভনমুক্ত,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ যে সর্ব্বতোভাবে,—
ভগবানের প্রকট হওয়া
তা'র কাছেই সুগম। ১১১৭।
২১।১।১৯৪৯, বেলা ৯-১০।

ঘৃণা, হিংসা ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা
ত্যাগ ক'রে
বৈশিষ্ট্যপূরণী সক্রিয় ইষ্টানুগ
চলনে

সহযোগিতায়
বাস্তবে নিবিড় ঐক্য-সংবদ্ধ হ'য়ে চলাই হচ্ছে—
জন ও জাতির
শ্রী ও সম্বর্দ্ধনার উদার বর্ত্ম,
তা' সব দেশেরই, সব দ্বিজাধিকরণেরই,
সব বৈশিষ্ট্যেরই—পারস্পরিকতায়। ১১১৮।
২১।১।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০।

ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ,
কিন্তু ভগবানের জন্য যে বাঁচতে পারে—
সে-ই সাবাস। ১১১৯।
২১।১।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

ঔদার্য্য, সহানুভূতি বা সহযোগিতা
যখনই ইষ্টস্বার্থ বা ইষ্টকৃষ্টিকে
অবহেলা ক'রল,—
তখনই নিখুঁতভাবে বুঝে রেখো
তুমি তোমার অদৃষ্টকে
দুরদৃষ্টের পায়ে নিবেদন ক'রলে,
হ'লে শয়তানের পূজারী। ১১২০।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা।

যেমন যোগ্য যে
বাঁচেও তেমনি সে। ১১২১।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ধর্ম্মহীনতা কথার মানেই হ'চ্ছে—
সত্তাচর্য্যাহীনতা। ১১২২।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪৮

এক-কথায়, কৃষ্টি মানেই হ'চ্ছে
তা'রই চাষ করা
যা'তে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে—
একটা পরিপোষণী সামঞ্জস্যে। ১১২৩।
২৩।১।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

অন্তরের শ্রদ্ধা বা প্রীতি-উৎসারণ
যেখানে নেই—
আনুষ্ঠানিকতা
সেখানে বন্ধন ব'লে মনে হয়,
উপেক্ষা, ভ্রান্তি ও এড়ানর মতলবই
সেখানে স্বয়ং-শাসক। ১১২৪।
২৪।১।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

মনে রেখো, পূর্ব্বপূর্য্যমাণ দ্বিজাধিকরণের
যে-কোন বার্ত্তিক, প্রেরিত বা তথাগত—
যিনিই হউন না কেন,
তাত্ত্বিকতায় এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
যুগোপযোগী পরিপূরণী প্রতীক,
এঁদের কা'রো প্রতি অবহেলায়
প্রত্যেককেই উপেক্ষা করা হয়,
এক-এ অনুরক্ত হ'য়ে
অন্যের প্রতি অমর্য্যাদা দেখানতে
প্রত্যেকের প্রতিই

অমর্য্যাদা পরিবেষণ করা হয় ;
তাই পার তো, গ্লানির নিরাকরণ কর,
তাঁ'দের মহাপরিবেষণকে
তাৎপর্য্যে সুবিন্যস্ত ক'রে
সামঞ্জস্যে উজ্জ্বল ক'রে তোল,
পারস্পরিক সহযোগিতায় সমন্বে অধিষ্ঠিত হও,
ঐক্য-নিবদ্ধ হ'য়ে একেই সার্থক হ'য়ে ওঠ। ১১২৫।
২৭।১।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

গ্লানি সেখানেই—
যেখানে এক বা একতা অবদলিত,
সত্তাচর্য্যা দাম্ভিকতায় অবমানিত,
প্রবৃত্তি-তৃষ্ণাপ্রসূত স্বার্থপরতা
যেখানে উদগ্র,
শ্রদ্ধা, প্রীতি বা আত্মনিয়োগ
বৃত্তি-তাড়নায়
বিড়ম্বনা, বিধ্বস্তি ও ভীতিসঙ্কুল,
বৈশিষ্ট্য অশিষ্ট চলনে বিপর্য্যস্ত ;
কিন্তু প্রীতি যেখানে স্বার্থভরণী নয়,
প্রিয়স্বার্থী, স্বতঃ-সেবাপ্রাণ, সহযোগী,—
গ্লানিও সেখানে বিধৌত—নির্ম্মল। ১১২৬।
২৮।১।১৯৪৯, সকাল ৮টা

শ্রদ্ধা বা প্রীতির সেবা
কিংবা অবদান যা' পাও—
তা'তে কৃতজ্ঞ থেকো,
বিনীত সানুকম্পী থেকে তা' গ্রহণ ক'রো,

আর, সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য তোমার যেমনতর,
সুবিধা পেলে সানন্দে, সক্রিয়তায়
তা'র প্রতিপূরণে বিরত থেকো না,
আন্তরিক সমবেদক উৎসারণায়
অভিনন্দন ক'রো তাকে—বাস্তবে,—
সুখী হবে তা'তে। ১১২৭
২৮।১।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

অহিংসার বাড়া ধর্ম্ম নেই—
যদি সত্যের তা' পরিপন্থী না হয়,
সত্য অর্থাৎ সতের ভাব বা থাকার ভাব। ১১২৮।
৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

অসতের উপাসক যেমন তুমি—বাস্তবে,
অস্তিত্বও হবে বিধ্বস্ত তেমনি—
তোমাতে। ১১২৯।
৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৩৫

সৎ,—সত্য বা থাকাকে
যা' বিধ্বস্ত করে, ধ্বংস করে, অসম্বর্দ্ধিত করে,
তা'র সহিত যা' অসহযোগ করে—
তা'ই কিন্তু হিংসা,
তা'ই অধর্ম্ম, মিথ্যাও সেখানে। ১১৩০।
৩১।১।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

যে-রাজনীতিতে সত্তাচর্য্যা নাই,
বৈশিষ্ট্য-পরিপালন নাই,
আদর্শপ্রাণতা নাই,

অসৎ-নিরোধ নাই,—
সেখানে ধর্ম্মও নাই,
আর, যা'তে ধর্ম্ম নাই—
সে রাজনীতি তো নয়ই,—
অন্য কিছু হ'তে পারে ;
আর, এটাও ঠিক—
ধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই ;
ধর্ম্ম যেখানে প্রকৃত প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অকপট,—
সেখানে সম্প্রদায় থাকতে পারে—সমন্বয়ে,—
সাম্প্রদায়িকতা নাই,
অসহযোগিতা, বৈষম্যও নাই,
আছে সহযোগিতা, আছে ঐক্য, সদাচার,
আর, আছে
ছোটকে বৃদ্ধিপর ক'রে তোলা,
বড়কে স্বস্থ করা—আরো করা। ১১৩১ ।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১০টা

জীবিত মহাপুরুষের চাইতে
বিগত মহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান হওয়া সহজ,
কারণ, তা'তে প্রবৃত্তির আওতায় চলার
অন্তরায় ঘটে কমই,
সে-আদর্শ সংঘাত সৃষ্টি করে না অন্তরে। ১১৩২ ।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

গুণ মানেই হ'চ্ছে বস্তুধর্ম্ম,
প্রকৃতিধর্ম্ম, প্রকৃতিগত অভ্যাস,—
যে-অভ্যাস একটা বৈধানিক সংস্থিতিতে

আমন্ত্রিত হ'য়ে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে গুণিত হ'তে থাকে,
পূরিত হ'তে থাকে—ক্রমান্বয়ে ;
আর, তা'র জলুসই হ'চ্ছে—
আনুপাতিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি,
প্রকৃতিগত চলন ও চাহিদা। ১১৩৩।

৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

মতবাদ যা'ই হোক না,
আর, যে-কোন সম্প্রদায়ই হোক—
যা' মুখ্যতঃ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'কে
স্বীকার করেনিকো—
কোন-না-কোন রকমে,—
তা' কখনও অনুসরণ ক'রতে যেও না,
তা' কিন্তু জঘন্য—অসম্পূর্ণ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী তা' ;
আর, ঐ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'ই হ'চ্ছে
সেই রাজপথ—
যা'কে স্বীকার ও গ্রহণ ক'রে চ'ললে
ক্রমশঃই তুমি সার্থকতায় সমুন্নত হ'তে পার। ১১৩৪।

৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

যা'রা জীবিত সৎ-এর সাহচর্য্য পায়নি
তা'রা দুর্ভাগ্য তো বটেই,
যা'রা জীবিত সৎএর সংসর্গ না পেয়ে
বিগত সৎ-এর অনুসরণ ক'রে থাকে—

প্রবুদ্ধিপরায়ণ হ'য়ে অকপটভাবে,
তা'রা সুন্দর হ'লেও দুরদৃষ্ট,
কিন্তু যা'রা জীবিত সৎ থাকতেও
বিগত সৎ-এর বিগত আলোতে
প্রব্রজ্যানিরত—
আপন প্রবৃত্তির খদ্যোতালোকে,
তা'রই মতন দৃষ্টিভঙ্গীতে
নিজ-আওতার বেষ্টনীতে ঘুরপাক খাচ্ছে,—
তা'রা দুর্ভাগ্যও নয়, দুরদৃষ্টও নয়—
একদম সরাসরি হতভাগ্য ;
নিস্তার সঙ্কীর্ণ তা'দের কাছে,
জ্ঞানহীন বা জানাহীন বোধ
একমাত্র আশ্রয়স্থল তা'দের। ১১৩৫ ।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-১৫

বিগত-সৎএর জীবিতকালের
প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অনুচর্য্যানিরত,
নৈষ্ঠিক সহচারীরা ঢের ভালো,—
ঢের প্রাঞ্জল—
মানুষের উৎক্রমণে,—
বিগত-সৎএর বিগত-আলোতে
প্রব্রজ্যানিরত যা'রা তা'দের চাইতে। ১১৩৬।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৩৫

মতবাদী প্রজ্ঞা যা'ই কেন হোক না—
তা' যদি মৌলিকতায় পরস্পর পরস্পরের

সহযোগী, পূরণীয়
বা পোষণীয় না হয়—
তা' সন্দেহের। ১১৩৭।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৫০

এক তথ্যের বর্ণন বহু হ'তে পারে
কিন্তু প্রতিপাদ্য সব সময়ই এক—
বৈশিষ্ট্য-সহযোগী শৃঙ্খলায়। ১১৩৮।
৩১।১।১৯৪৯, বেলা ১২-৫৫

বৈশিষ্ট্যকে উৎক্রমণশীল ক'রে তোল
শিষ্ট চলনে—
নষ্ট ক'রো না তা'কে
বিরুদ্ধাচারে, অনাচরণে, অপরিপোষণে। ১১৩৯।
৩১।১।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩০

যেখানে জীবন্ত আদর্শ বা ইষ্ট অবজ্ঞাত,—
পণপ্রথা অশাসিত,
বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত,
বর্ণ যেখানে বৃত্তি-কর্ণক নয়কো,
শিক্ষা অনন্বিত,
প্রতিলোম-পরিণয় উৎসাহান্বিত,
সুষ্ঠু প্রজনন-বিধি অবদলিত যেখানে,
কৃষি যেখানে অপকর্ষী, অসম্মানের,
ধনিক যেখানে শ্রমিক নয়কো,
আবার, শ্রমিকও ধনিক নয়,
যন্ত্রশিল্প মহাযন্ত্র-প্রস্তুতি-পরিক্রম-গৌরবী,—
ধী সেখানে মূঢ়পন্থী,

উঁচু সেখানে নীচু হবেই,
অবনতিই সেখানে ঐশ্বর্য্য,
বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহী শাসনেরই
সেখানে রাজগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা ছাড়া
আর পথ কোথায়? ১১৪০।
৪।২।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

সহজাত বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ
এবং বর্ণানুপাতী ক্রমবিন্যাস
গণোন্নতির একমাত্র অনুপ্রেরক। ১১৪১।
৪।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

শান্তি যদি আত্মনিবেদনে
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে না ওঠে—
সে-শান্তি মূঢ়ত্বেরই নামান্তর। ১১৪২।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ঠিক জেনে রেখো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে,
নির্ম্মম ও প্রত্যাশারহিত আবেগে
তৎকর্ম্মা না হ'য়ে উঠছ
উপচয়ী পদক্ষেপে,—
কিছুতেই পারবে না তুমি
উপচয়ে তাঁকে নন্দিত ক'রে তুলতে,
আর, তোমাকেও তুমি ফাঁকি দেবে—
তেমনি ক'রেই,

কারণ, তোমাকেও
উপচয়ে চালাতে পারবে না—বাস্তবে,
ভার হ'বেই তাঁ'র তুমি—
তাঁ'র ভার বহন ক'রতে পারবে না নিজে ;
কপট, ব্যর্থ, অনুকম্পী
অজুহাত দেখানই হবে সম্বল—
নিজেকে সমর্থন ক'রতে
এবং অন্যের সমর্থন আকর্ষণ ক'রতে। ১১৪৩।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২৫

আত্মস্বার্থ-চিন্তাকে বিদায় দাও,
উদ্যমের সহিত
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-চিন্তাকে গৃধ্নুর মত
উদ্‌গ্রীব ক'রে তোল,
কেমন ক'রে, কতক্ষণে তাঁ'র ইচ্ছাকে
উপচয়ে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার
তা'ই ভাব,
আর, করও তা' সক্রিয়ভাবে—
যথাসময়ে, প্রয়োজন-পরিপূরণে,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—
অপ্রতিহততায় ;
এর কৃতকার্য্যতায়—ক্রমোন্নতিতে
পাবে তৃপ্তি, আসবে আত্মপ্রসাদ,
শান্তি নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
তা'তে স্বর্গ তোমাকেও উপচয়ী অভিনন্দনে

ধৰ্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সার্থকতায় উপচয়-মুখর ক'রে তুলবে। ১১৪৪।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

আত্মঘাতী ঔদার্য্যের চেয়ে
গণ-সম্বৰ্দ্ধনী এক-আধটু গোঁড়ামীও
ঢের ভাল। ১১৪৫।
৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

পুরুষের প্রতি স্ত্রীর সম্ভ্রম ও সম্বেগ
যেখানেই হারা,—
উৎসন্ন-বেঘোরে জীবন যে তা'র
সাবাড়ের দিকে—
এ বাস্তবতাকে অবহেলা করা সুকঠিন। ১১৪৬।
৫।২।১৯৪৯, সকাল ৮টা

যা'তে ভাল থাক তা'ই ধৰ্ম্ম—
সত্তায়, শরীরে, মনে, পারিপার্শ্বিকে। ১১৪৭।
৫।২।১৯৪৯, সকাল ৮-১০

স্ত্রী-বীজাণু যদি পুং-বীজাণু-বৈশিষ্ট্যের
অনুপূরক, সমঞ্জস ও সমধৰ্ম্মী না হয়—
বীজকোষের উদ্গময়নী হ'লেও
তা' বীজবৈশিষ্ট্যকে অনেকখানি
ভঙ্গুর ক'রে অপকর্ষ এনে দেয়,
অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপক সংহতি
নষ্ট ক'রে দেয়,
ফলে, কৃতঘ্নী প্রবণতাগুলি

ঐ বৈধানিক অসঙ্গতির দরুন
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
তা'র মানেই, আদিম বৈশিষ্ট্য যা'
তা'কে নষ্ট ক'রে দেয় ;
প্রতিলোমে
এমনতর সর্ব্বনাশই ঘ'টে থাকে। ১১৪৮।
৬।২।১৯৪৯, সকাল ৭-১৫

প্রয়োজন-বিপন্নের অনুরোধ
সাধ্যমত সেবানুকম্পায় যখনই বহন ক'রলে না—
বুঝে রেখো,
নিজেকেই প্রবঞ্চনা ক'রলে,
তোমার প্রয়োজনের বেলায়
প্রত্যুত্তরে পাবেও তাই-ই—সাধারণতঃ। ১১৪৯।
৭।২।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫৫

যা'রা কথায়-কথায় বিপন্ন হয়,
কিন্তু বিপন্নের জন্য করে না—
সাধ্যানুপাতিক,
সহানুভূতি ও সেবার অবদান
তা'দের প্রতি
কৃপণই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃ। ১১৫০।
৮।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

প্রতিলোমজ সন্তান দুর্ব্বলমনা,
খামখেয়ালী, বিকৃত, রোগপ্রবণ,
বৃত্তিপরায়ণ, কৃষ্টিবিমুখ, ঐক্যধ্বংসী হয়,—
প্রবৃত্তিস্বার্থী, অসৎপ্রকৃতি, স্বল্প-বিচারবুদ্ধি,

পরিধ্বংসী-সংহতিসম্পন্ন—
এক কথায়, মাতৃধাতুবিকারী,
পিতৃবৈশিষ্ট্য-পরিধ্বংসী—স্বভাবতঃ। ১১৫১।
৮।২।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

নিরোধ কর,—
অন্যায় রইবে না। ১১৫২।
৯।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২

আর্য্যপঞ্চক

১। কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও—
অচ্যুতভাবে—বিপত্তি ভেঙ্গে,
সব রকমে, সব ব্যাপারে,
তথাগতদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না ক'রে,
উদার হও উপচয়ীতে—সত্তাবর্দ্ধনীতে;

২। ঘৃণা ক'রে কাউকে ত্যাগ ক'রো না,
কিন্তু ঘৃণ্য যা' তা' হ'তে রিক্ত থেকো,
আর, অপরকেও ক'রো—নির্ব্বিরোধে;

৩। মানুষের অসময়ে
যথাসাধ্য সাহায্য ক'রো তা'কে—
যথাসম্ভব পরপ্রত্যাশী না হ'য়ে—
স্বোপার্জ্জনী সক্রিয়তায়;

৪। প্রীতি-অবদান বিহিত যা'—
তা'কে অবজ্ঞাও ক'রো না,
দাবীও ক'রো না,—
অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে,
মানুষের ভারও হ'তে যেও না;

৫। সর্ব্বতোভাবে
শ্রদ্ধার্হ, সেবাপ্রাণ হ'য়ে চ'লো—
তা' যেই হোক না—প্রত্যেকের কাছে,
আদর্শে অটুট থেকে—
প্রত্যেক চলনায়
তপঃতৎপর ও সদাচারী হ'য়ে,
ঈর্ষ্যা, অনৈক্য, অভিমান ও স্বার্থপ্রত্যাশাকে
পরিবর্জ্জন ক'রে,—
সময়কে অবজ্ঞা না ক'রে—
ইষ্টানুগ ধর্ম্মসৌকর্য্যে। ১১৫৩।
১০।২।১৯৪৯, বেলা ১০টা

আর্য্যত্রয়ী

১। তথাগতে অচ্যুত হও—
আত্মস্থ হ'য়ে নিজেকে বিশ্লেষণ কর—
পর্য্যালোচনায় ;
২। দুঃখপ্রসূ যা' তা'র নিরাকরণ কর,
শীলকে সংস্থাপন কর—
সক্রিয় চলনে—চিন্তায়,
সত্তাপোষণী চলনই শীল ;
৩। সত্তাসম্বর্দ্ধনী সদাচারসম্পন্ন হও—
সার্থক অন্বয়ে—ধর্ম্মে—তথাগতে। ১১৫৪।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ, পরম বার্ত্তিক,
অন্বিতপ্রজ্ঞ, গ্লানি-সম্মার্জ্জী,

সত্যপ্রতিষ্ঠ, ঐক্যসংস্থাপক,
পূরণ-পরিবর্দ্ধনী যাঁ'রা
তাঁ'রাই তথাগত। ১১৫৫।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫০

অকৃতজ্ঞ যা'রা—
যা'রা বিশ্বাসঘাতী, সত্ত্ব-প্রবঞ্চক—
তা'রা যদি পুরস্কৃত হয়,
দুষ্কৃতি অঢেল চলনে
যে সংক্রামিত ক'রে তুলবে সবাইকে—
কত রকমে—
তা'র ইয়ত্তাই নেইকো;
দেখো—ঔদার্য্য তোমার
অনিষ্টকে অবাধ ক'রে না তোলে,
স্বার্থকে ব্যর্থ ক'রে না তোলে। ১১৫৬।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১০

ইষ্টে অচ্যুতমনন হও,
বৃত্তিগুলি অন্বিত ক'রে তোল—
তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-সার্থকতায়,
প্রণিধান-তৎপর থাক—তদর্থভাবনায়,
শ্রদ্ধার্হ সেবা-সার্থকতায় সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হও,
সিদ্ধান্ত
সক্রিয়তায় বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
আর, এ-ই হ'চ্ছে সার্থক ধ্যান। ১১৫৭।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪৫

জপ্য যা'—
তা' পুনঃ-পুনঃ মননে আবৃত্তি ক'রে,
প্রাণন-উদ্দীপনে তা'র অর্থকে
আরোতে পরিস্ফুট করাই
জপের তাৎপর্য্য। ১১৫৮।
১১।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫০

আত্মাতেই সত্তা থাকে,
তাই, সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে আত্মা;
তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,
আর, তদ্বেত্তাতেই তিনি সাকার,
আর, তিনিই তাঁ'র বার্ত্তিক,
এবং তিনিই ইষ্ট—রূপায়িত মঙ্গল;
অচ্যুত তন্নিষ্ঠ, সার্থক অন্বিতবৃত্তি হ'য়ে
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ চেষ্টা
সম্যক্ বোধি, সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ প্রাণন স্বভাবসিদ্ধ ক'রে
মহাচেতন-সমুত্থানে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ। ১১৫৯।
১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

যিনি যেমন প্রবীণ মানুষই হউন না কেন—
তিনি যদি পূর্ব্বপূর্যামাণ সদ্‌গুরু
অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ না হন—সর্ব্বতোভাবে,
এবং তাঁ'র বৃত্তিগুলি যদি অন্বিত না হয়—
ইষ্টে, ইষ্টানুগ চলনে,
অনীত, সঙ্গতিহারা—এমনতর যিনি,—

কল্যাণের যেমনতর দর্শনই
তিনি আবিষ্কার করুন না কেন,—
অদৃষ্টের তিরস্কার যে তা'তে
নিভৃতে নিহিত থাকবে—
তা'তে কোন সন্দেহই নেই,
কারণ, বোধি তাঁ'র প্রত্যয়বিহীন,
অনীত, অসার্থক, সঙ্গতিহারা
অর্থাৎ ছন্নছাড়া, একার্থী নয়—
চরিত্রে—চলনে—দর্শনে। ১১৬০।
১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

আচার্য্যে অনীত হ'য়ে
শিক্ষায় তাৎপর্য্যবান্ হওয়া—
ভাবতঃ সম্ভব হ'তে পারে,
কিন্তু মনোজগতে মনোবানের পক্ষে
বাস্তবভাবে অবাস্তব ব'লে মনে হয় ;—
তাই, গীতায় আছে—
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"। ১১৬১।
১২।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

তুমি যত বড় প্রবীণই হও না কেন—
সাধুই হও আর মহানই হও,—
যতক্ষণ তোমার পরিবেশ নিয়ে
স্ববৈশিষ্ট্যমাফিক
তুমি তোমার ইষ্টে সার্থক সামঞ্জস্যে
অন্বিত হ'য়ে না উঠছ—

পুর্য্যমাণ পূর্ব্বতন এবং মহাপুরুষগণের
পারস্পরিক সার্থক সমন্বয়ে
বাক্, চরিত্র এবং চলনে—সক্রিয়ভাবে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার দর্শন
যত বড়ই জলুসওয়ালা হোক না কেন,—
তা' ধোঁয়াটে বা ঘোলাটে,
অন্বিত-প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত নয়কো,
ত্রিকালদর্শী নয়কো,
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি সমন্বয়ে—একত্বে,
বিচ্ছিন্ন, ভ্রান্তিবিঘূর্ণিত, সাম্যহারা,
তা'র অঙ্কে কিন্তু নিহিত থাকতে পারে
দুরদৃষ্টের দুর্দ্দৈব—
যা' একদিন হয়তো জন ও জাতিকে
জাহান্নমের পথিক ক'রে তুলতে পারে—
পথহারা অসঙ্গতি ও অনৈক্যে ;
তাই বলি,—সাধু সাবধান। ১১৬২।

১৩।২।১৯৪৯, সকাল ৮টা

যা'রা প্রীতিহীন, সক্রিয়-সেবাবিমুখ, দরদহারা,
শুধু প্রয়োজন-দরদী আত্মপুষ্টির—
তা'রা প্রায়শঃই সমীহসঙ্কুল, সন্দিগ্ধ,
অকৃতজ্ঞ-যুক্তিবাদী, পরশ্রীকাতর, দুঃখী ;
প্রকৃতিরই এ অবদান তা'দের প্রতি। ১১৬৩।

১৩।২।১৯৪৯, বেলা ১১টা

সেবা যদি যোগ্যতাকে
জ্যান্ত ক'রে তুলতে না পারে—

যে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে উভয়েরই,
ধর্ম্মকে দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারে—
সার্থক সামঞ্জস্যে, উপচয়ে, আদর্শে,—
সে-সেবা কিন্তু বন্ধ্যা,
তা' ব্যর্থতারই পূজারী,
ধর্ম্ম বা ধৃতির কিছু নয়কো,
স্বার্থপ্রতিষ্ঠ ভাঁওতা ও অকর্ম্মণ্যতারই
অভিনন্দন। ১১৬৪।
১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

ইতর অহং সাধারণতঃই অকৃতজ্ঞ,
আর, এই অকৃতজ্ঞ প্রবণতা থেকেই
সে মানুষের কাছে প্রমাণ ক'রতে চায় যে,
মানুষ তা'র দ্বারা উপকৃত
বা তা'তে লোলুপ,
আর তাই, তা'রা তা'কে
পোষণ দেয় ও দিতে বাধ্য,
বুক ফুলিয়ে কৃতজ্ঞতাকে সহস্রমুখে
অভিনন্দন ক'রতে পারে না,
তাই, নিজেকে সমর্থন ক'রতে
নানান ভাঁওতার অবতারণা করাই
তা'র সহজ ধাঁজ,
আর, তা'র অর্জ্জনও যা'-কিছু
ঐ ইতর-অহংএর দুরাত্ম-বাধ্যতায়। ১১৬৫।
১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

স্বাস্থ্য, মন ও প্রাণ
পরিশ্রান্ত হ'য়েও

সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে
স্বষ্ঠু ও পুষ্টিপ্রদ পর্য্যায়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় চ'লেছে কতখানি—
যা'ই কেন কর না—
তা' স্বস্তিধর্ম্মী কিনা—
তা'র মাপকাঠিই হ'চ্ছে ওখানে। ১১৬৬।
১৩।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

যে ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গ করে
সে অনন্ত জীবন পায়,
আর, যে অবজ্ঞা করে তাঁ'কে—
সে তা' হারায়। ১১৬৭।
১৪।২।১৯৪৯, সকাল ৮টা

ইষ্টার্থে যা'রা সব হারায়
যা'-কিছু উৎসর্গ ক'রে,—
হাজার গুণে তা'রা পায়ই তা'—
ইহজীবনেই,
পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকারী ;
আর, তা' যা'রা করেনি বাস্তবে—
তা'রা অনুসরণও করেনি, পায়ওনি। ১১৬৮।
১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

যে-নিষ্ঠা সক্রিয়তায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না—
কাজে, উপচয়ে,—
তা'কে নিষ্ঠা ব'লে ধ'রো না—
বঞ্চিত হবে। ১১৬৯।
১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

স্বার্থপ্রয়োজন মানুষকে যখন
প্রলুব্ধ করে,—
প্রাপ্তি তখন তা'কে অবজ্ঞা করে। ১১৭০।
১৪।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

মানুষের কাছে শুধু পেয়েই
খুশি হ'তে নেই,
সময় ও সুবিধামত যথাসাধ্য
বিহিত-প্রীতি-অবদানে
তা'কে যতক্ষণ না নন্দিত ক'রতে পারছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তোমার
ঐ খুশির পরিপূর্ত্তি না হয়;
তা'তে তুমি অকৃতজ্ঞ হবে না,
আর, ক্রমে দরিদ্রতা এসে
হাতের ক্রীড়নক ক'রে
তুলতে পারবে না তোমাকে। ১১৭১।
১৭।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

যেখানে স্ত্রী স্বামীতে প্রীতিবিহীন,
সেবাবিমুখ, দায়িত্বশূন্য, অবজ্ঞাতৎপর,
স্বেচ্ছাচারিণী হ'য়েও
স্বামীকে ভোগ-ইন্ধন করতঃ
তা'র দয়া বা স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বের
অবদানের অপেক্ষা না ক'রে
তা'কে বাধ্য ক'রে
তা'র কাছ থেকে
স্বচ্ছন্দ খোরপোষ-সংগ্রহে সমর্থ,—
এ অনুশাসন বিপর্য্যয়েরই আমন্ত্রক;

সেখানে বিবাহে বা পরিণয়ে
সংস্কৃতি ব'লে কিছু থাকে না,
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের
অচ্ছেদ্য একত্ব-তাৎপর্য্য রুদ্ধ ক'রে
থাকে একটা যথেচ্ছ চুক্তি মাত্র। ১১৭২।
১৭।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

পঞ্চবর্হিঃ এবং সপ্তার্চ্চিঃ—
আশ্রম-নির্ব্বিশেষে
সকলেরই স্বীকার্য্য ও পালনীয়;
তবে যা'রা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—
তা'রা একাশ্রমী থাকার দরুন,
একে বিধৃত,
একে সার্থক-সমন্বিত হওয়ার জন্য
তা'দের পক্ষে ঐগুলি স্বীকার্য্য,
কিন্তু ওদের সবগুলিই পালনীয় নয়। ১১৭৩।
১৮।২।১৯৪৯, সকাল ৯টা

পরিবারে শ্রেয় যিনি—
তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ-সহযোগী,
সরবরাহী সেবা যদি না থাকে,—
সে-পরিবার দানা বেঁধে ওঠে না প্রায়শঃ,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সক্রিয় সানুকম্পী হয় কমই—
সহযোগিতায় ও সাহায্যে,
আর, তা'তে পারিবারিক সামর্থ্য,

শক্তি বা ঐক্য-চলন
ছিন্নভিন্নই হ'য়ে থাকে,
কেউ বাস্তবে বোধ ক'রতে পারে না—
বাস্তবে তা'র এমন কেউ আছে—
সাধারণতঃই যে নাকি
তা'র সত্তাকে আঁকড়ে ধ'রে,
উন্নততর চলনে, সক্রিয়ভাবে
যোগান দেবেই কি দেবে,
দরদী ব'লে তা'র কেউ আছে—
ঠাওর ক'রতে পারে কম ;
কিন্তু পরিবারের শ্রেয়
যেখানে ইষ্টীপূত নয়কো,—
তা'র পরিবারও ইষ্টপ্লুত নয়,
সেখানে দানা বেঁধে উঠলেও
তা'র স্থৈর্য্য সহজ-ভঙ্গুর ;
ভবিষ্যৎও তা'র তমঃ-সঙ্কুল, ছন্নছাড়া। ১১৭৪ ।
২২।২।১৯৪৯, বেলা ১০টা

যে-স্ত্রী প্রীতিপ্রসন্না, স্বতঃ-সেবাযুতা,
স্বামী-স্বার্থী, অপ্রমাদী, সাধ্বী,
সদাচারী, ধর্ম্মনিষ্ঠ—
তা'কে অবজ্ঞা করে যে-পুরুষ
ক্রূর হৃদয়ে, বৃত্তিনিষ্ঠায়,—
আবর্জ্জনাসেবী হ'য়ে থাকে সে,
দুরদৃষ্ট
দুর্ব্বহ হ'য়ে তা'কে
অভিনন্দন করবে না তো আর কী?

বস্তুতঃ অমার্জ্জিত পৌরুষ তা'র
যদি পুরস্কৃত হয়,
কদাচার কুটিল ভঙ্গিতে
জনগণে সংক্রামিত হ'য়ে চলাই স্বাভাবিক। ১১৭৫।
২২।২।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৫

শ্রেয় যিনি—
তোমার সম্বন্ধ তাঁ'র সাথে যেমনতর—
বাস্তবে—ব্যবহারে,
তাঁ'তে অনুরাগী যা'রা—
তা'রাও তোমাতে অনুরক্ত তদনুপাতিক। ১১৭৬।
২৩।২।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

যদি ব্যর্থ ক'রেই থাক কাউকে—
বিপন্ন বিপদ-সঙ্কুল ক'রে,
কা'রও নির্ভরতাকে বিশ্বাসঘাতকতায়
বিদীর্ণ ক'রে থাক
স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতার মোহে,
নিজেকে বিচার ক'রো,—
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজেকে সমর্থন ক'রতে যেয়ে
লোকের চোখে কথার ধোঁয়া দিয়ে
নিজেকে ঢেকে রেখে—
নিজ প্রবৃত্তির যদি এখনও প্রশ্রয়প্রয়াসী হও,
তোমার শুদ্ধি ও উন্নতি
ভবিষ্যতের অন্ধ প্রকোষ্ঠে
কারারুদ্ধ ক'রে রাখছ কিন্তু;

তাই, আদর্শের দিকে তাকাও,
যা' মন্দ ক'রেছ
এখন থেকেই সাবধান হও,
পূরণ ক'রতে চেষ্টা কর ;
আর, তা' না ক'রে
ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,
কৃতকার্য্যতাই যদি অর্জ্জন ক'রে থাক,—
অমনি ক'রে তা'ও খতিয়ে দেখ
কিসে আরও ভাল ক'রতে পার,
চ'লতেও থাক তেমনি ক'রেই—
সত্তাকে বাঁচিয়ে,
রেহাই পাবে, পুরস্কৃত হবে। ১১৭৭ ।
২৩|২|১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

সত্তার মূলই হ'ল আত্মা,
আর, এই আত্ম-সমীক্ষুই আত্মবিৎ,
আর, তিনিই আচার্য্য ;
তদন্বিতবৃত্তি ও তৎসমাহিতচিত্ত যিনি—
তিনিই বোধ করেন তাঁ'কে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—
আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক। ১১৭৮ ।
২৪|২|১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

লোকসত্তার পরিপো[illegible]ী
আচার-ব্যবহারই সততা। ১১৭৯ ।
২৪|২|১৯৪৯, দ্বিপ্রহরে

দাঁত খিঁচোলেই ভাঙ্গল প্রীতি—
নয়কো ওটা প্রেম-প্রকৃতি। ১১৮০।
২৪।২।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

অনুরাগ যেমনতর—
অবস্থানও তেমনতর। ১১৮১।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

অনুরাগ যেখানে অচ্যুত নয়—
আবেগও সেখানে ছন্নছাড়া,
আর, অনুপ্রাণনাও সেখানে বিচ্ছিন্ন ;
বোধ, সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সার্থকতা
সেখানে অবিন্যস্ত, ঐক্যহারা, ইতস্ততঃ। ১১৮২।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১১-৫

চলস্রোতা, একমুখীন অনুরাগ
প্রজ্ঞা-পরাগেই পরিশোভিত হ'য়ে থাকে—
প্রায়শঃ। ১১৮৩।
২৫।২।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

বৃত্তিমুগ্ধ নেশাকেই মোহ বলা যায়,
ভক্তি কিন্তু চেতন, চিরচক্ষুষ্মান্। ১১৮৪।
২৫।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৮

তুমি তোমার শ্রেয়ে
শ্রদ্ধান্বিত যেমন—আচারে—ব্যবহারে,

তোমার প্রতিও লোকে
শ্রদ্ধানুকম্পী হ'য়ে থাকে তেমনি—
সাধারণতঃ। ১১৮৫।
২৫।২।১৯৪৯

শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি, আত্মনিয়োগ
ও সেবা-সংরক্ষণী চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে আগ্রহ-উন্মাদনা আসে—
প্রাণের ক্ষুধার তৃপ্তিই ওখানে। ১১৮৬।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

নিজের কোন কামনাকে কেন্দ্র ক'রে
যদি কাউকে ভালবাস,
ভালবাসার কেন্দ্র সেই কামনা—
যা'কে ভালবাস ব'লছ সে নয় কিন্তু;
কাম্য তোমার যে বা যা'
কর্ম্মও হবে তেমনতর—
ফলও পাবে তেমনি। ১১৮৭।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম ক'রে
সত্তা-পরিপোষণী উৎকর্ষ অর্জ্জনই—
বর্ণ ও আশ্রমের তাৎপর্য্য। ১১৮৮।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২৫

ভুলই যদি ক'রে থাক—
তবে তা' শোধরাও—যত শীঘ্র সম্ভব,
আর, তোমার ভুল যদি কা'রও

ক্ষতি ক'রে থাকে—
তা'কেও শোধরাতে হবে,
স্বস্থ ক'রে তুলতে হবে,
নয়তো, ও শোধরানো সর্পিল গতিতে
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে কিন্তু
একদিন। ১১৮৯।
২৫।২।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৬

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তিনি যা' বলেন—
হয় তা' পরিপালন কর সর্ব্বতোভাবে—
আত্মপ্রসাদে—
ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, আপসোসকে
জলাঞ্জলি দিয়ে—তৃপ্তির সহিত,
নয় তা'র পূরণে, বিচার ক'রে
যেমনতর সঙ্গত বিবেচনা কর—
ন্যায্যতঃ সম্ভব যা' তোমার পক্ষে
বুঝে-সুঝে জীবন দিয়ে তা'কে
উদ্‌যাপন ক'রতে চেষ্টা কর ;
মাঝামাঝি যে-কোন দিকই
সমীচীন হবে না কিন্তু ;
জীবনে প্রেয়-প্রতিষ্ঠার দুটিই পথ—
হয় আম্‌মোক্তার-নামা দাও,
নয় তপশ্চরণ কর ;
তোমার পক্ষে যেটা শোভনীয় তা-ই কর,
প্রতিষ্ঠা পাবে প্রেয়—তোমাতে। ১১৯০।
২৬।২।১৯৪৯, সকাল ৬-৩০

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর, ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি—
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান! ১১৯১।
২৮।২।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

ভক্তির উদাত্ত আগ্রহে
বৃত্তিগুলি সামঞ্জস্যের সহিত
সংযত ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। ১১৯২।
২৮।২।১৯৪৯, দুপুর ১২-৪৫

কর্ত্তব্য-পালন যেখানে যেমন সুচারু—
অনুরাগেরও উদ্ভব সেখানে তেমনি,
আবার, অনুরতিও যেখানে যেমন—
কর্ত্তব্যও সেখানে তেমন সহজ ও সুন্দর। ১১৯৩।
১।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

দাও-থোও, যা'ই কর—
আর, যত ভালবাসার কথাই কও না কেন—
একানুবর্ত্তিতার সহিত শ্রদ্ধার্হ চলনে
মানুষের সাহচর্য্যের সহিত
যতদিন পর্য্যন্ত
ওগুলি না ক'রছ—বাস্তবে,
কেউ তোমার ভাবে
ভাবান্বিত হ'য়ে উঠছে না কিন্তু,
আর, তোমাতে দানাও বেঁধে উঠবে কম,—
মানুষের ধী এমনই দুর্ব্বল
সাধারণতঃ। ১১৯৪।
২।৩।১৯৪৯, সকাল ৯-২৫

যে-ধৃতি পরভৃত হ'য়েও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ১১৯৫।
২।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪০

যে-ধারণা অন্য সংসর্গেও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ১১৯৬।
২।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪২

বেকার-সমস্যাকে যদি তাড়াতেই চাও—
শ্রমিককে ধনিক ক'রে তোল,
মহাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য-যন্ত্রের
প্রতিষ্ঠা ক'রে তোল,
উৎপাদন—বিহিত যা' তা'কে প্রাচুর্য্যে
অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোল,

অজ্ঞকে হাতে-কলমে বিজ্ঞতায় উন্নীত কর,
গবেষণাকে গরীয়সী ক'রে তোল
গণকল্যাণে,
ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে পরিপূরণী ক'রে
সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোল,
নিষ্ঠা, সেবা, সহানুভূতিতে
সক্রিয় ক'রে তোল,—
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে—
আদর্শ-পরিপূরণে ও পরিবেষণে,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—
নিরোধ কর তা'কে—অমোঘভাবে,
সুস্থ প্রত্যেকেই যা'তে স্বতঃ
শ্রমনিয়োজিত হ'য়ে উঠতে পারে—
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কর তেমনি,
বৈশিষ্ট্যমাফিক সুষ্ঠু শ্রম
সবারই শ্রেয় ও জীবনীয় ;
স্বর্গ সার্থক হ'য়ে উঠবে
প্রতি-জীবনে তখনই—
আত্মপ্রসাদে, সুখে, জ্ঞানে। ১১৯৭।
২।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

তুমি বোঝ আর নাই বোঝ—
জ্ঞানের আওতায় ধরা-ছোঁয়া পাও
আর নাই পাও আপাততঃ,—
ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে
ঈশ্বরের প্রতি তোমার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ

যথাবিহিত উন্নত-চলনশীল ক'রে
তোমাকে আরোতে নিতেই থাকবে ক্রমশঃ—
এটা ঠিক জেনো—
তা' সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সর্ব্বতোভাবে,—এই হ'চ্ছে
জানায় দাঁড়িয়ে অজানাকে পেতে যাওয়া ;
যা'তে যেমন আগ্রহ,—
মানুষকে এগিয়েও নিয়ে যায় তা'তে তেমনি ;
মানুষের জীবনে অনায়ত্তকে অধিগত করার
অদম্য আকূতিই হ'ল বিবর্ত্তনের গোড়ার কথা,
আর, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও ওতেই—
বিশেষতঃ। ১১৮৯।
৩।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

বৈশিষ্ট্যপোষণী অনুলোম-বিবাহ শ্রেয়,
প্রতিলোম স্বতঃই বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী—
তাই, তা' অশ্রেয়, বর্জ্জনীয়,
বংশবৈশিষ্ট্য তা'তে নষ্টই পায়। ১১৯৯।
৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১১টা

প্রবৃত্তি-অভিভূত ব'লেই
মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উৎকর্ষ ক'রতে পেরেও
নিজের উৎকর্ষ করতে পারেনি—
সুপ্রজনন-ব্যাপারে ;
আর, প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'লেই
মানুষ বৃত্তি-ঔদার্য্যের হাত থেকে
বোধ, চিন্তা ও চলনে

রেহাই পেয়ে উঠতে পারে না—সাধারণতঃ,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে চলাও
দুষ্কর তাদের পক্ষে। ১২০০।
৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'দের গুণের আবরণে দোষ থাকে—
তা'দের দ্বারা লোকের ক্ষতি হয় বেশী,
কারণ, তা'দের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় বেশী;
কিন্তু যা'দের দোষের আবরণে গুণ—
তা'দের দিয়ে লোক সংক্রামিত হয় কম,
কারণ, তা'দের প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় কম;
আর, দোষ মানে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—তৎপ্রীতি;
তাই, চ'লতে সাবধান,
চলন দেখে বুঝতে শিখো। ১২০১।
৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

শয়তানী যা'র অন্তরে—
অবান্তর তা'র সৎকথা;
বৈশিষ্ট্য-বিচ্ছিন্ন ক'রে
যা' সত্তার অপলাপ ঘটায়—
তা'ই শয়তানী। ১২০২।
৬।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

বর্ণ ভেঙ্গো না—
তা'তে বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা পড়ে,
বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা সর্ব্বনাশা;

বরং বিরোধ ভাঙ্গ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে,—
বৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণী ক'রে। ১২০৩।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-২৬

বৃত্তি আছেই,
বৃত্তিপূরণী আকাঙ্ক্ষাও আছে,
তা' কিন্তু সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে' নয়—
পূরণ ক'রতে হবে তা'
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে—
তা' নিজের পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি,
আর, সেখানেই ধর্ম্ম। ১২০৪।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩০

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় বংশ-পরম্পরায়
পারিপার্শ্বিক পরিচর্য্যায়—
বিধানকে সমাবেশ ক'রে
তপের অনুকূলে,—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে পোষণীয়-গ্রহণে,
প্রতিকূল-বর্জ্জনে :
শুকিয়ে গেলেও
এই বৈশিষ্ট্যকে উপযুক্ত সেচনে
তাজা ক'রতে পারা যায়—
পরিচর্য্যা ক'রতে-ক'রতে
ক্রমাগত অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে;
আর, বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—

অস্তিত্বের স্বতঃ-সাথিয়া,—
চরিত্রে-চলনে—অভ্যাসে-ব্যবহারে—
প্রবণতার পথপ্রদর্শক ;
তাই, বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ক'রে তোল—
তপে, সুষ্ঠু পরিপোষণে। ১২০৫।
৬।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫টা

বিষম পরিণয়ে
বীজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-সমাবেশী সংযোগ
বিকৃত ক'রে দেয়,
ফলে, বংশপ্রবাহ চিরদিনের মত
দূষিত হ'য়ে চলে। ১২০৬।
৭।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২০

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈধানিক সংস্থিতি যেমনতর—
তা'র পরিবেশ থেকে
সত্তাপোষণী লওয়াজিমাও
যোগাড় করে তেমনতর,
আর, তা'র অভাব যেখানে যেমনতর—
তা'র বৈশিষ্ট্যও ব্যাহত হয় তেমনি। ১২০৭।
৭।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৩২

তোমার আচার-ব্যবহার,
চলন, চরিত্র, কথাবার্ত্তা,
যোগ্যতা ও সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
যদি কাউকে সুখী ক'রে তুলতে না পার,—
আর, তা'তে প্রীত হয় এমনতর প্রিয়

যদি কেউ না থাকে তোমার—
তুমি সুখী হ'তে পারবে না ;
তোমার সুখের ব্যাপার লাখই থাক না—
তোমার প্রিয় যদি প্রীত না হয়
তবে সবই বৃথা,
ভোগ ক'রতে পারবে না তা'। ১২০৮।
৮৷৩৷১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

ইষ্টার্থ ছাড়া অর্থের উন্মাদনায়
সেবার উদ্বোধন ক'রতে যেও না—
ক'রবে প্রীতি-উদ্দামতায়,
নয়তো, ব্যর্থ হবে
বৃত্তিবুভুক্ষু নখরে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
সেবাবিমুখ হ'য়ে থাকবে তোমাতে। ১২০৯।
৮৷৩৷১৯৪৯, দুপুর ১২-৪৫

যা'রা ভাবে,
অর্থের মানদণ্ডের উপর বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত—
তা'রা ভ্রান্ত,
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম করার উপরই
বর্ণাশ্রমের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত ;
এতে ধনিক-শ্রমিক সমস্যা ছিল না,
সমস্ত শ্রমিকই ধনিক, সমস্ত ধনিকই শ্রমিক,
প্রকাশই ছিল তা'র ব্যবহারে
এবং সমঞ্জসা ব্যবস্থিতিতে

বিভিন্ন গুচ্ছ বা বর্ণের
পারস্পরিক ঐক্যমুখর সহযোগিতায়,
রাষ্ট্র ছিল তা'র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী—
সমাজতান্ত্রিক পরিচর্য্যায়,
অনুলোম-পরিণয় ছিল তা'র উৎক্রমণ-প্রসূ,
সংশ্লেষী উপকরণ—
গুচ্ছ-বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে,
শিক্ষা ছিল তা'র
সর্ব্বতোমুখী, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী,
বৃত্তি ছিল তা'র বর্ণবৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
বৃত্তি-অপহরণ ছিল তখন মহাপাপ,
পারস্পরিক সহযোগে ইষ্টমুখীন উচ্চাধিগমন
প্রত্যেকেরই ছিল
স্বতন্ত্র জীবনের পরম সার্থকতা,
পরস্পরেরই স্বার্থরক্ষা নিজেরই স্বার্থ
বা সম্পদ ব'লে মনে ক'রত,
কা'রো কেউ নেই—
এমনতর হ'তে পারত না—সাধারণতঃ,
অজলে অস্থলে প'ড়তে পারত না কেউ তখন,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'-কিছু
পরিবেশের অনুকম্পী শাসনে
তা' সংযত হ'য়ে উঠত আপনিই,
আর, সত্তার উদ্বর্দ্ধনী যা'—
তা' পরিপুষ্টও হ'ত তেমনি ক'রে ;
এই ছিল মোটামুটি জীবন—
গণ্ডগ্রামেও যা'র অভিব্যক্তি ছিল। ১২১০।

৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

যা'রা পরিস্থিতি থেকে
সত্তাপোষণী যেমন সংগ্রহ ক'রতে পারে—
কুশল কৃতিত্বে,—
তা'রা তেমনি বাড়ে ;
যা'রা পরিবেশে বিকিয়ে যায়—
তা'রা হারায়। ১২১১।
৯।৩।১৯৪৯, সকাল ৬-১৫

যা'দের পেছটানের কৈফিয়ৎ
এগিয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করে—
তা'রা স্বভাবতঃ অকৃতী
ও অলস-স্বার্থী। ১২১২।
৯।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৪০

প্রকৃতি অনেক কিছুই পারে,
পারে না শুধু একের মত অবিকল
আর একটা সৃষ্টি ক'রতে,
কিন্তু যা' হয়—রাখতে পারে তা'কে—
ক্রমবিবর্দ্ধনের ভিতর-দিয়ে—
যতদিন সে থাকে। ১২১৩।
১০।৩।১৯৪৯, সকাল ৭টা

প্রত্যয় তোর নেই—
যা'র কাছে যা' দেখিস্-শুনিস্
হারিয়ে ফেলিস্ খেই। ১২১৪।
১০।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৫০

তুমি জ্ঞানযোগীই হও
আর ভক্তিযোগীই হও,
বেদান্তবাদীই হও
আর সাংখ্যবাদীই হও—
যা'ই হও না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে
গুরু বা ইষ্টবাদী না হ'য়ে উঠছ,—
তোমার বোধ অন্বিত হ'য়ে
সামঞ্জস্য-সমাধানে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
এটা নিছকই ধ'রে নিতে পার ;
তাই, শঙ্কর ব'লেছেন—
"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু—নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।" ১২১৫।
১০।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

সার্থকতার দাঁড়া ঠিক ক'রে
কথাবার্ত্তা, চালচলন যা' করার তা' ক'রো—
বিড়ম্বনায় হুঁশিয়ার থেকে,
মানুষের অন্তঃকরণকে
নিজের সাথে মিলিয়ে,
ভাললাগা-মন্দলাগার বোধে সজাগ থেকে,—
সার্থকই হবে প্রায়শঃ। ১২১৬।
১০।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

অপকর্ম্ম ক'রলেই
নিজের সাফাই গেয়ে
অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে,

পরনিন্দুক হ'তে হয় কার্য্য-কারণে,
ফলে, ক্রমশঃ নিজের অগ্রগতি
নিজেই নিরুদ্ধ ক'রতে থাকে ;
তাই, নিজেকে শুদ্ধ কর,
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
অযথা পরনিন্দুক হ'তে না হয়—
সাবধান। ১২১৭।
১০।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪-২৭

ইচ্ছার অনুপ্রাণনায়
আয়োজন যখন
বিন্যস্ত হ'য়ে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা'কে বলে ভাব—যা' বাস্তবায়িত। ১২১৮।
১০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১০

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে অপনোদন কর,
বিধিসিদ্ধ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী,
সবর্ণ এবং অনুলোমক্রমিক
আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিণয় উদ্ঘাটন কর,
উৎকর্ষী-প্রজনন অকাট্য ক'রে তোল,
সমাজও গঠন কর তদনুপাতিক,
বৃত্তিও নিয়ন্ত্রণ কর তেমনতর,
পারিবারিক শ্রম ও কৃষ্টিকে
উচ্ছল ক'রে তোল—উপচয়ে—
পারস্পরিক বৈষম্য তিরোহিত ক'রে,—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
বিধানকে বিধায়িত কর তেমন ক'রে,

উৎক্রমণী ঐক্যসম্বুদ্ধ বিরাট সমষ্টিকে
এমন ক'রে সাজিয়ে তোল—
যা'তে প্রত্যেক ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্য
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যেরই
সক্রিয় বাস্তব প্রতীক হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টানুগ উৎকর্ষে ;
দেশ তোমার স্বর্গ হ'য়ে উঠুক,
একটা সমবায়ী বিশ্বরাষ্ট্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য,
প্রত্যেক অন্তরে নারায়ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠুন,
তিনি সবার হউন,
সবাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁ'রই হ'য়ে উঠুক—
অচ্ছেদ্য—অভিন্নভাবে, অচ্যুত-সম্বেগে। ১২১৯।
১১।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

স্বার্থ-সংক্ষুধ পাওয়ার বুদ্ধি
যেখানে যেমন উদগ্র,
ইষ্টানতিও সেখানে তেমনতরই অনৃত। ১২২০।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

আনতিই যদি থাকে—
বুঝের বালাই বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায় না,
আর, বুঝ আপনি আসে—
স্বতঃ-প্রবর্ত্তনায়—নিজ গরজে—
সুঝের আওতায়। ১২২১।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৫

ব্যর্থতায় দোষারোপ বা বিস্ফোরণ যেখানে—
ভেবে দেখো,
উপাসনা ছিল কোন্ প্রবৃত্তির,
কেমন ক'রে
স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে কোথায়,
আর, তা' কী ও কেমন,
নির্ণয় ক'রে যা' সমীচীন তা-ই ক'রো। ১২২২।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

বৃত্তির খাতিরে যা'রা ভালবাসে—
তোয়াজের একটু খাঁকতিতেই
অসন্তুষ্ট হয় বা বিগড়ে যায় তা'রা। ১২২৩।
১২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৫০

ভক্তি থাকলেই সে মিন্‌মিনে হয় নাকো,
তা'র প্রত্যেকটি চলনে, কথাবার্ত্তায়
থাকে একটা বিনীত, প্রত্যয়ী সংশ্লেষ—
যা' স্বতঃই যুক্তিপ্রভবী। ১২২৪।
১২।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২০

যেখানে হীনম্মন্যতা বেশী—
সৌজন্য সেখানে কম,
কুশল ব্যবহারও সেখানে দৈন্যগ্রস্ত। ১২২৫।
১৩।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

মানুষ চলে ফোঁসে—
জীবন কাবু দোষে। ১২২৬।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-৩০

জীবন-মনের তৃপ্তিপ্রদ যা'র যা'—
তা'ই তা'র কাছে সুন্দর। ১২২৭।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১০টা

শোন অনেক—
কর না কিছু কাজে উপচয়ীভাবে,
শোনার তাৎপর্য্য তোমাতে নেই,
তুমি তা'তে সাক্ষাৎভাবে
সম্বুদ্ধ নও কিন্তু,
বাজে বায়নাক্কার ভাঁওতায়
একটা মোড়লী নিয়ে
দিন কাটাচ্ছ শুধু,
এক কথায়—
আদিম অন্তরে তুমি ভণ্ড,
যখনই তোমার প্রবৃত্তিপূরণের
খাঁকতি প'ড়বে—
অচিরেই কৃতঘ্ন হ'য়ে উঠবে—
এই আশঙ্কাই বেশী। ১২২৮।
১৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

কর্ম্মোদ্ভাবন-প্রবৃত্তি যা'দের
যেমন অবশ বা মন্থর—
সেবা-সাহচর্য্যে, শ্রেষ্ঠ উপচয়ে,
প্রীতি তা'দের তেমনতর ক্লীব—
প্রায়শঃই গোড়ায় গলদওয়ালা,
আবেগ তা'দের প্রবৃত্তিস্বার্থী—সাধারণতঃ। ১২২৯।
১৪।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত কর,
শিক্ষাকে সর্ব্বতোমুখী ক'রে তোল—বাস্তবে,
যেন তা' বৈশিষ্ট্যকেই
সত্তায় সার্থক ক'রে তোলে,
এমনতর ক'রে—যা'তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
তা'র যোগ্যতা দিয়ে
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত ক'রে তুলতে পারে—
তা'র সর্ব্বতোমুখী কৃষ্টি নিয়ে,
স্বতঃ-সার্থক উন্মাদনায়,
প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবণতা ও পারগতা
প্রত্যেকেরই স্বার্থ-সম্পদ হ'য়ে ওঠে—
বিভিন্নে উদ্ভিন্ন হ'য়ে নিজেরই আকৃতিতে
জীবন ও আদর্শের সেবায়—
স্বতঃ-সহজ ঐক্য-সংহতিতে,
বাস্তব চলন এমনতর যতই
বিভিন্নের ভূতিমুখর,—
যোগ্যতায় সংহতিও হ'য়ে উঠবে
তেমনতর দৃঢ়। ১২৩০।
১৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১১-১৫

ব্যভিচার বিকৃতিরই জন্মদাতা। ১২৩১।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-১৫

মানুষের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'র অন্তর্নিহিত গুণের স্বতঃ-অভিব্যক্তি
স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট হ'য়ে, অন্বিত হ'য়ে
সামঞ্জস্যে সার্থক সংহতি লাভ

যদি না ক'রতে পারে,—
সে-মানুষ যান্ত্রিক মানুষ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
বোধ ও উপভোগের ভিতর-দিয়ে
তা'র গুণব্যঞ্জনা অর্থাৎ তা'র প্রকাশ
গতি, রূপ, মিশ্রণ, সহন-শক্তি
অনৌচিত্যের পরিহার-ক্ষমতা ইত্যাদি
ক্রমশঃ অবলুপ্তই হ'তে থাকে,
সে পায় একটা নিরর্থক, নিনড়,
যন্ত্রবৎ কর্ম্মজীবন। ১২৩২।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-৪০

মনে রেখো, তুমি তোমার
শুভাশুভের জন্য যেমন দায়ী,
তোমার পরিবেশের জন্য
তেমনতরই তুমি ;
তোমার বাঁচা, তোমার বাড়া,
তোমার কাছে যেমন সার্থক,—
যা'দের সাহচর্য্যে, পরিপোষণে
তুমি বাঁচবে, বাড়বে,
তা'দের বাঁচাবাড়ার জন্যও
তেমনতরই তুমি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট—
সব দিকেরই দায়িত্ব নিয়ে ;
তুমি দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত
হ'তে চাও না,
বিপাক-বিধ্বস্ত হ'তে চাও না,
এই না-চাওয়াকে

সার্থক করার মূলে আছে তা'রাই
যা'দের সাহচর্য্যে তুমি তোমাকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখতে পারবে ;
তাই, উৎকণ্ঠ-আগ্রহ কর্ম্মতৎপরতায়
তোমাকে নিজেকে এমনভাবেই
নিয়োজিত ক'রতে হবে—
যা'তে তা'রা কিছুতেই দরিদ্র না হ'য়ে ওঠে,
বিপাক-বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে ;
পারস্পরিক সানুকম্পী সহযোগিতায়
প্রতি-নিজেরই অর্জ্জনী তৎপরতায়
প্রতি-প্রত্যেককেই অমন ক'রে তুলতে হবে—
মন্দ যা'-কিছু তা' নিরাকরণ ক'রে ;
আর, ঐটিই হ'চ্ছে—
ইষ্টীপূত উৎকর্ষী ধর্ম্মের ভিত্তি ;
এটা যদি না কর—
পাপ ও পাতিত্য তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না,—
তা' যেমন নৈতিকতায়,
তেমনি সামাজিকতায়,
তেমনি রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায়। ১২৩৩।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-২০

আমার মনে হয়,
জমিদারদের জমিদারিগুলি
যদি স্বত্বস্বামিত্বওয়ালা
আধা-সরকারী লোকায়ত্ত সম্পত্তি হয়,—
জমিদারেরা সরকারের সহযোগিতায়

তা'দের সম্পত্তির জনগণকে
সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা ও কর্ম্মে সমুন্নত ক'রে
বাস্তবে প্রত্যেককে
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক উৎকর্ষে
উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে—
রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
সব রকমে,
স্বত্বস্বামিত্বে অচ্যুত থেকে,
বাস্তব লোকসেবায়,—
আর, সে-নিয়ন্ত্রণ
যদি প্রজা-প্রতিনিধির ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন হয়
—বিহিতভাবে,—তা-ই ভাল,
এতে স্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি দুই-ই—
বজায় থেকে, হাত ধরাধরি ক'রে
বৃদ্ধিপর হ'য়ে উঠবে,
শান্তি ও স্বস্তি-প্রসাদে সার্থক হ'য়ে উঠবে। ১২৩৪।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১১টা

স্বাতন্ত্র্য মানে—
স্ব-এর বিস্তার বা ব্যাপ্তি,
আর, তা'র মরকোচই হ'চ্ছে—
সহযোগ-সমর্থ শ্রদ্ধান্বিত চলন,—
যা' পারস্পরিক ভাবানুকম্পার ভিতর-দিয়ে
পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে
উপনীত হয় সার্থকতায়—
সিদ্ধান্তে ও কর্ম্মে, বাস্তব পরিণয়নে,

পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকৃতির
একমুখীন সহানুধ্যায়িতায়—বিস্তারে ;
তাই, স্বাতন্ত্র্য শুধু একপেশে স্ব-প্রধান নয়কো,
যেমনতর, স্ত্রী-পুরুষ,
তা'দের পারস্পরিক সানুকম্পী,
সহযোগী উপভোগের ভিতর-দিয়ে
উপনীত হয় সন্তান,
তা'তে থাকে উভয়েরই বিস্তার—প্রবৃদ্ধি,
আর, স্বাতন্ত্র্যের তাৎপর্য্যও ওই ওখানে,
নয়তো, তা' সাধারণতঃ বিকৃতই বা ব্যর্থ ;
এই স্বাতন্ত্র্য যা'র যে-পথে—
বিস্তারও তা'র তেমনি। ১২৩৫।
১৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

অনুকম্পী সহযোগী যা'র নেই,—
যে কাউকেও তা' ক'রে তুলতে পারে না—
সক্রিয়, সহচারী অনুধ্যায়িতায়,
সে কিন্তু বড় কিছু ক'রতে পারে না—
বাস্তব পরিণয়নে। ১২৩৬।
১৫।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-৯

স্ব বিধৃত হ'য়ে আছে
তা'র বৈশিষ্ট্যে—
যে-বৈশিষ্ট্য দিয়ে তা'র
বিশেষত্বকে বোধ করা যায়—
সবরকমে, সব দিক দিয়ে ;
আর, তা'ই তা'র ধর্ম্ম। ১২৩৭।
১৫।৩।১৯৪৯, দুপুর ১টা

সংযম, সহ্য আর সমীক্ষা
যা'দের নাই—
তা'রা সেবাপটু হয় কম। ১২৩৮।
১৫।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১১-২০

অযোগ্যতা যেখানে পরিপোষিত
অসন্তোষও সেখানে উদ্ধত,
কিন্তু অসুস্থ বা অসমর্থকে পরিপোষণে
যোগ্য ক'রে তোলা ধর্ম্মদই। ১২৩৯।
১৬।৩।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫০

ভৌতিক বিভিন্নতা আধ্যাত্মিক একত্বেরই
বিশিষ্ট, বিভিন্ন পরিণতি,
আর, এই বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে বিশেষের **স্বধর্ম্ম**;
তাই, একত্বানুগমনে বৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা ক'রে যদি চ'লতে চাও—
ঠ'কবেই কিন্তু হামেহাল। ১২৪০।
১৬।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫০

একত্ব যেখানে ভূমায়
সেখানে ভেদ নাই,
একত্ব যেখানে বৈশিষ্ট্যে
সেখানে বিভেদ,
আর, বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়েই
ভূমাকে উপলব্ধি ক'রতে হবে,
তাই, বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছিল্য ক'রে

যা'রা ভূমাকে উপলব্ধি ক'রতে যায়—
তা'রা বিভ্রান্তির পথেই চলে। ১২৪১।
১৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-৫

অনাচারী, অভক্ষ্যভোজী,
অগম্যাগামী, বিশ্বাসঘাতক,
চৌর্য্যবৃত্তিরত, দুষ্টকর্ম্মা,
ইষ্টকৃষ্টি-বিমুখ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিরুদ্ধাচারী—
শাস্ত্রে সাধারণতঃ এদেরই অন্ন ও পানীয়
দূষ্য ব'লে বর্ণিত হ'য়েছে—
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
ও শুদ্ধি-অনুষ্ঠান দ্বারা
সদাচারী না হওয়া পর্য্যন্ত;
এদের দ্বারা জনগণ সহজেই
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনাও দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
তাই, স্বতন্ত্রীকরণ ও শুদ্ধির উদ্দেশ্যে
শাস্ত্রের এই শাসন। ১২৪২।
১৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

মানুষ যে বুদ্ধি বা ধারণায়
অভিভূত হ'য়ে চলে,—
যুক্তি, চিন্তা, সন্ধান ও সমর্থন
এসব তদনুকুলে বিন্যাসপ্রয়াসী হয়;
আর, বিরুদ্ধ যা' তা'তে আসে অবজ্ঞা—

তা' যত ভালই হোক বা মন্দই হোক;
তাই, বোধ বা ধারণাকে
শুদ্ধ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
যদি ভালই চাও। ১২৪৩।
১৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

ধর্ম্ম উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বর্দ্ধনায়
মানুষকে বিশিষ্ট একত্ব-বিবর্ত্তনে
উন্মুখ ক'রে তোলে। ১২৪৪।
২০।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৫

কথা বা কাজ গড়িয়ে গিয়ে
কখন কোথায় কী রূপ ধ'রতে পারে—
তা'ই বুঝে যে চ'লতে পারে—
সুনিয়ন্ত্রণে,—
সেই-ই হ'চ্ছে ধুরন্ধর—আসলে। ১২৪৫।
২০।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত নীচাশয় অহং
সাধারণতঃ অলীক অভিমানী হয়,
বিকৃত বোধই
আত্মশ্লাঘার সহিত সমর্থন করে,
কাজেকাজেই, অকৃতজ্ঞ হ'তে বাধ্য হয়,
হামবড়াই-চলনা দিয়ে
প্রকৃত যা' তা'কে দাবিয়ে রাখতে চায়,
ফলে, অন্যকে ঠকিয়ে
নিজে ঠ'কবার আয়োজন

তার পক্ষে দুর্ণিবার হ'য়ে ওঠে,
মানুষকে ঠকিয়ে
নিজের বড়লোকী চাল বজায় রাখা
হীনতা বিবেচনা করে না,
মানুষের কাছে চেয়ে জীবনধারণ
তা'র পক্ষে অতীব দুষ্কর—
কথাবার্ত্তা-চালচলনে তা'ই প্রকাশ করে ;
ফল কথা, তা'র ক্ষমতাই কম—
মানুষকে সুখী ক'রে
চেয়ে জীবনধারণ করার ;
তোমাতে এইসব লক্ষণ থাকলে
এখনই সামাল হও—
যদি বাঁচতে চাও। ১২৪৬।
২০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২০

তুমি ছোট হও তা'তে ক্ষতি নাই—
কিন্তু পূত থাক,
ছোটর বড়তে শ্রদ্ধা
তা'কে বড় ক'রে দিতে পারে,
কিন্তু অপবিত্র যে র'য়েই যায়—
তা'র বড় হওয়া দুষ্কর। ১২৪৭।
২০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

গোড়ায় সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে—
অর্থাৎ বুদ্ধে শরণ রেখে
ধর্ম্মে শরণ রেখে

সঙ্ঘে শরণ রেখে
সক্রিয় দায়িত্বপূর্ণ পারস্পরিক স্বতঃ-সমবেদক
সহানুভূতির সঙ্গে—
কেমনভাবে দেখতে হবে কী নজরে,
কেমনভাবে কথা ব'লতে হবে,
কেমনভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে,
কেমনভাবে চ'লতে হবে
ও জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে হবে,
কখন কেমনভাবে কর্ম্ম নিষ্পাদন ক'রতে হবে—
কেমন চেষ্টায়—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
এর সাথে-সাথে
কেমন ক'রে অন্তর-পরিচর্য্যা ক'রতে হবে—
সম্যক্ স্মৃতি ও সম্বোধি নিয়ে—
বিদ্যুৎকর্ম্মা হ'য়েও দুঃখ স্পর্শ ক'রতে না পারে
এমনতর চলনকে সম্ভব ক'রে ;
এই-ই সেই অষ্টাঙ্গ মার্গ—
ভগবান তথাগত যেমন ব'লেছেন। ১২৪৮ ।
২১।৩।১৯৪৯, বেলা ১০টা।

মানুষের ভাবানুকম্পিতার বিচ্যুতি ঘটিয়ে
কিছু ক'রতে যাওয়াই হ'চ্ছে—
বিচ্ছিন্নতাকে আমন্ত্রণ করা ;
তাই, যদি কাউকে দিয়ে কিছু ক'রতে চাও—
তা'র ভাবানুকম্পিতাকে সুষ্ঠু
এবং দৃঢ়-কেন্দ্রায়িত ক'রেই তা' ক'রো—
অনুপূরণে, তদনুকূল নিয়ন্ত্রণে,
নিজে অমনতর হ'য়ে—

চিন্তায়, কথায়, চলনে, চরিত্রে—
সক্রিয়ভাবে,
তবেই তা' হবে সহজসাধ্য, সঙ্গতিপূর্ণ,
সুশৃঙ্খল। ১২৪৯।
২১।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যে যা'ই করুক আর যা'ই বলুক—
তা'র সত্তানুপূরক ভঙ্গী নিয়ে
যদি ইষ্ট-পরিবেষণ কর—
তা' তিরস্কারের ভিতর-দিয়েই হোক—
বা পুরস্কারের ভিতর-দিয়েই হোক—
প্রায়শঃ সার্থক হ'য়ে ওঠে তা',
ফলে, আসে মন্দে বিরতি
আর ইষ্টে বা মঙ্গলে অনুরতি। ১২৫০।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-৪৫

অন্তরে যদি খুঁতই থাকে,
অন্যায়ই যদি হ'য়ে থাকে,
বিপর্য্যয়ই যদি কিছু ক'রে থাক—
আত্ম-পর্য্যালোচনা ক'রে তা'কে ধ'রে ফেল,
সমাধানে সুবিন্যস্ত ক'রে তোল তাকে,
আত্মসমর্থন ক'রতে গিয়ে
নীতি বা ন্যায়কে বিপর্য্যস্ত ক'রতে যেও না,
লোকসান তা'তে তোমারই বেশী—
অন্যেরও কম নয়। ১২৫১।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

ভুল করা অন্যায় বটে—
তাই ব'লে, তা' অসংশোধনীয়,
নারকীয় নয়কো,—
যদি ভুলের প্রতি আসক্তি না থাকে। ১২৫২।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

কোন অসদভিপ্রায়ে,
নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে,
কায়দায়—ছলে, কলে,
সেবা-বান্ধবতায়
কারও বিশ্বাসার্হ হ'য়ে উঠছ—
বিশ্বাসঘাতকতা ক'রতে,
আত্মশ্লাঘা ক'রছ ওরই—
মানুষকে হক্‌চকিয়ে দিতে,
কিংবা তোমার দুরভিসন্ধির কথা
কাউকে জানতে দিচ্ছ না,—
এটা ব'লে দিচ্ছে—
তুমি নিজে এবং ঐ হক্‌চকানতে যা'রা
অনুগত হ'য়ে উঠছে তোমাতে—তা'রাও
নিজের, পরিবারের এবং জনগণের
কতবড় সর্ব্বনাশা শয়তানের দূত—
জাহান্নমের আজগবী জানোয়ার—
নরখাদক পিশাচ,
তোমাকে এবং এদের দেখে
তুমিও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠবে ;
এখনই সাবধান,

নয়তো, তোমাদের পরিণতি এত নারকীয়—
যে, তা' ইয়ত্তার বাইরে। ১২৫৩।
২২।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

প্রীতির রং-এ যদি অন্তর তোমার
রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে,
শুধু স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে যদি চল,
ঢং-এ কিন্তু রং ধ'রবে না কিছুতেই। ১২৫৪।
২২।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫

মনকে বেশী চাপাচাপি ক'রতে যেও না,
তা'তে ঠাণ্ডা হবে না,
তাই ব'লে, চ'লোও না তা'র প্ররোচনায়—
ইষ্টানুবর্ত্তন ছাড়া,
বরং ইষ্টে অনুরাগ বাড়াও—সক্রিয়ভাবে,!
ছাপিয়ে তোল সে-অনুরাগকে
সমস্ত বৃত্তি অতিক্রম ক'রে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তা'তে বরং
অনেকখানি। ১২৫৫।
২৪।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

যা'রা দরিদ্রতার আওতায় দাঁড়িয়ে—
স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও
সেবাহীন কর্ম্মবিমুখতাকে প্রতিপালন ক'রে
অদৃষ্ট ও ধর্ম্মকে ধিক্কার দেয়,
মানুষের অন্তর্নিহিত কোমলপ্রাণতাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে
সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে অভ্যস্ত,—

যতদিন এমনতর তা'রা—
ততদিন ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হওয়াই
তা'দের সম্পদ ;
বাস্তবতায় তা'রা তা'-ছাড়া
আর কিছু কি চায় ?
যদি এমনতর কেউ থাক,
বাঁচতেই যদি চাও—
এখনই পরিহার কর
তোমার এ প্রকৃতিকে,
দু'দিন কষ্ট হ'লেও পরিণামে
স্বচ্ছল চলনে চ'লতে পারবে—
একনিষ্ঠ, সেবাপ্রাণ, কর্ম্মপটুতার
আশীর্ব্বাদে। ১২৫৬।
২৪।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫০

নিয়ত এমনভাবেই লক্ষ্য রেখে চ'লো
যা'তে তোমার কথা বা চালচলন
সব সময়ই মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে
সমর্থন করে সবদিক দিয়ে,
নয়তো, ঠ'কবে,—
বিচ্ছিন্নতায় বিক্ষিপ্ত হ'তে হবেই
তোমাকে। ১২৫৭।
২৪।৩।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪০

প্রবৃত্তিপরতন্ত্র যতক্ষণ তুমি,—
ইষ্ট বা আদর্শ-নিদেশ
পরিপালন ক'রতে পারবে না,

ব্যত্যয়ী পথে পরিচালিত হবেই তা'
তোমার ভিতর-দিয়ে,
চরিত্র রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে না তাঁ'তে,
ঢং থাকলেও রং ধ'রবে না কিন্তু,
ফলে, সার্থকতা হারাবে। ১২৫৮।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

শাসনতন্ত্র সহজ তখনই—
আদর্শতন্ত্র যখন একনিষ্ঠ, নিরাবিল,
শ্রমই সেখানে স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি,
অন্তরই কৈফিয়ৎ-কর্ত্তা,
কৃতী-সমাধানই উত্তর। ১২৫৯।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

লঙ্ঘন যেখানে আদর্শ-ব্যত্যয়ী—
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হীনম্মন্য অহং সেখানে প্রভু,
সংক্রামক স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ-প্রবৃত্তি
সেখানে বিচারক,
পাপ ও পাতিত্যই সেখানে বান্ধব,
জাহান্নমই তা'র আবাস বা কয়েদখানা। ১২৬০।
২৪।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২০

প্রকৃতি সদৃশই প্রসব ক'রে থাকেন
দেখতে পাওয়া যায়,
সম কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না,—
তাই, বৈশিষ্ট্যপোষণী ব্যবস্থাই
পুষ্টিদ ও প্রাণদ। ১২৬১।
২৫।৩।১৯৪৯, বেলা ১২টা

চিন্তা-চলন যেমন—
চরিত্রও তেমন। ১২৬২।
২৫।৩।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪০

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়,
উন্নতির আনন্দে,
কিন্তু অন্তরকে আঘাত ক'রতে নেই—
সত্তাসংরক্ষণী জরুরী অবস্থা ছাড়া। ১২৬৩।
২৬।৩।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

ঐক্য দাঁড়ায়—পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শগ্রহণে,
তিনি যদি সার্থক-সমন্বয়ী, জীবন্ত হন—
তাই-ই শ্রেয় ;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দাঁড়ায়—
সমাজে আদর্শনিষ্ঠ সহযোগিতায় ;
আর, বিভবের পরিবেষণ হয়—
ঐ একনিষ্ঠ পারস্পরিক স্বার্থ-সংবর্দ্ধনী সেবায়—
যা'তে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—বাস্তবে ;
আবার, এ সবগুলির অনুপ্রেরক হ'চ্ছে—
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান মহানে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যেরই
সংগঠনী-সেবা-সম্বুদ্ধ অনুচলন ;
যেমন সত্তা ও শরীর,
শরীরের প্রতি-বিশেষ অংশই
তা'র নিজের মতন
পারস্পরিক সহযোগিতায়

সত্তানুপূরণী কর্ম্মে নিয়োজিত—
নিজ আত্মপুষ্টির সহিত যেমনতর,
জীবনপ্রবাহও
তেমনি প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
তেমনি ক'রেই জীবনীয় ক'রে তুলছে ;
আবার, ঐ সমবায়ই হ'চ্ছে শক্তি,
আর, এর ব্যতিক্রমই ব্যাধি বা গ্লানি। ১২৬৪।
২৬৷৩৷১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

খাদ্য হওয়া উচিত সহজপাচ্য,
পুষ্টিকর, তৃপ্তিপ্রদ—
শরীরের ন্যায্য পোষক—
সদাচার-সংসিদ্ধ
অর্থাৎ জীবনীয়—
সাত্ত্বিক, স্বাদু। ১২৬৫।
২৬৷৩৷১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

বেকুবীর মত ধন থাকলে
ব্যর্থতার অভাব কী? ১২৬৬।
২৬৷৩৷১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

তোমার ইষ্ট যিনি
একমাত্র তাঁ'কেই ধারণ কর সর্ব্বতোভাবে—
চলনে, চরিত্রে—কায়মনোবাক্যে,
তা-ই তোমার ধর্ম্ম ;
যা'-কিছু কর, তা' কর একমাত্র
তাঁ'রই জন্য—
তাঁ'রই পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, সেবায়—

তা-ই তোমার কর্ম্ম ;
একমাত্র তাঁ'তেই থাক—
তা' সবরকমে—সম্বোধি নিয়ে,
তা-ই তোমার সত্তা—পরমপুরুষার্থ। ১২৬৭।
২৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

বস্তুর অণুকণার সূক্ষ্মতম
সংযোগ বা বিয়োগেও
তা'র গঠন, গুণ ও ক্রিয়ার
পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে ;—
এই গঠন, গুণ ও ক্রিয়াই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য ;—
যে বা যা'
এই গুণ, গঠন ও ক্রিয়ার অনুপূরক—
তাই-ই তা'র পোষক ও সংরক্ষক ;
পরিণয়-ক্ষেত্রেও যে-নারীর বংশ,
ব্যক্তিগত গুণ, গঠন ও প্রকৃতি
যে-পুরুষের অনুপূরক—
সেই নারী তা'র উপযুক্ত পোষয়িত্রী
ও রক্ষয়িত্রী ;
আর, এর অন্যথায়—বিপর্য্যয়ী। ১২৬৮।
২৭।৩।১৯৪৯, সকাল ৮-২৫

অচ্যুত আদর্শানুপ্রাণতা,
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ,
শম, দম, সহযোগিতা,
অভ্যাস, যত্ন ও চেষ্টা,

শ্রম ও শ্রদ্ধার্হ সেবা,
সাত্ত্বিক পোষণ ও প্রাণন,
উপচয়ী প্রস্তুতি, দান, গ্রহণ,
সাধনা ও সম্বোধি, আত্মনিবেদন—
এগুলির সুষ্ঠু পরিপালনেই আসে
তপঃ-সার্থকতা। ১২৬৯।
২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৩০

সেবাবিমুখ, দাবীওয়ালা,
অলীক-ধারণাপোষী,
দোষদর্শী যা'রা—
তা'রা মানুষকে আপন ক'রতে পারে না,
অসহিষ্ণু-প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে,
ফলে, দুঃখকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে—
তা' পাওয়ায় এবং দেওয়ায়। ১২৭০।
২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-২০

ইষ্টনিষ্ঠা সেখানেই—
অনুরাগ যেখানে উদ্ভাবনী বুদ্ধি নিয়ে
উপচয়ী ইষ্টকর্ম্মে ব্যাপৃত ক'রে তোলে—
সেবায়, স্মরণে, মননে, কর্ম্মে, কৌশলে—
বাস্তব রূপায়ণে। ১২৭১।
২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

শ্রমেও থাকে সুখ—
প্রেষ্ঠরাগী উদ্যমেতে
ফোলা যখন বুক। ১২৭২।
২৮।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

ভগবান, ইষ্ট বা ধর্ম্মের
মৌখিক স্তুতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা ধর্ম্মবিরোধী কাজ করে
তা'রা হ'ল সব চাইতে বড়
শয়তানের দূত—
প্রকৃষ্ট লোক-দূষক। ১২৭৩।
২৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

একটা বিরাট গহ্বর কামিনী,
আর, তা'র পাশেই
আর-একটা বিরাট গহ্বর কাঞ্চন;
ও দুটো গহ্বরের ভিতর বাস করে
দুটি বিরাট পৈশাচিক দৈত্য—
একজন মান আর একটি হ'চ্ছে বড়াই;
এই দুই বিরাট গহ্বরের মাঝখানকার
সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে
ভবসমুদ্র পার হ'তে হয়—
ইষ্টানুরাগকে অবলম্বন ক'রে;
তা'র একটু বিচ্যুতি হ'লেই
সত্তাবিলোপী পতন অনিবার্য্য,—
যদি অনুরাগরজ্জু শক্ত হ'য়ে না থাকে হাতে—
অচ্যুতির সহিত;
এই দুই গহ্বর পার হ'য়ে গেলেও
ঐ দৈত্য দুটো আবার
কিছু দূর পর্য্যন্ত পিছু নিতে থাকে—
শিকারের আশায়। ১২৭৪।
২৮।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১০

তুমি উদার হও উন্নতিতে,
তুমি যদি উদার হও সর্ব্বনাশে—
সর্ব্বনাশ তোমাকে ছাড়বে কেন ? ১২৭৫ ।
২৯।৩।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

যেখানেই যাও—
যে-কোন ব্যাপার বা ঘটনারই
সম্মুখীন হও না কেন—
হুঁসিয়ার থেকে খবর নিও তা'র—
বিশদভাবে, সপর্য্যায়ে, স্বল্পে,
বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে,
নিজে রঙ্গিল না হ'য়ে
অর্থাৎ, নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে ;
তোমার কী ক'রতে হবে তা'তে
বা কিছু করা উচিত কিনা—
তোমার আদর্শপোষণী মাপকাঠিতে
তা' হিসেব ক'রে নিয়ে,
পথ খুঁজে নিও তা'র ভিতর-দিয়ে—
নিয়ন্ত্রণে,
চেষ্টা ক'রো নির্ভুল হ'তে—
যথাসম্ভব,
পথও হবে নির্ভুল যথাসম্ভব। ১২৭৬ ।
২৯।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-৫৫

কোথাও গেলে—
তোমার কী কী প্রয়োজন,—
কী কাজে কী কী লাগবে,

নিজ অন্তরে তা' অনুধাবন ক'রে
খবর নিও সবটারই—
যথাবিহিত যোগসূত্রসমেত ;
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
তোমার পক্ষে বিহিত যা' যা'—
যথাযথ যেমন ব্যবস্থা ক'রতে পার—
তা'র ত্রুটি ক'রো না ;
বিবেচক হ'য়ে চ'লো,
বেকুবও হ'তে যেও না, ব্যর্থও হ'তে যেও না ;
সব সময়ই চেষ্টা ক'রো
সব ব্যাপারের উপরে থেকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে তা'কে,
নজর রেখো, অবস্থা তোমাকে
বেফাঁস ক'রে না তোলে। ১২৭৭।
২৯।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণ মানসে
যদি কোথাও যাও,
আগেই হিসাব ক'রে নিও—
কোথায় গেলে তা'র পরিপূরণ হ'তে পারে
বা পরিপূরণী সূত্র মিলতে পারে ;
অন্তরে অনুধাবন ক'রে
তোমার প্রয়োজনগুলির এমনতর
বিহিত বিন্যাস ক'রে তুলো—
যা'তে সবাইকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তুলতে পার তা'তে,
সিদ্ধির সাথিয়া ক'রে নিতে পার তা'দিগকে ;

আর, এমনভাবেই চ'লবে বা ব'লবে
যা'তে তা'র প্রতিক্রিয়া
ব্যর্থতাকে কিছুতেই ডেকে আনতে না পারে ;
চলনে-বলনে এমনতর মিতালী নিয়ে
যতই মানুষের শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে চ'লতে পারবে,—
লোকায়ত্ত কৃতিত্বও হবে তেমনতর। ১২৭৮।
২৯।৩।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

লোককে বাজে ব্যবহার ক'রো না,
বাজে ব্যবহৃত হ'তেও দিও না,
লক্ষ্য রেখো, যা'তে তোমা হ'তে
মানুষ প্রেরণা পায়—
উপচয়ে, সম্বর্দ্ধনে,—সক্রিয় হ'তে,
নিজের বেলায়ও তেমনি ;
মনে রেখো, পরিবেশ তোমার পরম স্বার্থ,
তোমার সত্তাপোষণী সংগ্রহ
তা'দের দিয়েই। ১২৭৯।
২৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

পরিবেশের প্রত্যেকটি মানুষ—
সত্তানুপূরক যা'-কিছু—
সবই কিন্তু তোমার পরম সম্পদ,
এর একটিরও ব্যতিক্রম
তোমাকে অতখানি বঞ্চিত ক'রে
তুলেই থাকে—নিঃসন্দেহে,
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব আছে—
সেই দায়িত্বের অনুপূরক তোমার পরিবেশেও

ততখানি তা',
বিপথ-বিধ্বস্ত পরিবেশ
তোমারই বিধ্বস্তির আগমনী ;
হুঁশিয়ার থেকো,
যত পার দেখো, বঞ্চিত হ'তে না হয় ;
তাই, ধর্ম্মের প্রথম পদক্ষেপই হ'চ্ছে—
নিজে হওয়া আর পরিবেশকেও
সেই এক অদ্বিতীয় ইষ্ট ও কৃষ্টির
পূজারী ক'রে তোলা—
জীবনে, চিন্তায়, কর্ম্মে, বাস্তবীকরণে,
পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সৌজন্যে। ১২৮০ ।
২৯।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

চিন্তা, শ্রম ও চরিত্র
বাস্তব সামঞ্জস্যে
ইষ্টানুগ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সার্থকতার সোপান। ১২৮১ ।
৩০।৩।১৯৪৯ বেলা ৯টা

স্বার্থপর প্যাঁচোয়া প্রবৃত্তি নিয়ে
চ'লবে যত,—
প্যাঁচেও প'ড়বে তত,
বঞ্চিতও হবে তেমনি—
প্যাঁচোয়াভাবে। ১২৮২ ।
৩০।৩।১৯৪৯, বেলা ৯-১৫

যা'ই কর না—
হিসাব রেখো বিহিতভাবে,

ঐ হিসাবেই থাকে নিকাশের পথ,
আর, ওতে স্মৃতিও চ'লতে থাকবে উৎকর্ষে,
পশ্চাদপসারণী চিন্তায়,
আবৃত্তি-মননে—
স্মৃতিবাহী চেতনার দিকে। ১২৮৩।
৩০।৩।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

যা'র জন্য যা'কে ত্যাগ ক'রতে পার যেমনতর,—
তোমার ভালবাসা বা আসক্তিও
তা'তে তেমনতর। ১২৮৪।
৩০।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৩০

ইষ্টকৃষ্টিহারা যা'রা,—
ব্যক্তিত্বও তা'দের শ্লথ,
যে-কোন চাকচিক্যেই
তা'রা অভিভূত হ'য়ে পড়ে—
অন্তর্নিহিত ঐক্যবন্ধনীকে ছিন্ন ক'রে,
বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাই হয় তা'দের
প্রভাবান্বিত বিবেকী প্ররোচনা—
তা'তে সত্তা থাক আর যাক। ১২৮৫।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচিত,
বৃত্তি-ক্ষুধায় অভিভূত,
বৃত্তিকেই যা'রা স্বার্থ ব'লে মনে করে,—
তা'রা সাধারণতঃ শোধরাতেই গররাজি,
হীনম্মন্যতাই তা'দের প্রভু হ'য়ে দাঁড়ায়,
সত্তাকে বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রেও

ঐ পথে চায় তা'র পরিপোষণ জোগাতে
ফলে, চলে পিচ্ছিল গতিতে
জাহান্নমের দিকেই;
তাই, যদি সৎই ক'রতে চাও তা'দিগকে—
অর্থাৎ, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রতে চাও—
অনুধাবন ক'রতে হবে তা'দের,—
বিরক্তি-বিহীন উদ্যম নিয়ে,
হাতেকলমে দেখিয়ে দিতে হবে
যাজন-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি ও সৌজন্য নিয়ে
তা'রা সর্ব্বনাশ ক'রছে নিজেদেরই;
সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যের তালে
সম্বর্দ্ধনার পথে নিয়ে যেতে হবে তা'দের,
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে—
ঐ পথে চ'লতে;
বাঘে-ধরা মানুষকে ছাড়াতে হ'লে
বীর্য্যও চাই, কৌশলও চাই—
হুঁশিয়ার রেখে নিজেকে;
মানুষকে সাবধান করা সহজ,
বাঁচান কিন্তু কঠিন,
চাই অপ্রমেয় ধৈর্য্য, উদ্যম,
কৌশলী অনুধাবন—
নিজেকে অচ্যুত রেখে আদর্শে। ১২৮৬।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
মানুষের ক্ষতি ক'রেই খায়,—

অন্তরে থাকে তারা দুর্ব্বল,
তাই, সব সময় খোঁজে—
নানান ধাঁজে,
কথাবার্ত্তা চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
সমর্থন,
গা-ঢাকা দিয়ে চ'লতে চায় লোকচক্ষুসমক্ষে—
মানুষের বুঝকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
একটা সন্দিগ্ধ, দোদুল্যমান
ভীতিত্রস্ততার সাথে,
তাই, বীর্য্যবান্ সতের সামনে
তা'রা দাঁড়াতে পারে না—
স'রে প'ড়তে আকুলি-বিকুলি করে ;
নিজে সামাল ও সবল থেকে
তা'দের স্বস্থ ক'রে তুলতে
যদি পার, বিহিত যা'—তা' ক'রো,
আত্মপ্রসাদ তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে। ১২৮৭।
৩০।৩।১৯৪৯ রাত্রি ৮-৩০

যত বিদ্বানই হও—
যতই থাকুক তোমার পাণ্ডিত্য,—
দুনিয়া ধন্য-ধন্য যতই করুক তোমাকে,—
চরিত্রবত্তার সজ্জায় যতই সাজ না কেন,—
মোলায়েম বা ঝাঁঝাল জলুসী-হামবড়াইয়ের
ঘোড়সওয়ার হ'য়ে
যতই ঘোরাফেরা কর না কেন,—
যতক্ষণ তুমি অচ্যুত অনুরতির সহিত

পূর্ব্ব-পূর্য্যমাণ, সার্থক-সমন্বয়ী
গুরুতে বা ইষ্টে
নিয়োজিত না হ'চ্ছ—সর্ব্বতোভাবে,—
তোমার যা'-কিছু সব বাস্তবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠছে—
সেগুলি অন্বিতও হবে না,
সার্থক সামঞ্জস্যে সঙ্গতিলাভও ক'রবে না,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সক্রিয়তায়
দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশও
ক'রে তুলতে পারবে না,
সম্বর্দ্ধনী সমতা
প্রজ্ঞাকে আমন্ত্রণ ক'রে
সত্তায় বিন্যস্তও হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
ক্ষতির বোঝা নিয়ে, লোককে হকচকিয়ে,
ক্ষতিতে সমাধিস্থ ক'রে
সর্ব্বনাশের জয়জয়কার আনতেই হবে তোমাকে—
নিজের ও তোমাতে প্রলুব্ধ পরিবেশের ;
তাই বলি, ভাল না ক'রতে পার—
ক্ষতি ক'রো না,
সাবুদ হও,
নিজে বাঁচ,
অন্যকেও বাঁচাও। ১২৮৮।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১০

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তপঃপ্রাণ হও,
সংবুদ্ধ হও,

বীর্য্যবান হও,
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
দায়িত্ব নিতে শেখ
সৎসম্বর্দ্ধনী যা'—তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রো না—
তা'তে নিরাশী হও,
নির্ম্মম হ'য়ে ওঠ তা'তে,
নিরখ-পরখ কর নিজকে—

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সব সময় ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখ,
কৌশলী ও তীক্ষ্ণ-ধী হও,
সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা, সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
অন্যায় বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং ক'রে তোল সকলকে,

তপশ্চেতা হ'য়ে
ধর্ম্মানুগ সর্ব্ব সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থেকে—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে
জীবনপ্রবৃদ্ধি
ও স্মৃতিবাহী চেতনার পথকে অনুসন্ধান কর,

এবং তা' বাস্তবীকরণে
বিহিত ব্যবস্থাবান হও,
আর, সব-কিছু নিয়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে ওঠ ;
এই হ'চ্ছে—
যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা। ১২৮৯ ।
৩০।৩।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

যা'রা অন্যের চাকচিক্যে অভিভূত হ'য়ে
আত্মসমর্পণ করে,—
আর, তা' থে'কে সংগ্রহ করতে পারে না
নিজের বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী উপকরণ,
তা'দের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দুর্ব্বল—
প্রায়শঃ ইষ্টকৃষ্টিহারা,
অন্তর্নিহিত যৌগিক বাঁধন ক্ষীণ। ১২৯০ ।
৩১।৩।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎ-সম্বর্দ্ধনী যা' তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
তবেই তোমার দায়িত্বও বহন ক'রবে প্রকৃতি—
ভৃতি-অনুপ্রাণনায়। ১২৯১ ।
৩১।৩।১৯৪৯, বেলা ৮-৩০

যে যা' জানে—
সেই জানার অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে

তা'র অনুসরণ
ও যথাবিহিত আবৃত্তিতে
জানাকে আয়ত্ত ক'রতে পারা যায়,
আর, আয়ত্ত করার এই-ই সহজ পন্থা। ১২৯২।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

যেখানে তোয়াজে তৃপ্তি,
ত্রুটিতে নারাজ, বিরক্তি বা বিরতি—
সেখানে প্রীতি নাই,
আছে হীনম্মন্যতার
খোসামোদী সেবা-চাহিদা। ১২৯৩।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

কৃষ্টি ও ঐক্যের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
ভাবানুকম্পা ;
এই ভাবানুকম্পাকে
বৈশিষ্ট্যে যত দৃঢ় ক'রে তোলা যায়—
ঐক্য তত অচ্ছেদ্য হ'য়ে পড়ে,
আর, মানুষের প্রেরণাও তা' থেকে
প্রস্রবণে চ'লতে থাকে,
ফলে, শ্রম, সংহতি, সহানুকম্পা
সার্থকবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে,
স্থৈর্য্যশীল চলনে জন ও জাতি
বীর্য্যবত্তায় উৎকর্ষের দিকে চ'লতে থাকে
সার্থক সম্বর্দ্ধনে ;
তাই, ভাবানুকম্পী বৈশিষ্ট্যকে
নিকেশ ক'রতে যেও না,
তা'কে দৃঢ় ক'রে তোল,

প্রেরণাপুষ্ট ক'রে তোল সবাইকে,
প্রতি-বৈশিষ্ট্যাই
উন্নতিতে অব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
শাসন-স্বার্থে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে। ১২৯৪ ।
৩১।৩।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

যা'তে অভ্যস্ত হবে যত বেশী—
তোমার প্রকৃতিও তেমনতর
রূপ নেবে,
তাই, অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠাই সিদ্ধ হওয়া। ১২৯৫ ।
১।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

জৈবসংস্থিতির দৈন্য,
শ্রমবিমুখতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,
অনৈষ্ঠিকতা—
এগুলির যে-কোনটাই
মানুষকে উৎকর্ষ-বিমুখ ক'রে তোলে। ১২৯৬ ।
১।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে বিবাহ-পরিণয়ন
দম্পতিকে ভাবানুকম্পিতায়
এক আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে
পরস্পরের সত্তায়
গ্রথিত ক'রে তোলে সাধারণতঃ,
তা'র ফলে, দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা' স্বস্তি-সম্বুদ্ধ চলৎশীলই থাকে—প্রায়শঃ,
তা' না হ'লে বিচ্ছিন্ন, বিভেদ, বিরাগ, দ্বন্দ্ব—

এগুলিই প্রাধান্য পায় বেশী,
কেউ কা'রো সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে না;
এদেশে বিবাহিত পুরুষ তা'র স্ত্রীর
স্বামী ব'লে অভিহিত হয়,
আর, স্বামী মানেই হ'চ্ছে—
'আমার সত্তা'। ১২৯৭।
১।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪০

আমরা বোধ বা উপভোগ
যা'-কিছু করি,
তা' তুলনার ভিতর-দিয়ে,
তা' যদি না হ'ত তা'হ'লে
আমাদের বুঝ বা উপভোগ—
যা'-কিছুই বল—
তা'র উৎকর্ষণের কিছুই থাকত না। ১২৮৯।
১।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫৫

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানে
ইন্দ্রিয়নিপীড়ন নয়কো,—
ইন্দ্রিয়-প্ররোচনায় অভিভূত না হওয়া,
গ্রহণ না করা। ১২৯৯।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগঠনকে
উৎকর্ষ-প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
গ'ড়ে তুলতে হ'লেই চাই—
অপ্রমেয়, নিরবচ্ছিন্ন, নিবিষ্ট তপঃসম্বেগ-অভ্যস্ত
স্বাভাবিকতা—

যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
বোধে, ব্যবহারে চলনে ;
তাই, ভাঙ্গার চাইতে গড়া মুশকিল। ১৩০০ ।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

একটা অলীক ভিত্তির উপর
খাড়া ক'রে
ধারণাকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
ব্যাপারটা বোঝ, কর, দেখ,
প্রত্যয়ে তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল—
তবেই তো তা' অকাট্য হবে,
ভাল-মন্দ বেছে নিতে পারবে
তা' থেকে,
চ'লতে পারবে কল্যাণের পথে—
মন্দ যা' তা'কে এড়িয়ে। ১৩০১ ।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

ধর্ম্ম বা দর্শনের যা'-কিছু কথা—
তা' সত্তাকে ভিত্তি ক'রেই,
আর, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব বা আত্মত্ব—
ওরই ভূমায়িত পূর্ণতা যেখানে
—সেখানে। ১৩০২ ।
১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০টা

গুণ, গঠন ও রকম দেখে
আমরা কোন-কিছুর আভ্যন্তরীণ সমাবেশকে
অনুমান ক'রতে পারি,

তেমনি বহুবিধ গুণ, গঠন ও রকমারি দেখে
আমরা বহুরকমের অন্তর্নিহিত একজাতীয়
বৈশিষ্ট্যকেও নিরূপণ ক'রতে পারি,
কে কা'র অনুপূরক
তা'ও ধারণা ক'রতে পারি ;
আর, এই গুণ, গঠন ও রকমের
এক-এক জাতীয় রকমের সমাবেশকেই
বর্ণ ব'লে থাকেন আর্য্যেরা। ১৩০৩।
২।৪।১৯৪৯, বেলা ৭-৪০

যা'রা নিজের অন্তর্নিহিত
প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে
অন্য প্রবৃত্তিগুলিকে অন্বিত ক'রতে চায়
তা'তেই,—
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
তা'রা তো আসেই না,
বরং বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুচ্ছের ভারই
ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে,
এতে বৃত্তি-বিকলন হ'তে পারে,
কিন্তু বিন্যাস হওয়া মুশকিল ;
তাই, ওগুলিকে অন্বিত ক'রতে হ'লেই চাই
তোমার বাইরে এমনতর একজন প্রিয়পরম—
যাঁ'র প্রতি অনুরাগ-আবেগে
তুমি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার—
সামঞ্জস্য-সার্থক সমন্বয়ে। ১৩০৪।
২।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩০

জীবের মধ্যে
যা'রা স্তন্যপায়ী হ'য়ে উঠল—
ভগবৎ-প্রকৃতি-অঙ্কে
সত্তাস্বার্থে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,—
তা'দের মধ্য থেকেই
অনেক উৎকর্ষ-সম্ভাবনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল
তখন থেকেই—
ক্রমপর্য্যায়ে। ১৩০৫।
২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-৩৫

ধর্ম্মানুরাগ মানুষের জীবনে
একটা দুরিত-দমনী উপকরণ—
যা'র সাহায্যে
মানুষ অন্যায্যকে নিরোধ ক'রে
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনে চলে। ১৩০৬।
২।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হ'চ্ছে মানুষের
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনের একমাত্র দাঁড়া,
ওতে অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য
সে-দাঁড়াটাকে দুর্ব্বল ক'রে তোলে,
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনও শ্লথ হ'য়ে ওঠে
ক্রমশঃ;
যখনই দেখা যায়—
কেউ লেখাপড়া জানে বেশ,
মোটামুটি বুদ্ধিমত্তাও কম নয়—

অথচ ধর্ম্ম বা কৃষ্টির কোন ধার ধারে না,
উপায়ও করে, দান-ধ্যানও করে,
কথাও বলে রুচিকর অনেকখানি,—
বুঝতে হবে, তা'র উৎকর্ষী বিবর্ত্তন
খতমের দিকেই চ'লছে ;—
প্রবৃত্তির আওতায়
একটা ভোগজীবনকেই উপভোগ ক'রছে—
ওরই আবর্ত্তনে,
শেষে সংঘাতই হ'য়ে ওঠে
তা'র একমাত্র চেতনী-সূত্র। ১৩০৭।
২।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

ইচ্ছা আবেগে উৎসারিত হ'য়ে—
উপকরণে, সার্থক-অন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হয় যখন বীজাকারে,—
বিবর্ত্তন সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই—
আরোতে—
তা'র পরিপোষণী আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে ;
অন্তর্নিহিত গঠন-বৈশিষ্ট্য যা'র যেমনতর—
উদ্ভবও তা'র তেমনতর,
আর, এটা কিন্তু সব রকমে,
সব ব্যাপারে,—
তা' অন্তর্জগতেই হোক বা বহির্জগতেই হোক। ১৩০৮।
২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

যেখানে কদর্য্যকে সুরূপ দেওয়া হ'চ্ছে—
চিত্তাকর্ষক জাঁকজমকে,—

সেখানে বোঝা যায় যে
কুৎসিত বৃত্তি-অভিভূতির হীনম্মন্য আত্মশ্লাঘা
তা'কে জম্‌কালো ধরণে রূপায়িত ক'রে
লোকের অন্তরে পরিবেষণ ক'রছে
সাফাই সমর্থনে,
ফলে, লোকও অনুরক্ত হ'য়ে উঠছে
ঐ জম্‌কাল-রঙ্গিল কদর্য্য যা'—তা'তেই,
আর, অবনতির পৈশাচিক তোরণও
উন্মুক্ত হ'য়ে উঠছে—
তা'দিগকে অভিনন্দন ক'রতে ;
আবার, সৎ ও আত্মশ্লাঘী, হীনম্মন্য
বৃত্তি-অভিভূতির দ্বন্দ্বে প'ড়ে
মানুষের কাছে অমনি ক'রেই
কদর্য্যভাবে পরিবেষিত হ'য়ে থাকে—
ঐ প্রবৃত্তি-সমর্থনে,
ধীমান যাঁ'রা—
এই পরিবেষণের মহড়া দেখেই
তাঁ'রা বুঝতে পারেন—ব্যাপারটা কী। ১৩০৯ ।
২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯টা

যদি তুমি দুষ্টই হ'য়ে থাক—
কোন প্রলেপ দিয়ে তা' মুখরোচক ক'রে
মানুষের সামনে ধ'রো না—
বরং তা'কে আলগা ক'রে ধ'রো,
নিজেও মুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রো তা' হ'তে,—
অন্যেও তেমনতর ফাঁদে না পড়ে, নজর রেখো ;
অন্যায়টাই তুমি নও

বা তোমার সর্ব্বস্ব নয়কো,
সত্তা আর তা'র সম্বর্দ্ধনী যা'
তা-ই কিন্তু তোমার সম্পদ,
আর, অন্যায়টা তা'রই অপলাপী ;
তাই, দুষ্ট হ'তে পার,
কিন্তু দোষটাই তুমি নয়কো,
আর, তা' তোমার সম্বর্দ্ধনীও নয়কো,
রিক্ত হও তা' হ'তে,
তোমার আবহাওয়ায় থেকে
সবাই যেন রিক্ত হ'য়ে ওঠে—তা' হ'তে। ১৩১০ ।

৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

যা' সৎ নয়কো—
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক নয়কো
বরং সৎ চলনের পরিপন্থী যা'—
তা-ই কিন্তু অন্যায়। ১৩১১ ।

৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২৫

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চরণে
অন্বিত চিন্তা-চলনের
বাস্তব সামঞ্জস্যে অভ্যস্ত হ'তে-হ'তে
অন্তর্নিহিত ভূমি বা লোক বা মণ্ডলের
বিবর্ত্তন হ'তে থাকে—ক্রমোৎকর্ষে,
বৈধানিক সমাবেশী উৎক্রমণী
সংস্থিতি নিয়ে,
বৈশিষ্ট্য শিষ্ট হ'তে থাকে অমনি ক'রে,

যা'র ফলে তদনুপাতিক
অন্তঃ ও দূর দৃষ্টির
বিকাশ হ'তে থাকে ;
আবার, যা'র এমনতর
উৎকর্ষ-পরিণতি হ'য়েছে—
তাঁ'র সংস্রব, সেবা ও অনুসরণে
পরিস্থিতির ভিতরেও
তা'র সম্ভাব্যতা উপনীত হ'য়ে ওঠে
ক্রমশঃ ;
উচ্চ বা ভূমারও বিকাশ
বাস্তবে অমনি ক'রেই উপনীত হ'তে থাকে—
প্রজ্ঞা-চক্ষুর দেদীপ্যমান উন্মীলনে ;
ভগবান্ যীশুর
পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসার কথার
তাৎপর্য্যও এমনতরই। ১৩১২।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৮-২৭

নিষ্ঠা, মনন, চলন—
য্যা'র বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী নয়,—
উৎকর্ষ-অভিমুখী নয়,—
অপকর্ষাচারী, কু-নিষ্ঠ
ও তেমনি আসক্তিসম্পন্ন,—
বৈশিষ্ট্যও তা'দের শীর্ণ হ'তে থাকে
ক্রম-অবনতিতে—ক্রমান্বয়ে ;
মনে রেখো, বৈশিষ্ট্যও আবার দাঁড়িয়ে থাকে
অন্তর্নিহিত বৈধানিক সমাবেশে—
যা'র ফলে

স্বতঃ-সক্রিয় হ'য়েই চলে—তা'র রকমে ;
তা'কে যদি উপযুক্ত পোষণ না দাও,
আর, উপেক্ষা বা অন্যায্য ব্যবহার কর,—
ক্রমশঃ ক্ষীণই ক'রে তুলবে তুমি তা'কে। ১৩১৩।
৪।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়িয়ে
যা'র জন্য যতই মক্স
তুমি কর না কেন—
তা' সত্তায় সংবদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত ;
তোমাতে সংগঠিত হ'য়ে উঠবে না অ'—
বরং বিপর্য্যয়ের হাত এড়াতে পারবে না,
তোমার স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যও
মুহ্যমান হ'য়ে উঠবে তা'তে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই হবে তোমার প্রাপ্তি ;
আর, স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
তোমার স্বধর্ম্ম ;
তাই, ভগবান গীতায় ব'লেছেন—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ১৩১৪।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৯টা।

উৎকর্ষে অনুরাগ রাখ অচ্যুতভাবে,
তোমার চিন্তা,, স্নায়ু, বাক-এর ভিতর
বন্ধুত্ব স্থাপন কর সক্রিয়তায়,—
বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে—
যা' তোমার আভ্যন্তরীণ সমাবেশে স্বতঃ-সক্রিয়—

সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে আছে যা',
তোমার প্রকৃতিতে স্বধর্ম্ম যা' তোমার ;
যা' ক'রবে, এর উপর দাঁড়িয়েই ক'রো
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে,
স্বাভাবিকতায়,
আদর্শে অকাট্য নিষ্ঠায় ;
এই হ'চ্ছে সার্থকতার পথ—যদি চাও। ১৩১৫।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ৯-২২

বৈশিষ্ট্যে যে যেমন শক্ত
পরিস্থিতি থেকে সে তেমনি
আহরণ ক'রতে পারে
তা'র পরিপোষণী যা' ;
আর, দুর্ব্বল-বৈশিষ্ট্য যা'রা
তা'রা সাধারণতঃ ঐ আহরণের মহড়ায়
পরিশোষিতই হ'তে থাকে ক্রমশঃ—
পরিস্থিতিতে আত্মবিলয় ক'রে,
উৎক্রমণী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা। ১৩১৬।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-পরিচর্য্যায় যা'রা দুর্ব্বল—
তা'রা যত বড় জলুস-ওয়ালাই হোক না—
অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বও তা'দের দুর্ব্বল ;
তা'দের লক্ষণই হ'চ্ছে—
তা'রা দুনিয়ার ছাঁচে নিজেদের ঢালতে চায়,
প্রবণতাও তা'দের তেমনি,
বিবেক, যুক্তি ও চালচলনও তা'দের
ঐ-ধাঁজের,

দুনিয়ার রকমারি পাল্লায় প'ড়ে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যে
নিষ্ঠা বা আস্থাহারা হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়-উজ্জীবী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা—
ক্রমোৎকর্ষে,
সত্তাকে বাদ দিয়ে বৃত্তি-অভিধ্যানই হয়
তা'দের নৈতিক গবেষণা ;
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
একমাত্র পুষ্টিপ্রদ অনুশীলন তা'দের—
অন্বিত সমর্থনী নিরন্তরতায়। ১৩১৭।
৪।৪।১৯৪৯, বেল ১০-৪৮

বৈশিষ্ট্য যা'র যেমন—
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমন। ১৩১৮।
৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

ব্যাপারের ক্রমান্বয়ী সমাবেশে
অবস্থার সৃষ্টি হয়—
তা' সু-ও হ'তে পারে, কু-ও হ'তে পারে ;
ওগুলিকে সু-এ সমাবেশ ক'রে
সুফলকে স্বতঃ ক'রে তোলাই
ধৃতি ও কৃতির লক্ষণ,—
চাতুর্য্যও ঐখানে। ১৩১৯।
৪।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-২০

স্থসংবর্দ্ধনী সত্তাসম্বেগ
যত খিন্ন—
জীবন-প্রগতিও তত ক্ষুণ্ণ। ১৩২০।
৪।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১০

যে-সমস্ত ব্যত্যয়
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে—
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা স্থকঠিন—
যদি কেউ প্রীতিপ্রসন্ন, দরদী,
সংঘাত-শোষী স্বতঃনিয়ন্ত্রক না থাকে,—
যে তা'র কৌশলী ক্রিয়ার বিহিত ব্যবহারে
তা'কে স্বস্থ ক'রে না তুলে
সোয়াস্তিই পায় না—
কারণকে সংশোধন ক'রে। ১৩২১।
৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

তপঃপ্রাণ, সক্রিয় এবং সদাচারী যা'রা—
তা'দের সাহচর্য্য সাধারণতঃই
এমন অনুপ্রেরণা দেয়
যা'তে অন্তঃকরণ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তদনুকূল সক্রিয়তায়;
আবার, অশিষ্ট, অসদাচারী,
অসৎপ্রকৃতিদের সংসর্গ
অবনতিকেই আমন্ত্রণ করে—
ক্রমবিষক্রিয়ায়;
তাই, যা' চাও তেমনি বেছে নিও। ১৩২২।
৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

যদি লোক-কল্যাণই চাও—
মানুষকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোল,
তা'দের সামনে কর্ম্মভূমিকে
এমনতর বিস্ফারিত ক'রে ধর—
যা'তে তা'রা নিজ-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
বেছে নিতে পারে
তা'দের শ্রমসার্থক অভিযান ;
দক্ষ সাফল্যে তা'রা যেন
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারে,
উপচয়ে বেড়ে ওঠার পথে
সুখী হ'তে পারে,
নিজেকে অনুভব ক'রতে পারে
নানাপ্রকার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে
তৃপ্তি-চলনে—জ্ঞানে,
সবাই স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
আদর্শাভিনন্দনী সার্থকতায়
উদ্যম নিয়ে যেন চ'লতে পারে—
সহজ-স্বাতন্ত্র্য-উৎকর্ষী ব্যক্তিত্বে,—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,—
পূর্ণত্বের কৃতী পরিণয়ন-তাৎপর্য্যে। ১৩২৩।
৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৫৫

গার্হস্থ্য-পঞ্চক

ইষ্টচিন্তা, সৎনাম,
উপচয়ী শ্রম ও ইষ্টকর্ম্ম, সদাচার,
শ্রদ্ধার্হ সেবা ও সুব্যবহার—

সর্ব্বকালে, সব ব্যাপারে
এই পাঁচটা সম্পদ নিয়ে
সময়ের অপব্যবহার না ক'রে
বিহিত চলনায় চ'লতে থাক,
গার্হস্থ্য-জীবনে সুখী হ'তে পারবে—
ব্যত্যয়কে অতিক্রম ক'রেও। ১৩২৪।
৫।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

বুঝের ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তি যত প্রবল,
বুঝ-অনুপাতিক চলনও
তত দুর্ব্বল। ১৩২৫।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-৫০

মানুষ নিজেকে সহায়শূন্য
যত মনে করে—
সহনশীলতা তত খিন্নই হ'তে থাকে,
সহজেই আত্মসমর্পণ করে
বিধ্বস্তির কাছে—
যতক্ষণ না সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। ১৩২৬।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৭টা

যে-স্ত্রী স্বামী ও সংসারের প্রতি
সহন, সহানুভূতি ও দায়িত্ব-সম্পন্ন না হ'য়ে—
উপচয়ী-সেবা-বিমুখ হ'য়েও
ভোগোপকরণ ও খোরপোষের দাবী করে,—
স্বেচ্ছাচারিণী, ক্ষপণী সে,
সংসারে দুরিত দুর্ভাগ্য,
প্রশ্রয় তা'র সর্ব্বনাশা। ১৩২৭।
৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

বাহ্যদৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে
যা'রা ব্যাপারকে পরিমাপ করে—
অথচ তা'র উদ্ভবের মরকোচকে
উপলব্ধি ক'রতে পারে না,
আবার, এই মরকোচের ব্যতিক্রমের
কারণও যা'র অনুমিতি-বহির্ভূত—
সে বিধিকে নির্দ্ধারিত ক'রবে কি ক'রে ?
তা' তা'র দৃষ্টিবহির্ভূত,
তাই, ব্যবস্থাও তা'র ভীতিসঙ্কুল—
বিপাক-আমন্ত্রণী প্রায়শঃ। ১৩২৮।

৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫৫

বিদ্যা আছে,
কিন্তু তা' চরিত্রে মূর্ত্ত নয়—
সদর্থোদ্দীপনায়, সামঞ্জস্যে, ব্যবহারে,—
তা'র পরিবেষণ কিন্তু সর্ব্বনাশা। ১৩২৯।

৬।৪।১৯৪৯, বেলা ৯-৫০

যখনই আমরা স্বাদু
অথচ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস
খেতে অভ্যস্ত হই,
এঁচে নিতে পারি খানিকটা—
প্রবৃত্তি-স্নায়ু ও সমবেদক স্নায়ুর মধ্যে
সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছি। ১৩৩০।

৬।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

অচ্ছেদ্য অনুরতি যতদিন না থাকে—
যাঁ' হ'তে পাও তাঁ'তে,—

ভগবানের লক্ষ কৃপাও
ব্যাহত ক'রবে তুমি—পেতে,
পেলেও পাবে না তা'। ১৩৩১ ।
৬।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

নারী যদি শ্রেয়-পাত্রস্থ হ'য়েও
তা'র শ্বশুর-কুলের গৌরবে
গৌরবান্বিতা হ'তে না জানে—
পিতৃকুলের বড়াই নিয়ে চ'লতে থাকে,—
সে বাধ্য করে পুরুষকে সঙ্কুচিত হ'তে—
স্ত্রীর পিতৃকুলের গৌরব-উপভোগে
অভিদীপ্ত না হ'তে,
অভিশপ্ত হীনম্মন্যতা প্রতিপদক্ষেপে
ব্যত্যয় ও বিদ্বেষ কুড়িয়ে নিয়ে
চ'লতে থাকে সেখানে। ১৩৩২ ।
৭।৪।১৯৪৯, দুপুর ২-৪০

সত্তাপোষণী ক্ষুধা নাই অর্থাৎ ধর্ম্মাকূতি নাই
আর তা'র পরিচর্য্যাও নাই,
অথচ ধর্ম্মবিহীন ধর্ম্মানতি—
যা' সাজ-সজ্জা বা চালচলনে
ও বাক্য-বিন্যাসে পরিসমাপ্ত,—
সে জীবনে ধর্ম্ম জীবনহীন। ১৩৩৩ ।
৭।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩টা

ভিক্ষা-লোভী হ'তে যেও না,
ভিক্ষা-ব্যবসায়ীও হ'তে যেও না ;
ভিক্ষাটা

নিজেকে পরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ,
সমাবেশ ও সংশুদ্ধির জন্য—
সেবাচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুকম্পায়,
দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই
সংবুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রতে—
বাস্তব কর্ষণায়। ১৩৩৪।
৭।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

যতি-জীবনে প্রযোজ্য

যা'ই ভিক্ষা কর
অর্থাৎ, যা'ই আহরণ কর না কেন—
তা' অন্ততঃ নিজের ইষ্টগোষ্ঠী
অর্থাৎ, সমতপা যা'রা একসঙ্গে আছ
তা'দের যথাপ্রয়োজন আর যথাসম্ভব
পরিবেষণ ক'রেই উপভোগ ক'রো—
সদাচারে,
তা'তে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রসার
উভয়েরই সম্ভাব্যতাকে
সূচিত ক'রবে। ১৩৩৫।
৭।৪।১৯৪৯, রাত্রি, ৮-৪৫

যা'রই যে-কোন জিনিস নাও না কেন,—
যেখান থেকে যেমন ক'রে—
তা' তোমার আপন লোকেরই হোক
আর অন্যেরই হোক,

পরিপূরণ বা প্রত্যর্পণ ক'রো—
তা' আবার সত্বর,
কিংবা যদি না পার, ব'লে রেখো তা'—
যা'তে সে সুখী হয়—এমনি ক'রে,
নয়তো, সে বিব্রত হ'য়ে উঠতে পারে
কখনো তা'তে,
আর, এ না ক'রলে তোমার প্রয়োজন-পূরণও
শুকিয়ে উঠবে দিন-দিন,
তোমার স্বভাবও ক্রমে
একপেশে, স্বার্থান্ধ, অলস-দায়িত্বশীল
হ'য়ে উঠবে ;
আর, এই পরিপূরণী বা প্রত্যর্পণী স্বভাবকে
অবজ্ঞা করার অভিসম্পাতে
দিন-দিন তোমার পাওয়াও
অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে
লোকের কাছে—বিরক্তিতে। ১৩৩৬।
৮।৪।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

হয় ইষ্টনিদেশ যা' পাও তা' শোন,
করও তেমনি,
আর, করার ভিতর-দিয়ে
তোমার বুঝকে এস্তামাল ক'রে নাও—
সামঞ্জস্যে—সমন্বয়ে,—
কোন দূষ্যভাব না রেখে—
বরং এড়িয়ে তা'কে ;
না হয় তিনি যা' বলেন তা' বুঝে নাও—
যথাবিহিত রকমে—

যা'তে ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা দোষদৃষ্টি
তোমাকে ব্যাহত ক'রতে না পারে,
আর, করও তা' একনিষ্ঠ অন্বিত সামঞ্জস্যে,
উপচয়ী কৃতিত্বে,
তবেই তা' সার্থক হবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে বাস্তবে ;
এর মাঝামাঝি কিছু ক'রতে যাও যদি,
কিংবা একদম কিছু না কর—
এদিকও হবে না, ওদিকও হবে না—
ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ ব্যর্থতার সমর্থনই
দার্শনিক তত্ত্ব হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে ;
বোঝ,
তোমার পক্ষে যা' শ্রেয় বিবেচনা কর—
তা-ই কর,
তেমনি ক'রেই চল। ১৩৩৭।
৮।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩-৫৫

জ্ঞানবুদ্ধি মতো ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,—
আর, তা' অন্যে যদি সঞ্চারিত হয়,—
তা'তে তা'দেরও ভালই হবে
এমনতর বিবেচনা যদি থেকে থাকে তোমার,—
তবে যা'-ক'রেছ—
তা'তে সাহসও থাকা উচিত,
শক্ত হ'য়ে তা'তে দাঁড়াতেও পার,
ব্যাপারমাফিক সহজ যুক্তিরও

অভাব হওয়া উচিত নয় তা'তে তোমার ;
এর অভাব যেখানে,
বুঝতে হবে সন্দিগ্ধ তুমি তা'তে—
প্রবৃত্তি-পরিচালিত,
তাই, জোরও নাই,
যুক্তিও নাই অন্তরে তোমার,—
যদি থাকে কিছু—তা' এঁড়ে-যুক্তি ;—
সৎ যা' তা'তে সাবুদ হওয়াই ভাল। ১৩৩৮।

৮।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬-৫

শ্রম যা'র কুশল, উপচয়ী,
উপার্জ্জনক্ষম,—
আত্মপ্রসাদ তো তা'কে
অভিনন্দিত করেই। ১৩৩৯।

৯।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪টা

আদর্শম্মন্যতা বা উৎসম্মন্যতা
প্রবৃত্তিপ্ররোচিত হ'য়ে
উৎস-রঙ্গিল ঢংএ
তা'র প্রতিষ্ঠা ক'রতে চায় যখন থেকেই,—
পারস্পারিক সামঞ্জস্য, সমাধান
অন্তর্হিত হ'তে থাকে তখন থেকেই,
আবার, ঐ প্রবৃত্তি-রঙ্গিল ইষ্টম্মন্যতার
অনুশাসনে
ধর্ম্ম, দর্শন বা অন্য কিছুরও
অপব্যাখ্যা সুরু হ'তে থাকে তখন থেকেই,
অজ্ঞ ও বিকৃত দর্শনও গাল বাজিয়ে
চ'লতে সুরু করে—প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে,

দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভেদের বীজও
উপ্ত হ'য়ে ওঠে ওখানেই,
কূটসাম্প্রদায়িকতাও আসে তা' থেকেই;
এমনতর সাম্প্রদায়িকতায় নাই
প্রতি-সম্প্রদায়ের ভিতর পারস্পরিক
অনুকম্পী পূরণ, পালন ও পোষণী সম্বেগ,
আছে ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব,
পরাজয়ে অভিভূত ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রাধান্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া;
সেখানে প্রেম নাই, ঐক্য নাই,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠাও ব্যাহত। ১৩৪০।
১০।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৪৫

প্রবৃত্তিমনা অহং সমর্থন না পেলেই চ'টে থাকে—
তা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হোক আর নাই হোক,
সামঞ্জস্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে না
—সচল হ'য়ে। ১৩৪১।
১০।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'রা ভোগ করে—
কিন্তু সত্তাসম্বর্দ্ধনী তপোবিরত,
তা'দের অন্তর্নিহিত যে সমাবেশ—
যা'র ফলে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল
ঐ ভোগপূরণী প্রয়োজনীয় উপকরণের
উপচয়ী আহরণে—
তা' ক্রমশঃ ক্ষয় হ'তে থাকে বৃত্তিসংঘাতে,
অবশ, অলস ও অসহায় হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,

অশক্ত, নির্ভরশীল জীবন হ'য়ে ওঠে দিন-দিন ;
তাই, ভোগলোলুপ যদি হ'য়েই থাক—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী তপে
বিরত থেকো না কিন্তু,—
পরিণাম পঙ্কিল হ'য়ে উঠবে না। ১৩৪২।
১০।৪।১৯৪৯, বিকাল ৩-২৫

তপের মরকোচই হ'ল
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারকে
নিয়ন্ত্রণী সমাবেশে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা—
সক্রিয় উপচয়ে যা' সার্থক হ'য়ে উঠে
অধ্যাত্মজীবনকে
উৎকর্ষে উচ্ছল ক'রে তোলে। ১৩৪৩।
১০।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫০

যা'রা সংসারী মানুষ
তা'রা যা' রোজ উপায় করে—
তা' থেকে আগেই কিছু রেখে দিয়ে
অবশিষ্ট যা' তা' দিয়েই
সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ক'রবে,
ঐটেই হ'ল লক্ষ্মীর কৌটা ;
তবে এই ক'রতে যেন
মজুতে আবদ্ধ হ'য়ে না পড়ে ;
সঞ্চয়টা এইজন্য—যা'তে সংসারের পেছটান
অগ্রগতিকে আট্‌কে না দেয়,
ওটা তা'দের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা,

এমনি ক'রে বানপ্রস্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া ;
আবার, সন্ন্যাসীদের কিন্তু কিছু মজুত ক'রতে নেই,
মজুত ক'রলেই তা'রা তপোবিমুখ
ও লোকচর্য্যায় বিরত হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ ;
অভাবের ভিতরও যদি
একনিষ্ঠ অনুরাগ বসবাস করে,—
তবে প্রচেষ্টা ব'লে জিনিসটা জীবন্ত থাকে। ১৩৪৪।
১১।৪।১৯৪৯, সকাল ৯টা

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ
বড় হ'তে-চায়—
সে তোমাদের সেবা করুক,
যে প্রথম হ'তে চায়
সে সবারই ক্রীতদাস হোক,
ভগবান্ যীশু এমনতরই ব'লেছেন—
শুনেছি। ১৩৪৫।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১০টা

ছোট্ট-খাট্ট ব্যাপারে মানুষ যখন
অসংযত হ'য়ে চলে,
তখনকার আচার-ব্যবহার দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
প্রকৃতিতে সে কী ;
দেখে হিসাব ক'রে চ'লো—
ঠ'কবে কম। ১৩৪৬।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

তুমি তোমার কাছে
যেমনতরভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রবে,—
সৎপ্রচেষ্টা আর নিয়ন্ত্রণে
বিন্যস্ত হওয়ার আওতায়ও
আসবে তেমনি। ১৩৪৭।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

মানুষের কুপ্রবৃত্তি তা'র নিজের কাছে
আগে নিজ সমর্থনে
গা ঢাকা দিয়ে থাকে,
পরে এৎফাঁক ক'রে
নানান ভাঁওতায়
মানুষের চোখে ধূলো দিতে থাকে ;
তাই, যদি ভালই চাও—
আগে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র সুনিয়ন্ত্রণ ক'রতে থাক। ১৩৪৮।
১১।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

ব্যভিচার
সত্তায় যেমন বিক্ষোভ আনতে পারে—
তা'র কামকলুষ প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতার ভিতর-দিয়ে
বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত ক'রে,
অমনটি আর কমই আছে ;
এতে মানুষ
বিকেন্দ্রীয় হ'য়ে ওঠে সহজেই,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-লোভানিতে অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
সামঞ্জস্যহারা একটা মূঢ় হীনম্মন্য গোঁ নিয়ে

বিভ্রান্তির পথে চ'লতে থাকে—
সত্তাকে শোষণ ক'রতে-ক'রতে,
আর, এতে যে যত বিক্রীত—
বিকৃতও সে তেমনি—তা'র বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে ;
তাই, যদি বাঁচায় সামাল হ'তে চাও—
দুরিত অপনোদন ক'রে
অনতিবিলম্বেই ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে
সমূলে উৎপাটন ক'রে ফেল,
নয়তো, বিকট পরিস্থিতি
অন্তরে-বাহিরে নারকীয় অভিযানে
তোমাকে খতমের দিকে টানতে ছাড়বে না—
অবসন্ন, অভিভূত ক'রে। ১৩৪৯।
১১।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৪৫

আর্য্যমাত্রেই অনুলোমক্রমে
স্বল্প-দূরত্ব মধ্যে সবর্ণে,—সগোত্র বাদে,
পুরুষের অনুপূরক সদ্বংশজাত,
সম বা পোষণীয় কুল-সংস্কৃতিযুক্ত,
সশ্রদ্ধ, সদাচার ও স্বাভাবিক সেবাপরায়ণ,
বৈশিষ্ট্যপূরণী-প্রকৃতিযুতা
মেয়েকে বিয়ে ক'রতে পারে,
তা' যে-কোন সমাজ বা
সম্প্রদায়েরই হো'ক না কেন—
কুলধর্ম্ম-দীক্ষায়
বিহিত পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে। ১৩৫০।
১২।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-২০

ব্যভিচারকে সাধারণতঃ
তিন ভাগে ভাগ করা যায়,
তা'র মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম-ব্যভিচার
অর্থাৎ, যা'তে সত্তা সংরক্ষিত হয়—সর্বৈশিষ্ট্যে,—
সেদিকে না চ'লে
তা'র বিপরীত দিকে চলা,
তারপর কৃষ্টি-ব্যভিচার
অর্থাৎ, সত্তাসংবর্দ্ধনী অনুশীলনকে ত্যাগ ক'রে
ক্ষয়শীল প্রবৃত্তিচলনে চলা,
আবার আছে
দৈহিক ও মানসিক ব্যভিচার
অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-কামনায় অভিভূত হ'য়ে
শরীর, মন ও প্রজননের অপকর্ষী যা'
তা'কে অবলম্বন ক'রে চালিত হওয়া। ১৩৫১।
১২।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তোমার ভুলের জন্য তুমিই দায়ী,
অন্যে নয়,
তোমার ভুল যেন অন্যকে
ক্ষতিগ্রস্ত না করে,
যদি ক'রে থাকে তা'হ'লে পরিপূরণ কর,—
নইলে, স্বভাবের অভিশাপ
তোমাকে রেহাই দেবে না নিশ্চয়ই। ১৩৫২।
১২।৪।১৯৪৯, দুপুর ১-২

নরকের অনেক দরজাই
প্রবৃত্তি-প্ররোচী সুবুদ্ধির মর্ম্মরখচিত। ১৩৫৩।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

আত্মোপভোগের জন্য
স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
যতই যে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হও না কেন,—
তৎসঞ্জাত অহঙ্কার
দক্ষম্মন্যতার কুয়াশায়
তোমাকে অন্ধ ক'রে দেবেই কি দেবে,
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে তা'র পরিণাম ;
যদি কৃতীই হ'তে চাও—
তা' আত্মোপভোগের লিপ্সায় নয়কো,
অনাসক্ত হ'য়ে,
বীর্য্যবত্তায়,
ইষ্টার্থে,
জীবন অভিনন্দিত হবে উৎকর্ষী উপঢৌকনে—
প্রকৃত উপভোগই ঐখানে। ১৩৫৪।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬টা

যে-কোন পরস্ত্রীর প্রতি
তোমার এতটুকুও কামদৃষ্টি যদি থাকে,
তা'তে ওরই ভিতর-দিয়ে
ব্যভিচার তোমাকে স্পর্শ ক'রবেই কি ক'রবে
সর্পিল নজরে ;
সে দংশন ক'রতে না পারলেও
তা'র বিষাক্ত নিঃশ্বাস তোমায়
জ্বালায় ঝলসিয়ে দিয়ে যাবে। ১৩৫৫।
১২।৪।১৯৪৯, বিকাল ৬-১০

কসরত ক'রে চরিত্রকে সাজান যতকাল থাকে
ততদিন বোঝা যাবে যে
তা' সত্তায় গাঁথেনি,
তাই, অভ্যাস এমন ক'রে ক'রতে হয়
যা'তে তা' কসরতের পারে যেয়ে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। ১৩৫৬।
১৩।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২০

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসি!
এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে বেঁধে রেখো অন্তরে তোমার—
তুমি তাঁ'রই সন্তান—যিনি অনামী পুরুষ;
তোমারও নাম নাই,
ছিলও না কখনও,
যে-নামেই অভিহিত হও না কেন—
তা' তোমার উপাধির,—
বিবর্ত্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম ক'রে
সংযোগ-বিয়োগের প্রস্রবণে
ভেসে-ভেসে তুমি আজ যে বা যা'তে
পরিণত হ'য়েছ—সেই পরিণামের,
আর, যে-শরীরে তুমি আজ অধিষ্ঠিত—
তা'ই তোমার অতিথি-আবাস;
তোমার কেউ নাই,
কেউ ছিল না,
দেখছ যা' আছে—
তা'ও কিন্তু নাই ব'লেই জেনে রেখো,
বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁ'র আশীর্ব্বাদই তুমি,

আর, তিনিই তোমার একান্ত—
তাঁ'র মূর্ত্ত প্রতীক—তিনিই—তোমার ইষ্ট ;
তোমার গৃহের ছাদ আকাশ,
শয্যা তোমার—
এই শ্যামলী মায়ের বুকে
বিছিয়ে রয়েছে যে তৃণবিতান,
প্রকৃতির দুর্য্যোগ বা স্বস্তি
তাঁ'রই শাসন ও প্রেম-চুম্বন,
মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না,
তৃষ্ণায় জল পাবে না,
পরিধানে বস্ত্র পাবে না,
অর্থ পাবে না,
রোগে শুশ্রূষা পাবে না,
ঔষধ পাবে না,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন
যা'রা তোমার উপরে নির্ভর ক'রে
জীবন ধারণ করে—
তা'রা হয়তো তোমার সম্মুখে
দুর্দ্দশার পরিপেষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে,
হয়তো, প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা ক'রবে,
অপমান ক'রবে, বিচারে উপস্থিত ক'রবে,
তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে—
অচল থাকতে হবে—অটুট একনিষ্ঠায়,
প্রবৃত্তিকে নির্ম্মম অবজ্ঞায় প্রত্যাশারহিত ক'রে—
অচ্যুত একনিষ্ঠ অধ্যাত্মানুরাগের সহিত
তাঁ'তেই নিরন্তর হ'য়ে থাকতে হবে,
চ'লতে হবে, ক'রতে হবে, কইতে হবে ;

কাম-কাঞ্চন বা যশোলিপ্সা
যেন তোমাকে স্পর্শও ক'রতে না পারে,
প্রত্যেক জীবনই
তাঁ'রই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ ব'লে
ইষ্টানুগ সেবায় প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে তাঁ'কেই—
অনুরতির অকাট্য সিংহাসনে
প্রত্যেকেরই অন্তরে,
তোমার তপঃপ্রাণতার জলুসে
দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে সবাইকে—
আলোকে অঢেল ক'রে,
আর, উপভোগও তোমার ওই-ই ;
যা' পাও—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা'—
তা'তেই খুশি থেকো, সন্তুষ্ট থেকো,
বুঝে রেখো, জীবিকাও তা'ই তোমার ;
যে বা যা'রা অধিগমনের উদাত্ত উদ্যমে
সব অবস্থায় তুষ্টিকে বজায় রাখতে পারে—
আশীর্ব্বাদও আসে তা'দের কাছে—
হাত বাড়িয়ে ;
আরও শোন ! আরও বলি,—
তোমার সম্বিৎ, তোমার সম্বোধি,
তোমার তপোবিভূতি—যা' স্বতঃ-অনুরাগে
ইষ্টানুগ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার নিজেকে আহুতি পেয়ে
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে, ভূমায়িত ব্যাপ্তি নিয়ে
অণুকণাতেও আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে
একতানতায় বিরাটে পর্য্যবসিত হ'য়ে

সার্থক ক'রে তুলেছে—সব যা'-কিছুকে—
চেতন উদ্দীপনে
মহাচেতন-সমুত্থানে,—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেককে নন্দিত ক'রে,
অমরণ পরিবেষণে,
যে-অনুভূতি তোমার
গুরুগম্ভীর ঔজ্জ্বল্যে
চিন্তা, চরিত্র, বাক্ ও ব্যবহারে
উৎফুল্ল-মন্থনে ঘোষণা ক'রছে—
'মা ম্রিয়স্ব! মা জহি! মৃত্যুমবলোপয়'—
তা'কে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে, প্রতি সমাজ-জীবনে,
প্রতি রাষ্ট্র-জীবনে,
জীবন্ত পরিবেষণে, সম্বর্দ্ধনী অমৃত-বিকিরণে
উজ্জ্বল ক'রতে নিরস্ত থেকো না কখনো;
তোমার আচার, তোমার নিয়ম,
তোমার নিষ্ঠা, তোমার চিন্তা,
তোমার বাক্, তোমার কর্ম্ম—
এক কথায়, তোমার জীবন
দুন্দুভিনিনাদে,
অমৃত-বিকম্পনে,
আহ্লাদ-ঔজ্জ্বল্যে
যেন সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
জীবন্ত ক'রে তোলে,
ঐক্যে, শক্তিতে, স্থৈর্য্যে,
পারস্পরিক সহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনী হোম-তাৎপর্য্যে। ১৩৫৭।

১৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

কথা কইতে শেখ—
কোথায় কী কথা কেমন ক'রে কইলে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে,
উদ্যমী হ'য়ে ওঠে সে,
অকপট হ'য়ে ওঠে সে—
হৃদয় খুলে দেয়,
আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে
দরদী সৎ-আশ্বাসে—
পরিপুষ্টিরূপে নজর রেখে ;
তাই, সৎ ও সুভাষী হও—
সার্থক হ'য়ে উঠুক বাক্ তোমার
প্রত্যয়ী তেজোঽভিস্পন্দনে। ১৩৫৮।
১৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

মানুষের যোগ্যতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে বেশী তখনই—
যখন সে একা
দায়িত্ব নিয়ে চ'লতে থাকে—
ইষ্টানুগ হ'য়ে। ১৩৫৯।
১৪।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-৪০

জাগরণী

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁ'তে
নিবুদ্ধ হও ;
উষা এলো আজ
এ জীবনে নবীন হ'য়ে

নবীন উদ্যমে—অর্ক-আলোকে,—
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তাঁ'রই জীবনমন্ত্রে ;—
ওঠ, আসন গ্রহণ কর,
প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁ'কে পরিপালন কর,—
শান্তি আসুক,
স্বধা আসুক,
স্বস্তি আসুক,
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে। ১৩৬০।
১৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

সায়ন্তনী

সূর্য্য পাটে ব'সেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে-বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে
বিশ্রামে ভুবনকে আলিঙ্গন ক'রে ;
তাপস! শান্ত হও!
বরেণ্য যিনি—
তোমার সব মন দিয়ে
তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,
উপাসনা কর তাঁ'র,
দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু ক'রেছ

স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁ'কে—সার্থকে ;
বিশ্রামের সুষুপ্তি-অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে
তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও,—তৃপ্তি পাও—
সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে। ১৩৬১।
১৫।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫

মানুষকে দোষী করার জন্য
দোষ ধরা ভাল না,—
দোষ সংশোধনের জন্য
দোষ দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
শুদ্ধ মনে, প্রীতির সহিত ;
দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে
মানুষের হীনম্মন্য আক্রোশ জেগে ওঠে—
তা'তে তা'র সংশোধন হয় না। ১৩৬২।
১৬।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

কামচর্য্যা যেখানে সুপ্রজননে—
পরিপোষণী বৈশিষ্ট্যে
নারী ও পুরুষের মিলনও
সেখানে প্রয়োজনীয়,
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা' বীজ-সংক্রমিত—
গুণ ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

নানারকমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ধারাবাহিকভাবে চলৎশীল—
বিধান ও প্রকৃতির অনুকূলে
তৎপূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে
প্রধানতঃ নারী ও পুরুষের মিলনে
জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের
প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে—
গুচ্ছক্রমিকতায়,
কিন্তু যত্নশীল যতি যেখানে—
কামচর্য্যা যা'দের নিজেদের কাছে
একেবারেই অবাঞ্ছিত ও বর্জ্জনীয়—
তা'দের জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য
নানান ধাঁজের হ'লেও
ক্রমানুপাতিক সদাচার-পরিপালী একধর্ম্মী
ইষ্টানুগ আরতির আহুতি
হ'য়ে চ'লেছে তা'রা। ১৩৬৩।
১৭।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-২৫

প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়
তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ
আল্গা ক'রে দেবেই কি দেবে ;
তাই, সাবধান থেকো কিন্তু
—চেতন থেকো। ১৩৬৪।
১৮।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৪৫

ভাল-মন্দ যা'-কিছু
সবকেই অনুধাবন কর,
বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে দেখে নাও—
নিজেকে একটু আলগা রেখে
অথচ আগ্রহদীপ্ত সমীক্ষা নিয়ে,—
তা'র মরকোচ কী,
অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য
বা বিশেষত্বই বা কী,
আর, তা'কে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে
কেমন ক'রেই বা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে—
বাস্তবভাবে ;
অন্ততঃ এতটুকু বোধ যেখানে,
বুঝও সেখানে তেমনি,
আর, তা'কে বাস্তবে
মূর্ত্ত ক'রতে পারলেই
খুঁটিনাটি সমন্বয়ে
বিজ্ঞানও ফুটে উঠবে
তোমার কাছে তেমনি। ১৩৬৫ ।
১৯।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

তুমি বর্ত্তমানকে
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু সবটা নিয়ে
পরিণতি-শুদ্ধ
অতীতের সমন্বয়ী-সামঞ্জস্যে—
যতই দেখতে অভ্যস্ত হবে,
তা'র বিবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ ততই ফুটে উঠবে
তোমার কাছে ও দুনিয়ার কাছে ;

তোমার এমনতর অবধান
যত গভীরভাবে তা' দেখতে অভ্যস্ত হবে—
ভবিষ্যৎকেও তুমি তত নিখুঁতভাবেই দেখতে পাবে,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের
বেত্তা হ'য়ে উঠবে—এমনি ক'রে
সঙ্গতির সমবায়ী পরিপ্রেক্ষায়। ১৩৬৬।
১৯।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

পূর্ব্বে যা' ক'রেছ
সেগুলিকে টুকটাক ক'রে
সবই স্মরণপথে নিয়ে এস,
তা'কে বিশ্লেষণ কর সম্যক্‌ভাবে,
অন্বিত ক'রে তোল—
খ্যাপনে—নিয়ন্ত্রণে—প্রণিধানে,
প্রত্যয়ে সার্থক ক'রে তোল,
তলিয়ে যেন না যায় সেগুলি
তোমার স্মৃতির অন্তরালে,
বেশ ক'রে খতিয়ে বাজিয়ে
দেখে নিও সেগুলিকে,
আর, এখনকার অবস্থায় চ'লতে-চ'লতে
সেগুলি পরিণাম নিয়ে
বর্ত্তমানে যে-রূপে হাজির হ'য়েছে—
তা'দিগকে সাক্ষাৎকার ক'রে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
উৎকর্ষে বাস্তব সক্রিয়তায়
চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে,

বুঝ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রবে,—
"ক্রতো স্মর কৃতং স্মর
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর"। ১৩৬৭।
১৯।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

যখনই তুমি শ্রেষ্ঠ-নিদেশ বা ইচ্ছাকে
যথাসময় পরিপূরণ ক'রতে পারলে না—
অথচ একটা সাধু সমর্থন-বুদ্ধি
র'য়ে গেল নিজের অপারগতায়—
কিংবা ইচ্ছা ও বুঝের সঙ্গতিহারা
একটা শ্লথ আপসোস নিয়ে
চ'লতে লাগলে—
তখনই বুঝবে যে কোন-না-কোন
প্রবৃত্তির হাতে প'ড়েছ, ফাঁদে প'ড়েছ ;
বেশ ক'রে ধীইয়ে দেখ, আত্মবিশ্লেষণ কর,
খুঁজেপেতে বের ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ফেল,
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ এমনতর—
যা'তে বিহিতভাবে বিহিত সময়ে
পরিপালন ক'রতে পার তা',
তবে তো রেহাই পাবে। ১৩৬৮।
২০।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

প্রত্যয় যত সময় সক্রিয় হ'য়ে
চরিত্রে ফুটে না উঠছে—

সৌন্দর্য্য নিয়ে,—
তত সময় পর্যন্ত
সত্তা অনুরঞ্জিত হ'য়েছে
বোঝা যায় না। ১৩৬৯।
২০|৪|১৯৪৯, বেলা ১১-১০

বিশ্বাস তা'কেই বলে—
যা'তে সুস্থিতি বা বাঁচন ব্যাহত না হয়,
অর্থাৎ, তেমনি ক'রে চলা যা'তে
যে-বিষয়ে যে-রকম অবস্থায়ই
উপনীত হওয়া যা'ক না কেন—
তার খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে
এমনতর বাস্তব সমাধানে উপস্থিত হওয়া—
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
যা'তে তা'র কোনরকম
ব্যতিক্রম না হ'তে পারে ;
এক কথায়,—যে-কোন ভাব
কোন বিরুদ্ধভাব দ্বারা
ব্যাহত, অভিভূত না হয়
বাস্তব সক্রিয়তায়—
এমনতর দ্বিধাশূন্য হওয়াটাকেই বিশ্বাস বলে। ১৩৭০।
২১|৪|১৯৪৯, সকাল ৯-১০

তোমার কোন সেবা, সাহায্য বা সুব্যবহার
যদি কাউকে তা'র শুভকারীর প্রতি
অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বা বেদনাদায়ক ক'রে তোলে,—
তা' তোমাকেও ছাড়বে না—

যতই অনুকম্পী সহযোগী হও না কেন,
প্রস্তুত থেকো প্রতিক্রিয়ার জন্য ;
তাই, অমনতর সেবা বা সুব্যবহার
'সু'এর মুখোসপরা 'কু'-ই—
হৃদয়ের অন্তরালে,
কৃতঘ্নী ক্রূরতা ছাড়া আর কিছু না ;
তা' পাপ—
সামাল থেকো। ১৩৭১।
২২।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-১০

আচার্য্যবান্ যা'রা—
তা'রাই প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে থাকে। ১৩৭২।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

মেয়ের কৌলিক সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি
যদি পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
সশ্রদ্ধ পরিপোষণী হয়—
শ্রদ্ধাশীলতায়,
তেমনি, পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি মেয়ের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
পরিপূরণী হয়—
পারস্পরিক স্ববৈশিষ্ট্যে,—
সেইটেই হ'ল পরিণয়ের মূল ভিত্তি। ১৩৭৩।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-২০

হওয়া-মানুষকে তৈরী করা যায় না—
বরং তা'র বৈশিষ্ট্যকে পোষণে

পুষ্ট করা যায়—
উৎক্রমী ক'রে ;
মানুষ তৈরী ক'রতে গেলেই চাই—
প্রজনন-পরিশুদ্ধি। ১৩৭৪ ।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

যে-কোন চিন্তা, ব্যাপার বা বিষয় থেকে
শরীর ও মনকে
সরিয়ে নেওয়াই হ'ল—
প্রত্যাহার। ১৩৭৫ ।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৮

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'র বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যের বিরাম এনে
প্রাণন বা বাঁচন-ক্রিয়ার
সুপরিবেষণই প্রাণায়াম,
ইষ্টানুগ অচ্যুত অনুরাগের সহিত
মন্ত্র-জপ
বা ঐ অনুরাগপোষণী মন্ত্র-মননের সহিত
বিহিতভাবে
পূরক, রেচক, কুম্ভকাদি দ্বারা
এই ক্রিয়া সাধারণতঃ সাধিত হ'য়ে থাকে। ১৩৭৬।
২২।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

ইষ্ট-কর্ম্মের ভিতর-দিয়েও
যদি ইষ্ট-সংযোগ বা সংসর্গ না থাকে

তা'তেও অধঃপতন আসতে পারে—
হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-প্ররোচনার ভিতর-দিয়ে। ১৩৭৭।
২৩।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

যে-কর্ম্মে যা'কেই নিয়োজিত কর না কেন,—
সংস্কৃতি-সম্বুদ্ধ ভাবানুকম্পিতা হ'তে
তাকে বিরত ক'রে তুলো না,
ইষ্ট-সংযোগ·বা সংসর্গের
বিচ্যুতি আসতে পারে—
এমনতর-কিছু কইতে বা ক'রতে যেও না;
তপঃ-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো—
সংস্কৃতির পথে,
নইলে কিন্তু গোড়া উল্টে গিয়ে
যা'-কিছু সবটারই
খতম এনে দেবে। ১৩৭৮।
২৩।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

যম মানেই নিজেকে সংযত রাখা
আর, এই সংযত রাখতে হ'লেই
নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হয়
আদর্শে বা ইষ্টে—
তাঁ'রই পরিবর্দ্ধনী সেবাসৌকর্য্য-স্বার্থে;
আর, নিয়ম মানেই হ'ল—
নিজেকে সংযত রেখে,
ঐ সংযত চলনায় এমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রিত হওয়া—

যা'তে ব্যর্থতার বেভুল পরিখায়
পা দিতে না হয়। ১৩৭৯।
২৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

যিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,
যিনি তোমার পরমার্থী বান্ধব,
যিনি তোমার রুটি, রুজি,
পরিণয় ও সম্বর্দ্ধনার পরম-সহযোগী—
যে-মুহূর্ত্তে তাঁ'কে ছেড়ে থাকা
তোমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠল—তোমার স্বার্থে,
এক চোটে তখনই তোমাকে চিনে নিতে পার—
তুমি কতখানি অকৃতজ্ঞ, অসাধু—
সেবা তোমার কতখানি স্বার্থপর—
প্রবঞ্চনা-প্ররোচিত ;
তুমি তাঁ'কে সততার খোলস প'রে
সমর্থনই কর, আর নিন্দাই কর
কী প্রকৃতির হাতের মুঠোয় তুমি আবদ্ধ—
এক নিঃশ্বাসেই বুঝে নিতে পার ;
পার তো এখনও সামাল হও। ১৩৮০।
২৩।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪০

সত্তাকে বা সত্ত্বকে
যা'রা তাচ্ছিল্য করে,
ক্ষুব্ধ করে, ক্ষুণ্ণ করে,—

এমনতর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ, ভোগলিপ্সু যা'রা
তা'রাই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ অর্থাৎ নাস্তিক-ধর্ম্মী—
তাৎপর্য্যে। ১৩৮১।
২৪।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩৬

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ সৎ-সম্বর্দ্ধনী
যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হোক না কেন,—
মনে রেখো
তা' তোমারও তদ্‌যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান,
সে দ্বিজাধিকরণের প্রবর্ত্তন যাঁ' হ'তে হ'য়েছে—
তিনিও তোমারই পূর্ব্বতন তথাগত,
তোমার বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্মে অচ্যুত থেকে
তাঁ'দের সবারই অমৃতবাণী কুড়িয়ে নিয়ে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
তোমার অনুকূল ক'রে
নিজ সত্তাপোষণী ক'রে তুলো—
বিদ্বেষ ও বিরোধকে নিরোধ ক'রে—
বর্ত্তমান বরণীয় পূরয়মাণ যিনি
তাঁ'তে দাঁড়িয়ে,
তাৎপর্য্যকে আহরণ ক'রে
আদর্শে অটুট থেকে ;
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের যে-কেউ হোক না কেন,
তোমার অনুপ্রাণনায় সংবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরণ-সম্বেগে
কেউ যদি শ্রমণত্বের প্রার্থী হয়—
অচ্যুত নিষ্ঠায়,
তা'কে কিন্তু ফিরিয়ো না,—

তা'রও কিন্তু দাবী আছে
তোমার কৃষ্টি-সম্পদে। ১৩৮২।
২৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

শ্রমণচর্য্যা

শ্রমণ !
শ্রমকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোল,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে—
আহুতি দিয়ে নিজেকে—তাঁ'তে ;
যা' ক'রবে তা'কে যথাসময়ে
বিহিত উপায়ে সুসম্পন্ন ক'রে তোল—
উপচয়ে ;
তপঃ-প্রবৃত্তিকে অচ্যুত নিষ্ঠায়
ইষ্টানুশাসনে সক্রিয় সার্থক ক'রে তোল ;
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়
তোমার জীবনে যেন চিরপ্রতিষ্ঠ থাকে—
চিরায়ু হ'য়ে,
তাই ব'লে হিংসাকে প্রশ্রয় দিও না ;
সদাচার-সুপরিপালন-তৎপর হও—
শরীরে, মনে এবং আধ্যাত্মিকতায়—
বিহিত সামঞ্জস্যে,
যখন যে-কোন প্রবৃত্তিই
তোমার মনে আবির্ভূত হোক না কেন—
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে
সৎসম্বর্দ্ধনী ক'রে
তা'র মোড় ফিরিয়ে

ইষ্টার্থ-পরিপূরণী ক'রে তোল,
সৎসম্বর্দ্ধনী সুচিন্তা যা'ই
মনে আসুক না কেন—
বিহিত সময়ে,—বিহিত রকমে
প্রীতি-সৌকর্য্যে তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল—বাস্তবে ;
মনে রেখো, তোমার পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ
নিহিত আছে তোমারই পরিবেশে,
আর, পরিবেশের পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণই
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী—
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ,
তাই, তোমার শ্রম যেন বিমুখ না হয়
তা'দের সেবায় ;
নিরখ-পরখ কর নিজেকে,—
আত্মবিশ্লেষণে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
চরিত্রে এমনতর সমাধানী ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি কর—
যা'তে সবাইকে আলোকিত ক'রে তোলে—
প্রীতি, সৌন্দর্য্য ও সৌহার্দ্দ্যের আলিঙ্গনে—
শ্রদ্ধার্হ চলনে—প্রত্যেকটি অন্তরে ;
কাম, কাঞ্চন ও যশোলিপ্সাকে
অন্তস্তল হ'তে বিদায় ক'রে দাও—
নিরাশী হ'য়ে—নির্ম্মম হ'য়ে,
তা'রা যেন তোমাকে কিছুতেই
প্ররোচিত ক'রতে না পারে ;
প্রীতির অবদান যা' পাও—
যা' অন্যকে কিছুতেই পীড়িত না করে—
উদ্দীপনী আগ্রহ নিয়ে

প্রাণবন্ত যে-দান তোমার কাছে—
তা' পেয়েই তৃপ্ত থেকো ;
অসৎ-প্রতিগ্রাহী হ'তে যেও না,
লোভপরবশ হ'তে যেও না—
তা' সম্মানেরই হোক,
যশ বা ঐশ্বর্য্যেরই হোক,
কৃতকৃতার্থতাই যেন তোমার আত্মপ্রসাদ হয়,
প্রবুদ্ধ যিনি—
বরণীয় যিনি—
সৎ-সংবর্দ্ধনী তদ্‌গোষ্ঠী যেখানে—
তা'দের পরিপালন ক'রে, পরিপোষণ ক'রে, পরিপূরণ ক'রে
কৃতার্থ হ'য়ো ;
ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বাড়াবাড়ি ক'রতে যেও না,
ব্যভিচারও ক'রো না,
বাস্তবতায় সক্রিয়ভাবে—
বাক্যে ও কর্ম্মে,
এক-কথায়, চরিত্রে—ধর্ম্মকে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
নজর রেখো, কথায় এবং কাজে
তা'র ব্যতিক্রম না হয় ;
মিতভাষী হ'য়ো,
প্রীতিকে প্রজ্জ্বলিত রেখে
ইষ্ট বা আদর্শকে দেদীপ্যমান রেখে
মন্দ যা' তা'কে নিরোধ ক'রো—
তা'তে যেন সম্প্রীতিই সংস্থাপিত হয়,
তেজ ও বীর্য্যকে এমনতর দীপ্ত ক'রে রেখো—
যাতে সব ব্যাপারে—
সব দিক দিয়ে—

সকল কর্ম্মে—সমস্ত মননে
সার্থকতার জলুস নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তোলে তোমাকে—
কুশল-কৌশলে ;
যা'ই-কিছু কর, ভাব, দেখ—সবটার ভিতর
অমৃত-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে চ'লো—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে,
স্মৃতিবাহী চেতনা
যেন জাগরূক হ'য়ে ওঠে তোমাতে ;
তোমার সব করা, সব হওয়া,
সব পাওয়াই যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রিয়পরমে—
মহাচেতন-সমুত্থানে। ১৩৮৩।
২৪।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩৫

ইষ্টে নিবিষ্ট হও,
তপে—চলনে—চরিত্রে
যুক্ত থাক,
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হো'ক তোমার—
বিশ্লেষণে—নিয়ন্ত্রণে—সামঞ্জস্যে—
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে,
তুমি সাক্ষী হ'য়ে থাক,
দেখ—তোমার মনে যা' ভেসে আসে,—
চ'লে যেতে দাও তা'কে—
ঐ বৃত্তি-তরঙ্গে জড়িয়ে ফেলো না তোমাকে ;
যা' তোমাকে আঁকড়ে ধরে,—
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে

একটা সমাধানে দাঁড়িয়ে—
প্রজ্ঞাকে কুড়িয়ে নাও তা' হ'তে—
সত্তা-পরিপোষণী ক'রে ;
ইষ্টনিবিষ্ট না থাকলে
হয়তো তলিয়ে যাবে বৃত্তি-প্রবিষ্ট হ'য়ে,
ফের ঘোরে প'ড়তে হবে
অনেকখানি—তা'তে কিন্তু ;
যে-সংস্কার, যে-বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
তোমার সত্তা হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে—
চলৎশীল পরিবেষ্টনে—
পরিবেশের সঙ্ঘাতে
নানা সময়ে
নানা রকমারিভাবে সক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তুলছে,—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্যে—
সংবোধী সমাবেশী সমাধানে,
তা'দিগকে সার্থক ক'রে তোল—
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী ক'রে,
জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে
তা' যেন আর তৃষ্ণার সৃষ্টি ক'রে
রকমারিতে তোমাকে মূর্ত্ত ক'রতে না পারে—
নানাভাবে ;
তোমার সত্তা
পার্থিব খোলস প'রে র'য়েছে,
পার্থিব উপাদানের ভিতর-দিয়ে
সে নিজের সংরক্ষণী যা'

তা' আহরণ ক'রছে,
অন্তর্নিহিত আবেগও
হাত বাড়িয়ে চ'লেছে তা'ই ধ'রতে—
যা' তা'র পরিপোষক ;
আর, যা' পার্থিব উপাদানের বাইরে—
তা'কে স্থূলই বল আর সূক্ষ্মই বল—
তা'কে কিন্তু ধ'রতে পারছে না সে—
অনুরাগ দিয়ে,
কারণ, তা'র এমন রূপ নেই—
যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ;
তাই, যদি নিজেকে মুক্তই ক'রতে চাও
তোমার এমন একটি
মূর্ত্ত জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন—
যাঁ'র অনুভূতির আওতায় এসেছে
নির্ম্মল চৈতন্য,
সমাধিগত হ'য়েছে চরিত্রে তা',
এমনতর একজন—
যাঁ'র সাড়া ও আকর্ষণে
আবেগ-সংবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'র সার্থকতায়—
তুমি তোমার নিজেকে
তোমার যা'-কিছু নিয়ে সংন্যস্ত ক'রতে পার,
তাঁ'রই পরিপোষণায়, পরিপালনায়, পরিপূরণায় ;
নয়তো, মন-গড়া একটা কিছু নিয়ে
যদি চ'লতে থাক,—
তোমার আবেগ ধ'রতে তো পারবেই না তা'—
বরং পাগলা হ'য়ে উঠবে,

ইতস্ততঃ নানারকম
ফাঁকা আত্মপ্রসাদী জলুসের পোষাক প'রে
দার্শনিক তাত্ত্বিকতার ভাঁওতায়
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার বাস্তব নজর, বাস্তব সমীক্ষা
হয়রাণ হ'য়ে দেখিয়ে দেবে একদিন—
সব ফক্কা;
তোমার পার্থিব বা পিণ্ডী মনকে
কেন্দ্রনিবদ্ধ ক'রে
ভূমায়িত ক'রে তোল ব্রহ্মাণ্ডী মনে,
আবার, ঐ ব্রহ্মাণ্ডী মনকেও অমনি ক'রেই
ক্রমাধিগমনে,—আরো নির্ম্মলতায়
ঐ কেন্দ্র-পথ দিয়েই ছেঁকে—
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল নির্ম্মল চৈতন্যে;
যেখানে যেমনতর অবস্থা আসবে
সেখানে তেমনতর ব্যবস্থা ক'রবে—
সত্তাপোষণী ক'রে,
সাধনার এই-ই মোটামুটি রকম। ১৩৮৪।
২৫।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তথাগত যাঁ'রা—
তাঁ'রা স্বভাবতঃই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ,
তাঁ'রা কোন সম্প্রদায় বা
দ্বিজাধিকরণের কয়েদ নয়কো,
উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে যেমন প্রয়োজন—

তাঁ'দের আগমনও সেখানে তেমনি,
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন
যে-কেউই হোক না কেন—
বা বন্য বর্ব্বর জাতিই হোক না কেন,
প্রয়োজনের আকূতি-আহ্বানে
তাঁ'রা এসে থাকেন—তেমনতরভাবেই—
সর্ব্ব-সমন্বয়ে, একত্বের আবাহনী নিয়ে—
ঐক্যের অমৃত পরিবেষণে—
বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী না হ'য়ে—
বরং পূরয়মাণ উৎকর্ষাভিনন্দনে ;
তোমরা কেউ যদি ভেবে থাকো,
তিনি তোমাদের মধ্যেই কয়েদ—
সে একটা বর্ব্বর ধারণা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু,—
বরং বঞ্চনার একটা
ফাঁদ পেতে রাখছ তা'তে ;
তিনি গুরু—
তা' সব সম্প্রদায়েরই,
সব ব্যষ্টিরই,
সব সমষ্টিরই,
সব তিনিই—সেই তিনি—
—একটা সৎ-সম্বর্দ্ধনী, সমন্বয়ী
সমাধানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—
বাস্তব জীবনে—
বাস্তব কর্ম্মে—
বাস্তব প্রজ্ঞায়। ১৩৮৫ ।
২৫|৪|১৯৪৯, সকাল ৮-৩৫

দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
বৈশিষ্ট্য বা জাত্যন্তর হয় না,—
যদি সে দ্বিজাধিকরণ
আপূর্য্যমাণ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষক,
সৎসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে থাকে,
সে দ্বিজাধিকরণ বরং
বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষী পরিপোষক—
কৃষ্টির সক্রিয় আবাহন ;
যা'রা দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
ধর্ম্মান্তর হ'ল বিবেচনা করেন—ভ্রান্ত তা'রা,
বৈশিষ্ট্যহননী তা'দের উপচার ;
'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'-বিধৃত বর্ণে
প্রতিভাত বা ফলিত হ'য়ে
বিশিষ্টেরই শিষ্ট অভিযান চ'লেছে,—
যা' প্রত্যেকেরই সহজাত স্বধর্ম্ম—
গঠনে—গুণে—ক্রিয়ায়—নানান ধাঁচে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অনুশাসনে,
দ্বিজাধিকরণান্তরে তা'র খণ্ডন তো হয়ই না
বরং উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সবুজ পাতায় পল্লবিতই হ'য়ে ওঠে তা' ;
যদি ধী-ই থেকে থাকে তোমার—
ভেবে দেখ। ১৩৮৬।

২৫।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

তোমার তপশ্চরণ এমনভাবেও চ'লতে পারে—
তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক—মন্ত্রতপা হ'য়ে,
আর, প্রবৃত্তিগুলিকে রাঙ্গিয়ে তোল—

ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়,
আর, তদনুপাতিক সংস্কার, বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে
সক্রিয়ভাবে সাজিয়ে·তোল ;
এর অন্তরায়ী
বাহ্যিক বা মানসিক
যা'-কিছু আসে তা'কে উৎক্রমণী ক'রে
অনুকূল নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে নিয়ে এস—
দেখে, বুঝে, ভেবে,
সুকৌশলে, আবেগের টানে ;
তা'র ভিতর থেকে আবার পরিহার কর সেগুলিকে
যা' খাপ খাইয়ে তুলতে পারছ না,
আপনিই সংস্থ হ'য়ে উঠবে সেগুলি,
সেগুলিতে নজর রেখো—
অভিভূত না হ'য়ে ওঠ,
সঙ্গে-সঙ্গে তপের উপদেশ-অনুযায়ী
তপশ্চরণ ক'রতে থাক ;
এমনি ক'রে-ক'রেই সমস্ত 'তন্‌হা' অর্থাৎ তৃষ্ণা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে ইষ্টে,
ইষ্টার্থপূরণী ঝোঁকে ভূমায়িত হ'য়ে
তাঁ'তেই কৈবল্য লাভ ক'রবে—
নিবৃত্তির মহাসার্থকতায়,
সমাধিগত হ'য়ে উঠবে
তোমার ইষ্টরঙ্গিল সত্তা,
প্রণিধানে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
প্রত্যয়ী চলনে
ভূমা-চৈতন্য অধিগত হ'য়ে উঠবে তোমার । ১৩৮৭ ।
২৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যেখানে আছে—
যা' তোমার অন্তরে
একটা আক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—
সম্ভব হ'লে, সে-ব্যাপার, বিষয় বা লোকের সহিত
একটা প্রীতি-সৌজন্যে এমনতর মেলামেশা কর—
যা'তে সে তোমাতে তৃপ্ত
ও তোমার শুভানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে—
উল্লসিত হৃদয়ে ;
অন্তঃস্থ আক্ষেপ বিদূরিত ক'রবার
এটা একটা সুন্দর পন্থা ;
আবার, কা'রও যদি ঐ রকম অবস্থা ঘ'টে থাকে—
অথচ তা'র উপর তা'র হাত নেই,—
তুমি ভেবে-চিন্তে পথ বের ক'রে
যদি এমনতর কিছু সংঘটন ক'রতে পার—
যা'তে সে বেদনা থেকে রেহাই পায়,—
স্বস্থ হয়,—
তা'তে তা'র কাছে তুমি
স্বস্তির আশীর্ব্বাদই ব'য়ে নিয়ে যাবে,
সে দুর্ভোগ থেকে বেঁচে উঠবে,
নিরাকৃত হবে তা'র ঐ অন্তর্নিহিত আক্ষেপ,
পাবে তৃপ্তি, পাবে স্বস্তি,
তা'র বুকভরা হাহাকার থেমে যেতে পারে ;
শান্তি-সংঘটক আশীর্ব্বাদেই অভিনন্দিত হয়। ১৩৮।
২৬।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৫

মানুষ ভাবে, কাজ করে,
আর, এই কাজের ভিতর থেকে

আসে তা'র বুঝ বা জানা,
এই জানাগুলির
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাবেশে
আসে একটা সমাধান,
তা'তে আসে দর্শন ও অভিজ্ঞতা,
আর, এই দর্শন ও অভিজ্ঞতার
সমাবেশী সমাধানে আসে প্রজ্ঞা,
আর, এই প্রজ্ঞাগুলি
সার্থক হ'য়ে ওঠে চেতন-সমুত্থানে। ১৩৮৯।
২৬।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তোমার অন্তরের সম্রাট যিনি,
তোমার ইষ্ট যিনি—
তাঁ'তে অনুরাগ যত অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠবে
রাষ্ট্রব্যবস্থিতির সম্ভাব্যতাও
ফুটে উঠবে ততই তোমাতে,
কারণ, তোমার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি
সম্যক্ দর্শনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় যতই ব্যবস্থিত হ'য়ে উঠবে,
যোগ্যতাও তেমনি বাড়বে—
যা' রাষ্ট্রের ব্যবস্থিতিকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারবে
পরিবেশের পারস্পরিক বোধ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে—
সক্রিয় সামঞ্জস্যে,—যদি চাওই তা';
আর, ঐ ইষ্টানুরাগ অচ্ছেদ্য না হ'লে
বিদ্যাভিমানী বিচ্ছিন্নতাই

তোমার সহকর্ম্মী ও পরিবেশকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে,
সশ্রদ্ধ অনুরাগের বদলে পাবে—
বীতশ্রদ্ধ, স্বার্থলোলুপ, বিরাগী বিচ্ছিন্নতা;
সম্যক্ একনিষ্ঠা দিতে পারে—
শ্রদ্ধা ও চলনে নিরন্তরতা,
সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ দিতে পারে—
সমঞ্জস সমাধান,
আর, সম্যক্ সমাবেশ দিতে পারে—
শক্তি বা যোগ্যতা—ভিতরে এবং বাইরে,—
যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
জীবনকে কেন্দ্র ক'রে—পরিবেশে। ১৩৯০।
২৬।৪।১৯৪৯, বেলা ১১-২৫

হীনম্মন্যতা যেমনই হোক,—
অভিজ্ঞের খোলস-পরাই হোক
আর মূঢ়-পোষাকীই হোক,—
সে নিজের অন্যায়কে দেখতেও পারে না,
ধ'রতেও পারে না,
তা' চায়ই না সে,
অপরাধও স্বীকার ক'রতে পারে না,
যা'র কাছে অপরাধী
তাকে স্বস্থ ক'রে তুলতেও পারে না—
তা'তে যেন তা'র মাথা-কাটা যায়;
অন্তরে এমনতরভাবেই

তা'র পেয়ে-বসা দুর্ব্বলতা
আধিপত্য ক'রতে থাকে। ১৩৯১।
২৬।৪।১৯৪৯, বিকাল ৪-২০

শিক্ষক যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয়
আর আচারবান না হয়,—
নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে
পরিশুদ্ধির বালাই হ'তে
বহুদূরে সে থাকে,
আচরণে যদি সে আচার্য্য না হয়—
তা'র চলা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে
জানায় যদি সামঞ্জস্য না আসে—
ইষ্ট ও কৃষ্টির পরিপোষক হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে,—
সে-শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের
ভক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়—
বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির পরিবেষক মাত্র;
শিক্ষকে শ্রদ্ধাপ্লুত হবার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়
তা'দের বীতশ্রদ্ধ, বিশৃঙ্খল, অনাচারী চালচলন—
যা' ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনকে
ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,—
জাতিকে সর্ব্বনাশেই এগিয়ে দেয়;
তাই, শিক্ষাকেই যদি কুশল ক'রতে চাও তো
ইষ্টনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, চরিত্রবান শিক্ষকের আওতায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোল তোমার সন্তানসন্ততিকে,—
গুরুপদে নিয়োগ কর তাঁ'দিগকেই;
আর, চরিত্র মানেই কিন্তু

ইষ্ট বা আদর্শনিষ্ঠ চলন ;
শিক্ষকের নিষ্ঠা পরিবেষণ করে শ্রদ্ধা,
চলন পরিবেষণ করে চরিত্র,
বাক্য পরিবেষণ করে বুঝ,
আর, কর্ম্মপটুতা আনে শ্রমশীলতা ;
ছেলে-পিলে মূঢ় হ'য়ে থাকে তা'ও ভাল—
কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র শিক্ষকের
সংসর্গে রাখা ভয়াবহ। ১৩৯২।
২৬।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

তথাগতদের চরিত্রগত লক্ষণ তিনটি—
তাঁ'রা বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন না
বরং পোষণে বর্দ্ধন-সম্বেগী,
উৎক্রমণী তাঁ'দের বার্ত্তা,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সমস্ত মতবাদের
সমাধানী পরিপূরক তাঁ'রা,
ঐক্যের একান্ত প্রতীক,
সবারই স্বাভাবিক গুরু। ১৩৯৩।
২৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-৫

যা' ক'রবে ভেবেই ক'রবে,
আবার, ক'রেও ভেবো,—
বিবেচনা ক'রো, কি ক'রে
আরও ভাল করা যেতে পারে,
ভবিষ্যতে সময় এলেই
তা'কে আবার ব্যবহার ক'রো,

এতে তোমার চলন ক্রমশঃ
মার্জ্জিতই হ'তে থাকবে। ১৩৯৪।
৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৬-২০

কোনও ব্যাপার, বিষয় বা
কথাবার্ত্তায়
নিজেকে নিযুক্ত ক'রতে গেলেই
আগেই ভেবে দেখো—
কি ভাবে, কি রকমে বা কেমন ব্যবহারে
তুমি তা'তে নিয়োজিত হবে,
তা' নিয়ন্ত্রণই বা ক'রবে কেমনতর ক'রে
স্বাভাবিক প্রীতিসংস্থাপনী
সমাধানী যুক্তি নিয়ে;
তাহ'লে ভুল কমই হবে,
আর, কিছু করার আগে
ভেবে নিজেকে নিয়োজিত করার অভ্যাসও
এস্তামাল হবে ক্রমশঃ,
ক'রে আপসোস করার পথ,—
ভেবে আপসোস-জর্জ্জরিত হওয়ার পথ—
রইবে কম। ১৩৯৫।
২৭।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-২০

তুমি কী ক'রতে চাও, কেন চাও?—
এ চাওয়াটার
উদ্ভব হ'ল কি ক'রে তোমাতে?
তোমার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমাবেশগুলির
একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণে

এ অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে কিনা তোমাতে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে—
অর্থাৎ, তোমার প্রকৃতিই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
এমনতর চাওয়ায় উপনীত হ'য়েছে—
এই-ই যদি হ'য়ে থাকে,
তবে ঐ চাওয়ায় তোমার আগ্রহ কেমনতর ?
এটা কি উদগ্র হ'য়ে
তোমাকে উদ্যমাকুল ক'রে তুলেছে ?
না,—এই আগ্রহের ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রবৃত্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপোষণী টান
তা'র প্রয়োজন-ক্ষুধা মিটানোর পথ খুঁজছে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,—
তোমার এই চাওয়াটা কিন্তু চাওয়াই নয়,
এ নিরর্থক,—
তুমি পারবে না এটা মূর্ত্ত ক'রতে,
আর, বাস্তবেও তা'কে আয়ত্ত ক'রতে,—
পেতে ;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকে,
তুমি পারবে হয়তো—
যা' ক'রতে যাচ্ছ, সে-চাওয়াটা
যদি অমলিনই হ'য়ে থাকে,
তোমার ঐ উদগ্র আগ্রহ কি
ক্ষুদ্রস্বার্থী বা অন্যস্বার্থী প্রয়োজন-পূরণকে
উপেক্ষা ক'রতে
নির্ম্মম ক'রে তুলেছে তোমাকে স্বভাবতঃ ?
নিরাশীও ক'রে তুলেছে—

প্রচেষ্টায় অক্লান্ত ক'রে তুলে কুশল-কৌশলে ?
তোমার চাওয়া কি এমনতর
কল্পনাবিভোর হ'য়ে উঠেছে ?
তা' পেতে হ'লে যা' ক'রতে হয়
তা'র পথগুলিও কি ফুটে উঠেছে
তোমার কল্পনার চক্ষে—
পর্য্যায়ী রকমারি নিয়ে—
ভাল-মন্দ, খুঁটিনাটি, পক্ষ-বিপক্ষের মাঝখান দিয়ে
ব্যবস্থিতির স্বতঃ-উৎসারণায়,—সমাধানে ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
অন্তরে তুমি অনেকখানি এগিয়েছ,
তোমার চাহিদা যদি অমলিন, আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
প্রকৃতিতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে—
তবে এগুলি স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে
তোমাতে অবিলম্বে ;

আর, না হ'য়ে থাকলে
এখনও তোমার চাওয়াটা
অনাবিল হয়নিকো,
তাই, এমনতর অবান্তর কিছু সৃষ্টি ক'রছে
যা'-দিয়ে তোমার ঐ পরিকল্পনার
বাস্তব পরিণয়ন
বিলম্বিত ক'রে তুলতে পারে ;
যদি তা' ক'রে থাকে—
তখনও তুমি শুদ্ধ হ'য়ে ওঠনি,
আবিলতা তখনও আছে,—
প্রণিধান প্রাণবান হ'য়ে ওঠেনি তখনও—
যা'র দীপ্তিতে তোমার পথ পরিষ্কার

ও সহজ হ'য়ে ওঠে,
সময় ও সুযোগকে ধ'রে ত্বরান্বিত ক'রে তোলে ;
ঐ চাওয়ার ভিতর
অনেক স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-পুঁটলি
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু,
তাই, দৃষ্টি তোমার
স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি এখনও ;
আবার মনে কর, তেমনতর কিছু নেই—
ঐ করার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
এমনতর সক্রিয় উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলেছে
একটা উদগ্র উদ্যমে—
যা'তে করার ভিতর-দিয়ে
ওটাকে মূর্ত্ত করা ছাড়া
কোন উপভোগই মুগ্ধ ক'রতে পারছে না,
মজিয়ে তুলতে পারছে না তোমাকে,
তখন ভেবে দেখ,
তা' ক'রতে কী কী প্রয়োজন,—
সে-প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ ক'রতে থাক,
আবার, ঐ সংগ্রহগুলির বিন্যাস ও ব্যবস্থা
কেমনতর ক'রে ক'রলে
তোমার উদ্দেশ্যের পরিপূরণ হ'তে পারে,
তেমনি ক'রে তা'দিগকে নিয়োজিত কর—
যা' অন্তরায় ঘটাতে পারে তা'র নিরোধ ক'রে ;
আরও মনে রেখো, তোমার চাওয়া যেন
এমনতর কিছু চেয়ে না বসে—
যা' অন্যের প্রতি একটা হৃদয়বিদারক
সংঘাত সৃষ্টি করে,

বরং তোমার আপূরণে
তা'রাও যেন পরিপূরিত হয়—
তোমার চাহিদা তা'দের কাছে
আপাত-বিক্ষোভী হ'লেও,
বিদ্বেষ বা হিংসার বিষে
কা'রও হৃদয়কে জর্জ্জরিত ক'রে না তোলে,
তোমার কৃতকার্য্যতা যেন
আশীর্ব্বাদ বিচ্ছুরণ ক'রে
অভিনন্দিত করে সবাইকে
প্রীতি-উৎসেচনী সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়—
এমন-কি, যে তোমার শত্রু তা'কেও ;
তোমার যদি এতে আরও লোকের প্রয়োজন হয়—
তোমার অনুপ্রেরণা যা'দিগকে
ঐ অমনতর ক'রে তুলেছে—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতির যৌথ-একতায়,—
স্ববৈশিষ্ট্যে,—
তা'রাই কিন্তু তোমার বান্ধব-সহকর্ম্মী,
তা'রাই তুমি,—তুমিও তা'রাই ;
আবার, যখনই দেখলে এদের ভিতর
বিদ্বেষ, বিপাক বা স্বার্থ-চাহিদা
এসে উপস্থিত হ'য়েছে,—
বুঝবে তা'দের আগ্রহ
অমনতরভাবে উদ্দীপ্ত হয়নি,—
তা'র ভিতর আবিলতা ঢের আছে,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হীনম্মন্যতার
হাতছানির মোহ থেকে
তখনও রেহাই পায়নি তা'রা কিন্তু,

আর, সে উদ্যম-আগ্রহ
তাই তা'দের চরিত্রেও প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে না,
তা'রা ওর ভিতর-দিয়েই
একটা অনাস্বষ্টির স্বষ্টি ক'রে
নিজেদের অতটুকু স্বার্থের জন্য
হয়তো সব জিনিসটাই পণ্ড ক'রে দিতে পারে,
তা'দের নিয়ে যদি চ'লতে হয়—
প্রীতিপূর্ণ, মিষ্টি অথচ কড়া নজর রেখে
তেমনি ব্যবহার নিয়ে,
তীক্ষ্ণ আপদ-বিচ্ছেদী ব্যবস্থায় প্রস্তুত থেকে ;
ঐ রকমের ভিতর-দিয়ে অনেক সময়ই
তা'দের উদ্যমও উদগ্র হ'য়ে উঠতে পারে ;
আর, ঐ উদগ্র উদ্যম—যা' চরিত্রে
ফুটে উঠেছে তোমার বা তোমাদের,—
ঐ চরিত্রে এমনতর একটা চুম্বকত্ব স্বষ্টি করে—
কথায়-বার্ত্তায়,—চালচলনে,
আচারে-ব্যবহারে,—রকমে-সকমে,—
পরিস্থিতিতে তা'রা যাদুদণ্ডের মত কাজ ক'রে যায়,
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলে—লহমায় ;
যুক্তি, জেল্লা, প্রীতি
তা'দের চরিত্রে মহিমান্বিত হ'য়ে—
যেখানেই যাক না কেন—
তা'দিগকে আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
কৃতিসম্বেগও অঢেল হ'য়ে ওঠে তা'দের ভিতর,
যেখানে যে-অবস্থায় যেমনটি করণীয়—
চতুর চলনে সুকৌশলে
নির্ব্বাহ ক'রবার ধাঁজও

তা'দের ভিতর যাদুকরের মতন
মাথা তোলা দিয়েই থাকে—
বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,
ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দক্ষ তৎপরতায়,
আর, যা'তে পাওয়াটা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
খুঁটিনাটি-সহ প্রত্যেক যা'-কিছুর সমাবেশে—
তা' মূর্ত্ত ক'রতে
বিশ্বকর্ম্মার মতন
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা,
পরিস্থিতির এমনই
স্বস্থ বিন্যাস ক'রে তোলে—
সহজ সলীল গতিতে,
যা' চাচ্ছ তা' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
নন্দন-সুষমায় বিভোর হ'য়ে। ১৩৯৬।
২৮।৪।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

সব সময় স্মরণ রেখো,
সজাগ থেকো সতর্কতায়—
তোমারই হোক আর অন্যেরই হোক—
কা'রও, অকৃতজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
বিশ্বাসঘাতকতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
চৌর্য্য-প্রবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
দায়িত্বহীনতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;

সেবা-বিমুখতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
এবং প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না ;
এগুলি মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনের
সর্ব্বনাশা বিষাক্ত প্রবৃত্তি ;
এ যা'র থাকে সে তো নষ্ট পায়ই,—
তা' সংক্রামিত হ'য়ে অন্যেরও সর্ব্বনাশ করে ;
আর, জীবনকে যদি উন্নতই ক'রতে চাও
তা'র প্রথম পদক্ষেপেই এগুলিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেল, অবলুপ্ত ক'রে ফেল—
প্রীতিসৌজন্যে—মর্ম্মস্পর্শী ক'রে ;
উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হ'য়ে উঠবে—অন্তর-রাজত্বে। ১৩৯৭।
২৮।৪।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩০

যা' করবে তা'
পাকাপাকি,
নিষ্ঠায়—
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে,—উপচয়ে। ১৩৯৮।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

সব বিষয়েই সব সময়
ওত্ পেতে থাকা লাগে—
কোন্ সময়ে, কখন, কা'কে,
কোন্ জায়গায়,
কেমন ক'রে কী রকমে নাড়া দিলে
অবস্থাকে আয়ত্তে এনে
উপচয়ী ক'রে তোলা যায়—নির্ভুলভাবে ;

বোধক্ষুধাতুর হ'য়ে,
চেতন সম্বেগে জাগ্রত থেকে
তড়িৎ-সমাধানী তীক্ষ্ণ ধী নিয়েই চ'লতে হয়,
আর, ক'রতেও হয় তেমনি,
ওর মক্স ক'রতে হয় ;
যা'রা এতে যত এস্তামাল
চতুরও তেমনি তা'রা। ১৩৯৯।

২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮টা

ত্যাগ মানেই—
সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা'
তা' হ'তে বিরত থাকা। ১৪০০।

২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-১৫

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কর্ত্তৃক পবিত্র বাইবেলের কিছু অংশের অনুবাদ

শস্য অপর্য্যাপ্ত—
কিন্তু শ্রমিক অত্যল্প,
শস্যের কর্ত্তা যিনি তাঁ'র কাছে প্রার্থনা কর—
শ্রমিকদিগকে পাঠাতে
শস্য-সংগ্রহে ;
যাও, মানুষের কাছে বল—
স্বর্গরাজত্ব নিকটেই,
পীড়িত যা'রা—
নিরাময় কর তা'দের,
মৃত যা'রা—তা'দিগকে উঠাও,
কুষ্ঠী যা'রা—

তা'দিগকে পরিস্রুত কর,
অভিভূত যা'রা—
তা'দিগকে মুক্ত কর ;
দাও না-পেয়েই—
তুমি যেমন পাচ্ছ না-দিয়েই ;
কোমরবন্ধ থলিতে পয়সা-কড়ি কিছু নিও না,
রাস্তায় পুঁটলি নিও না,
দুটো জামাও নিও না,
জুতোও নিও না,
লাঠিও নিও না,
যে করে
করাই তা'র খোরাক জোগায় ;
পল্লীতেই যাও আর সহরেই যাও—
যোগ্য অধিবাসীকে খুঁজে বের কর,
আর, তা'র সাথেই থাক—
যতক্ষণ সেখানে থাক,
যদি কেউ তোমাকে গ্রহণ না করে
কিংবা কথায় কান না দেয়—
সে-বাড়ীতে থেকো না,
তোমার পায়ের ধুলি ঝেড়েই
চ'লে এসো সেখান থেকে ;
তোমাদিগকে মেষের মত পাঠাচ্ছি
নেকড়ে বাঘের ভিতর,
তাই, সরীসৃপের মত তড়িৎ-প্রজ্ঞ হও,
ঘুঘুর মত ছলনাশূন্য হও,
সেই মানুষ থেকে সাবধান থেকো—
শাসক এবং রাজার সামনে

যা'রা আমার জন্য
তোমাদিগকে বেত মারবে,
তা'দের কাছে
এবং ভদ্র যা'রা তা'দের কাছে
তোমাদের এই-ই হবে পরিচয়,
বিচারে উপস্থিত হ'লে
বিভ্রান্ত হ'য়ো না,
কী ব'লতে হবে, কেমন ক'রে ব'লতে হবে—
তোমার কথা আপনিই বেরিয়ে আসবে
—যথোচিতভাবে,
যেমন প্রয়োজন—সেই মুহূর্ত্তে,
কারণ, তুমি কথক নও,
এটা তোমাদের অন্তরস্থ
পরমপিতারই প্রেরণা—
যা' তোমাদের ভিতর থেকে
কথায় উপ্‌চে উঠবে ;
ভাই ভাইকে বিশ্বাসঘাতকতায়
মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে,
পিতা তা'র সন্তানের প্রতি
বিশ্বাসঘাতক হবে,
সন্তানসন্ততি পিতামাতার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে,
তা'দের মৃত্যুতে অবসান করবে ;
তোমরা
সমস্ত মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হবে
আমার বা আমার নামের জন্য,
কিন্তু সে-ই বাঁচবে—

যে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে
অটলভাবে,
যখন একটা শহরে নির্য্যাতিত হবে—
তখন অন্য নগরে পালিয়ে যেও,
কিন্তু তথাগতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে
ইস্‌রাইলের শহরগুলিও
পরিক্রমা ক'রতে পারবে না ;
ছাত্র কখনই শিক্ষকের উপরে হয় না,
সেবক তা'র প্রভুর উপরে হয় না,
ছাত্রের পক্ষে তা'ই যথেষ্ট—
যদি সে তা'র শিক্ষকের মত চ'লতে পারে,
সেবকের পক্ষে
তা'র প্রভুর মত চলাই যথেষ্ট,
মন্দমতিরা
যদি গৃহকর্ত্তাকেই মন্দ ব'লে থাকে—
সেবককে আরো কত ব'লতে পারে—
তা'দের ভয় ক'রো না ;
অবগুণ্ঠিত এমন কিছুই নেই
যা' প্রকাশিত হবে না,
লুক্কায়িত এমন কিছু থাকবে না
যা' জানা যাবে না,
যা' অন্ধকারে আমি তোমাদিগকে ব'লেছি—
তা' মুক্তস্থানে ব'লো,
ফিস্‌ফিস্ ক'রে যা' ব'লেছি—
চীৎকার ক'রে ব'লো—
বাড়ীর ছাদে গিয়ে তা' ;
যা'রা শরীরকে নিহত করে

কিন্তু আত্মাকে নিহত করে না—
তা'দিগকে ভয় নেই,
বরং তা'দিগকেই ভয় ক'রো—
যা'রা আত্মা এবং শরীর
উভয়ই নিহত ক'রতে পারে,
একটি মুদ্রায় কি দুটো চড়ুইপাখী
পাওয়া যায় না?
তা'র একটাও মাটিতে প'ড়বে না
যদি পরমপিতার ইচ্ছা না হয়,
তোমার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত গোণা,
তাই বলি, ভয় ক'রো না,
চড়াইদের থেকে
তোমাদের দাম অনেক বেশী;
যা'রাই আমাকে স্বীকার ক'রবে
মানুষের সামনে—
আমি তা'দিগকে স্বীকার ক'রব
আমার স্বর্গীয় পিতার সম্মুখে,
আমাকে যা'রা অস্বীকার ক'রবে—
আমি তা'দিগকে অস্বীকার ক'রব
পিতার সামনে;
ভেবো না—
আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি,
শান্তি আনি নাই,
এনেছি তরবারি,
আমি এসেছি
পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে লাগাতে,
মেয়েকে মা'র বিরুদ্ধে লাগাতে,

পুত্রবধূকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে লাগাতে,
হ্যাঁ, তাই বলি—
নিজের পরিবারস্থ যা'-কিছু
শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে ;
পিতামাতাকে
যে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে—
সে আমার উপযুক্ত নয়,
ছেলেমেয়েকে
যা'রা আমার চাইতে বেশী ভালবাসে—
তা'রাও আমার উপযুক্ত নয়,
যা'রা দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে
আমার অনুসরণ করে না—
তা'রাও আমার উপযুক্ত নয়,
যে জীবনের জন্য ব্যস্ত থাকে—
সে তা' হারায়,
যে আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করে—
সে তা' পায় ;
যা'রা তোমাদিগকে গ্রহণ করে—
তা'রা আমাকেও গ্রহণ করে,
যা'রা আমাকে গ্রহণ করে—
তা'রা তাঁ'কেই গ্রহণ করে
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,
যা'রা প্রেরিতকে
তথাগত ব'লে গ্রহণ করে—
তা'রা তথাগতেরই পুরস্কার পায়,
তথাগতকে
যে ভাল মানুষ ব'লে ভাবে—

সে ভাল মানুষেরই পুরস্কার পাবে,
এই নগণ্যদের কাউকে
একবাটি ঠাণ্ডা জলও যে দেয়
শিষ্য ব'লে—
সে তা'র পুরস্কার হারাবে না। ১৪০১।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ১০টা

আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে,
আর, অভ্যাসে বাড়ে চরিত্র,
আলোচনায় ধী বাড়ে,
অভ্যাসে বাড়ে ধৃতি ;
তাই, আলোচনা ও অভ্যাসে
চরিত্র বাড়ে—ধৃতি ও ধী নিয়ে ;
করায় বাড়ে পারা,
পারায় থাকে যোগ্যতা। ১৪০১ (ক)।
২৯।৪।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

নিয়ত মন্ত্র জপ কর—ভাব,—
এমনতরভাবে যা'তে তা'র অর্থ
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে ওঠে তোমাতে ক্রমশঃ,
আর, সাথে-সাথে ইষ্ট-মনন কর—
ইষ্টবিষয়ক চিন্তার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে তোমার ইষ্টে,—
ঐ মন্ত্রের ভাবের স্ফুরণ হয় ক্রম-সার্থকতায়
আত্মসমীক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে ;
এতে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জগৎ
নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে

একটা সমাধানী উপনিবেশ সৃষ্টি ক'রে
সত্তায় সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
অচ্যুতভাবে, সক্রিয় বাস্তব প্রকরণে,—
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার ভিতর-দিয়ে—
সমাধিগত হ'য়ে। ১৪০২।
৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯টা

সক্রিয় একনিষ্ঠ নয় যা'রা—
তা'রাই তাৎপর্য্যে ভজনবিহীন,
তাই, ভাগ্যহীন তা'রাই;
এমন অধিক লোকের বেশী সংসর্গ
সংক্রামিত হ'য়ে
লোককেও দুর্ভাগ্য ক'রে তোলে,
আবার, নিজে নিষ্ঠায় শক্ত না হ'য়ে
এমনতর একজন লোকেরও বেশী সংসর্গে
মানুষ বীতশ্রদ্ধ ও দুর্ভাগ্য হ'য়ে ওঠে;
তুমি কিন্তু এমন অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
চ'লতে সচেষ্ট থাকবে—
যা'তে তোমার চিন্তা, চলন ও হাবভাবে
অর্থাৎ চরিত্রে
তা' উদ্ভাসিত হ'য়ে—
যত তামস প্রকৃতিই তোমাকে পরিবেষ্টিত
ক'রে থাকুক না কেন—
তা' তোমার চরিত্রের আলোকে
উদ্ভাসিত না হ'য়েই পারবে না,

হামেশা ঐ অভ্যাসকে আত্মসমীক্ষা ও আত্মপরীক্ষায়
মেজে, ঘ'সে, ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখবে,—
যা'ই—যেমনই আসুক না কেন—
তোমার চরিত্রকে যেন
কিছুতেই মলিন ক'রতে না পারে। ১৪০৩।

৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

সদ্‌গুণ যেখানে,
তোমার সশ্রদ্ধ উৎসারণও যেন
সেখানে তেমনি হয়,—
সম্মানে—আদরে—সৌজন্যে—সক্রিয়তায় ;
এতে তোমার ভিতরেও ঐ সদ্‌গুণগুলি
ক্রমান্বয়ী আবেগে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে থাকবে,
তুমি কোন-না-কোন রকমে
তা'র অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারবে—
তোমার বৈশিষ্ট্য তা' যেমন ক'রে
গ্রহণ ক'রতে পারে—তেমনি ক'রে,
নয়তো, তোমার যা' আছে—
তা'ও ক'মে যেতে পারে কিন্তু ;
পূজা অন্যকে সম্বর্দ্ধিত ক'রেই
নিজের সম্বর্দ্ধনা নিয়ে আসে। ১৪০৪।

৩০।৪।১৯৪৯, সকাল ৯-৫৫

যেখানে আদর্শ নাই
ধর্ম্মচর্য্যাও সেখানে ব্যাহত,
আবার, যেখানে ধর্ম্মচর্য্যা ব্যাহত,
সেখানে বিচ্ছিন্নতাই প্রভাবান্বিত,

আর, যেখানে বিচ্ছিন্নতা—
অকৃতকার্য্যতাই সেখানে অধিষ্ঠিত। ১৪০৫।
৩০।৪।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৫

যেখানে কেউ প্রিয়ের প্রতি দোষারোপের
উত্তর দিতে পারে না,
জয়ে নিরোধ ক'রতে পারে না—
শ্রদ্ধাবনত ক'রে, স্বতঃসম্বেগে,
সেখানে বুঝতে হবে প্রায়শঃ—
প্রীতি সানুকম্পী নয়,
সমীক্ষাপূর্ণ সেবাও নাই সেখানে,
আছে স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-রঞ্জনার
একটা আবেগী আগ্রহ—
যা'তে উৎকর্ষ নুলো হ'য়েই চ'লতে থাকে
ইতস্ততঃ হয়রাণিতে ;
খুঁজে-পেতে নিজেকে ঠিক কর—
যা'তে ঋজু হ'য়ে ওঠে তোমার অনুরাগ—
সমীক্ষায়—সৌজন্যে—সেবায়,
ভাগ্য তোমাকে আমন্ত্রণ ক'রবে। ১৪০৬।
১।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

যে-কোন ব্যাপার, বিষয় বা কাজে
দায়িত্বশীল কুশল-সঙ্গতির ব্যতিক্রম ক'রে
যা'ই কর না কেন,—
তা' তোমার সাফল্যের মাঝখানে
একটা ফাঁক সৃষ্টি ক'রে—
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

যে-কোন ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
এমনতর অপ্রত্যাশিত অবান্তর রকম
এনে হাজির ক'রবে,—
যা'র ফলে, ব্যর্থতা, দুঃখ, দৈন্য, আপসোস
বিপাকগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে তোমাকে ;
যে-বিষয়ে যথাবিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা না ক'রে—
দায়িত্বপূর্ণ প্রীতিসঙ্গতির সহিত
ভাব ও ক্রিয়ার সহজ সৌহার্দ্দ্যে
যদি ক'রে যাও—
তবে উহা অদৃষ্টের ধিক্কার
সৃষ্টি ক'রে চ'লতে পারবে কম,
রেহাই পাবে অনেক। ১৪০৭।
২।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৪৫

দেখছ, যখনই কেউ কাউকে দোষারোপ ক'রছে,
নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
কোন হেতুর ধার না ধেরে,—
তা'র বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ
বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিব হওয়ার
তোয়াক্কা না রেখে,—
যা'কে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
সহজভাবে তা'র অবস্থার কথা
তা'কে জিজ্ঞাসা করারও
ফুরসুৎ হয়নি তা'র,—
অযৌক্তিক চরিত্রের খোলস প'রে
হাত নেড়ে বাক্যের সমারোহ-সজ্জা নিয়ে

কায়দায় লোক ভেড়াতে চা'চ্ছে—
তা'র নিজের পক্ষে,
ঠিক বুঝবে, সেখানে এর অন্তরালে আছে—
হয় কামিনী, নয় কাঞ্চন,
—নয় হীনম্মন্যতা,
কিংবা এ তিনেরই সংমিশ্রণ—
যা'র ফলে, সে স্বতঃই একটা
অলীক ভাঁওতা সৃষ্টি ক'রছে—
যা'কে নিন্দা ক'রছে
সে তা'র অন্তরায় ভেবে ;
ওই নিন্দাটা হ'চ্ছে নিজেকে লুকিয়ে চলার
একটা সাবধানী চালবাজী অভিব্যক্তি ;
একটু নাড়া দিলেই ঠিক পাবে। ১৪০৮ ।
৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-২০

যে যা' বলে—
খুব সহিষ্ণুতার সহিত
মনোযোগ দিয়ে শুনো,—
বেশ ক'রে তলিয়ে,
হিসাব ক'রে, বুঝে,—
খুঁজে নিও তা'র তল কোথায় ;
যেখানে বুঝতে পারছ না—
সৌজন্যের সহিত প্রশ্ন ক'রো,
উত্তরটাও খুঁটিনাটি ক'রে শুনো—
বুঝে নিও ;
ফল কথা, বের ক'রে নিও নিশ্চয় ক'রে—
তলায় কী আছে,

সেই হিসাবে তোমার কথা-বার্ত্তা,
যুক্তি, আচার, ব্যবহার দিয়ে
এমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রো—
যা'তে সে হৃদয় ঢেলে দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে তৃপ্তি পায়—
এবং অন্তরের আবেগের সহিত
স্বতঃ-প্রণোদনায় লেগে যায়—
ঐ পথে চ'লতে ;
তা'তে সে-ও নিরাকৃত হবে—
তুমিও মঙ্গল পরিবেষণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে,
নইলে, শুধু বাক্-বিতণ্ডার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা সুকঠিন। ১৪০৯।
৩।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

আমার মনে হয়—
যা'রা শ্রমণ, যতি বা সন্ন্যাসী,
তা'দের শাসক হ'তে নেই—
অপরিহার্য্যের আহ্বান ব্যতিরেকে,
বিচার, নিয়ন্ত্রণ, নিরোধকে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরিবেষণে
আপূরণী পরিচর্য্যায় সেবানিরত রেখে,
লোককল্যাণ-নিরত হওয়াই তাদের বিশেষত্ব—
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে—
উদীয়মান সামঞ্জস্য নিয়ে ;
আর, এই নিয়ন্ত্রণ
শাসক হ'তে প্রতিটি ব্যক্তি, ব্যাপার ও বিষয়—

জীবনকে যা' ক্ষোভযুক্ত ক'রে তোলে—
তা'কে নিরোধ ক'রে—
সম্যক্ সমীক্ষা ও বিচারে—
সম্বর্দ্ধন-মুখর হ'য়ে ওঠে যা'তে
তা'ই তা'দের জীবনের স্বতঃ-উৎসারণা
—আত্মপ্রসাদী তীর্থ হ'য়ে ওঠা উচিত। ১৪১০।
৩।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুণ ও কর্ম্ম দেখে
নির্ণয় ক'রতে চেষ্টা ক'রো—
কা'র কাছে কতটুকু কী পেতে পার,
আর, সময়ের সাথে মিলিয়ে
কওয়া-করার হার দেখে
মোক্থা একটা সিদ্ধান্ত ক'রে রেখো—
তোমার প্রত্যাশা কতখানি
পরিপূর্ণ হ'তে পারে,
যদিও অন্তরে ঠিক দিয়েই রাখতে হয়
এবং চ'লতেও হয় তেমনি—
যা'তে প্রত্যাশা তোমাকে ছলনা না করে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে না নিয়ে ফেলে। ১৪১১।
৪।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩৫

দায়িত্বকে সমবায়ী ক'রে তুলো না,
যে-বিষয়ে যে-কোন দায়িত্ব নেও না কেন—
তা' সম্পূর্ণভাবেই নিও,
নয়তো, ওর ভিতর-দিয়ে, স্বার্থসন্ধিক্ষুতার পথে

শৈথিল্যকে অবলম্বন ক'রে
প্রতারণা ঢুকে যাওয়া খুবই সম্ভব ;
বরং তোমার দায়িত্বপ্রবণ চরিত্র
তোমার সহযোগী যা'রা আছে—
তা'দিগকেও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,
সক্রিয় কর্ম্মপ্রবণতায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী অনুপ্রাণনায়,
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী—
যোগ্যতার সঙ্কর্ষণে ;
ভাগের মা গঙ্গা পায় কমই । ১৪১২ ।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

ভেবো, বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো—
কী কাজ, কোন্ কথা বা ব্যবহার গড়িয়ে গিয়ে
ভবিষ্যতে কী রূপ নিতে পারে ;
আর, কী ক'রলে,
কেমন ক'রে কইলে বা ব্যবহার ক'রলে,
কোন্ কথা বা ব্যাপার—
কখন, কেমন ক'রে প্রকাশ ক'রলে,
বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে
তোমার ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যসাধনের
অনুকূল হ'য়ে দাঁড়ায়,
পরিপন্থী না হ'তে পারে কিছুতেই ;
যত নিখুঁতভাবে এমনতর চ'লতে পারবে—
বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে,—
লোকের কুৎসিত বা বিকৃত সমালোচনাকে

ব্যাহত ক'রে—
স্ুফলে এগিয়ে যেতে পারবে ততই। ১৪১৩।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৫০

"মা ম্রিয়স্ব! মা জহি!
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"—
ম'রো না, মেরো না,
পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর। ১৪১৪।
২।৫।১৯৪৯, সকাল

যতই দাও—আর যতই কর—
কেউ নিজে-নিজে যতক্ষণ
তোমাতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সন্তুষ্ট না হয়—স্বতঃ-নিয়ন্ত্রণে—
অনুরাগ-উদ্দীপনায়,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে
সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে না,
আর, সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে না ব'লে
অবসন্ন হওয়া ভাল নয়,
কারণ, তুমি তা'র তুষ্টির
পোষণ জোগাতে পার মাত্র—
আচারে—ব্যবহারে—
কথায়—বার্ত্তায়—কর্ম্মে;
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
তোমাকে চ'লতে হবে
শ্রদ্ধার্হ চলনে,—পরিবেশে;

আর, সন্তোষ যেন
তোমার চরিত্রে জীবন্ত হ'য়ে অভিব্যক্ত হয়
কর্ম্মকুশল, সহযোগী সম্বর্দ্ধনায়—উপচয়ে। ১৪১৫।
৪।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১১-১০

সবৈশিষ্ট্য ব্যষ্টির উদ্ভব হ'তেই
সমষ্টির সৃষ্টি,
আবার, বিভিন্ন ব্যষ্টিসম্পন্ন
ঐ সমষ্টির প্রতিক্রিয়া
প্রতি-ব্যষ্টিতে
উৎক্রমণ সৃষ্টি করে—
তা'র ফলেই আসে বিবর্ত্তন;
আর, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
অন্তর্নিহিত অনুরাগ যত, যেমনতর—
উদ্ভবের দিকে,—
অধিগমনও তা'র তেমনি পরিণতিতে;
এমনি ক'রেই ব্যষ্টি ও সমাজ
জানায় দাঁড়িয়ে
তা'র অজানা চাহিদাকে সন্ধিৎসু চলনে
জানায় অধিগত ক'রে তোলে—
চেষ্টা, চলন ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে—বাস্তবে;
তাই, ব্যষ্টির
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিবেষণ
যেমন সুষ্ঠু পরিপোষক,—
যথাবিহিত সার্থক,—
সমাজ বা সমষ্টির অধিগমনও তেমন পুষ্ট। ১৪১৬।
৫।৫।১৯৪৯, সকাল ১০-৮

পুং বীজ ও তা'র বৈশিষ্ট্য যেমনতর,
স্ত্রী-রজঃ বা ভূমির বৈশিষ্ট্য, ধাতু ও প্রকৃতি
যেখানে তৎপরিপোষণী, যেমন,—
উদ্‌গম বা অবগমও হয় সেখানে
তেমনতরই স্বতঃ ও স্বাভাবিক। ১৪১৭।

৫।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

তুমি আত্মসমর্পণ ক'রেই আছ
বা ক'রতেই হবে তা'র কাছে—
যা' তোমার সত্ত্ব বা সৎ,
আর, তা'-ই তোমার বাঞ্ছিত বা ইষ্ট;
আবার, সশ্রদ্ধ অনুসরণ ক'রতে হবে তাঁ'রই—
যিনি তাঁ'কে জানেন, যিনি আচার্য্য,
আচরণের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন,—
অর্থাৎ ঋষি,—বিধিকে জেনেছেন
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে;
আর, ঐ অনুসরণের ভিতর-দিয়েই
পাবে তুমি—পুষ্টি, সম্বর্দ্ধনা ও স্বস্তি;
তাই, এই অনুসরণ বা অনুচলন নিয়ে যে-তুমি
সেই-তুমি স্বাধীন—
বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন;
আবার, ঐ অনুসরণ—
যে-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তোমার তুমি
বেঁচে আছে ও সম্বর্দ্ধিত হ'চ্ছে—
প্রত্যেক-তুমির সহযোগিতায়—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক পারস্পরিক সেবার ভিতর-দিয়ে,—
তা'-ই হ'চ্ছে তোমার বা তোমাদের

দাঁড়াবার ভিত্তি, রাষ্ট্রের ভিত্তিও তা'ই :
আর, ঐ নীতিগুলি যা' অনুসরণ ক'রে
বাঁচবে ও বাড়বে—
পারস্পরিক সহযোগিতার সেবা-সৌকর্য্যে
অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে—
সেইগুলি হ'ল নীতি, আইন বা শাসন ;
এই শাসনকে যত অবজ্ঞা ক'রবে,—
তোমার বেঁচে-থাকা বা বেড়ে-চলাও
তত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে,
বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বস্তির কবলে
তুমি আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হবে,
তা'র মানেই,—মৃত্যুতে অবসান হওয়াকেই
আবাহন ক'রবে। ১৪১৮।
৫।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩৫

প্রয়োজনের যোগাড়ে
যে হতবুদ্ধি, শ্লথ বা নিষ্ক্রিয়,
যোগান দিলেও
সে কতটুকু কৃতকার্য্য হবে—
তা' ভাববার কিন্তু। ১৪১৯।
৮।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৩৫

যোগাড়ের তাড়নায়
যে বৈশিষ্ট্য বা আদর্শচ্যুত হয়,
কৃতকার্য্য হ'লেও
সে কতখানি সার্থকতা আনতে পারবে

নিজের, জনের বা জাতির—
তা'ও চিন্তনীয় কিন্তু। ১৪২০।
৮।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪০

নিজের বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস ক'রে
প্রতিলোমে মেয়েদের আত্মাহুতি দিয়েও যদি—
যেখানে আত্মাহুতি দেওয়া হ'ল
তা'র বংশ-বৈশিষ্ট্যের
কিঞ্চিৎও উৎকর্ষ দেখা দিত,
অন্ততঃ শতকরা কিছুভাগেরও,—
তা'তেও অন্তরকে
পরিণামে প্রবোধ দেবার কিছু থাকত ;
নতুবা, যা' বিকৃতির বিজৃম্ভণে
জন, জাতি ও সমাজের ক্ষয়কেই
নিষ্ঠুর পরিহাসে আমন্ত্রণ করে—
তা'তে প্রবোধ কোথায় ? ১৪২১।
৮।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

অভ্যাস মানে—
কোন একটা রকমের দিকে থাকা—
ঝুঁকে থাকা—
পৌনঃপুনিক করার ভিতর-দিয়ে এমনভাবে—
যা'তে সেই থাকাটাই সেই রকমের
আমন্ত্রক ও উদ্যোক্তা হ'য়ে ওঠে। ১৪২২।
১০।৫।১৯৪৯, সকাল ৯টা

তোমার বান্ধবই হোক
আর সহযোগীই হোক—
তোমার বন্ধুত্বে অটুট থেকেও
সে যদি তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
অপঘাত করে,—
সে শত্রু যেমন তোমার—
শত্রু তেমন দেশ, জাতি ও জনেরও,
সাবধান থেকো—সতর্ক চলনায়। ১৪২৩।
১০।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

মানুষের অন্তরতম অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকে—
একটা সজাগ চেতন-সন্ধিৎসা—
যে-আলোকে দেখে-শুনে, বুঝে-প'ড়ে
তা'র অজানা যা' জানায় এনে
সত্তাকে সে বাড়িয়ে তুলতে চায়—
তা'র পরিপোষণী ক'রে,
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'তে—ক্রমপদক্ষেপে—
বিরুদ্ধ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
অনুকূলকে আয়ত্ত ক'রে;
আর, যা' অজানা সামনে র'য়েছে—
শুনছে—দেখছে—চ'লছে
অথচ বুঝতেও পারছে না—
ধ'রতেও পারছে না—
ছাড়তেও পারছে না—
এমনতর কিছুতে সে আবিষ্ট হ'য়ে থাকতে সুখ পায়—
একটা আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে—
অলৌকিকতার রূপ দিয়ে;

তাই ব'লে, তা'র চেষ্টার কিন্তু বিরাম নেই,
অজানাকে জানায় সুশৃঙ্খল ক'রে
নিজের আওতায় এনে—
সত্তাকে পরিবর্দ্ধিত ক'রবার লোলুপতার
—অন্তর্নিহিত ঐ প্রবণতারই
একটা মাধ্যমিক অবস্থা হ'চ্ছে—
ঐ অলৌকিকতায় আগ্রহ;
যা'র যেমন অন্তর-সঙ্গতি
তা'তে ঐ আগ্রহপ্রসূত ধারণার বসতিও তেমন,
তাই, অলৌকিকতায় আবিষ্ট না থেকে
লোকায়িত ক'রে তুলো তা'কে—
সম্বেগ, সন্ধিৎসা নিয়ে, কুশল দক্ষতায়,
সামঞ্জস্যে—সুবিন্যাসে ১৪২৪।

১১।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার গোঁড়ামি
যত ব্যাপারে—যত রকমে হবে,
যৌথ বিবর্দ্ধন তত ব্যাহত হবে। ১৪২৫।

১১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

পুরুষই সৃষ্টি ক'রেছে নিজেকে—
বিশেষ ক'রে তা'র প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে,
নানা পরিণয়নে,
আবার, সেই পুরুষ হ'তেই সৃষ্টি হ'য়েছে
বৃত্তি-অভিধ্যানের ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতি-পরিণয়নে পরিপোষণী ক'রে—নারীত্ব,
নারী পুরুষেরই সৃষ্টি,

তাই, নারী যখন পুরুষে
অচ্ছেদ্য আনতিতে সর্ব্ব-পরিপোষণী হ'য়ে
যুক্ত হ'য়ে
তা'কে সার্থক ও স্বস্থ ক'রে তোলে—
সেই হ'চ্ছে তা'র সার্থকতা,
আর, কেন্দ্রায়িত সেই নারী
তখন থেকেই উপভোগ ক'রতে পারে
স্বস্থ স্বাধীনতা ;
নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ
বা বিসদৃশ সংশ্রয় যেখানে—
ব্যাহতি বা বিপর্য্যয়ও সেখানে জাজ্জ্বল্যমান ;
স্বপ্রকৃতিতে পুরুষ যেমন নারীর পরিপূরক,—
নারীও তেমনি পুরুষের পরিপোষক,
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে
তা'র বিভিন্ন ব্যষ্টিতে সংস্থিতি ও বিস্তার,—
সংস্কৃতিবাহী সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনে চ'লে—
সন্তানসন্ততিতে
ঐ একই ভিত্তির
নানা বৈশিষ্ট্য-সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে,
এতে বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই,
ব্যাহতিও ব্যাহত হ'য়ে চলে এখানে,
সতীত্ব
সার্থক ঔজ্জ্বল্যে ভগবৎপ্রসূ হ'য়ে
আশীর্ব্বাদে উচ্ছল ক'রে দেয় দুনিয়াটাকে ;
প্রকৃতিগত বিপর্য্যয় ছাড়া—
অর্থাৎ, বিবাহ যেখানে বৈধানিক বিক্ষোভে
সামঞ্জস্যে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি—

এমনতর বিপাক ছাড়া
পরিণয়ে বিচ্ছেদ-চিন্তাও পাপ
এবং পূয়-প্রসূ। ১৪২৬।
১১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

বিবাহ বিহিতভাবে সিদ্ধ হয়—
এমনতর ব্যক্তি ও অবস্থা ছাড়া যে-বিবাহ
তা' ব্যত্যয়ী এবং বিপর্য্যয়ী-ফলপ্রসূ,
সে-বিবাহ সিদ্ধ তো নয়ই—
বরং অনর্থেরই আমন্ত্রক,
এমনতর বিপর্য্যয়ে
কোন নারী মলিন হ'লেও
সে প্রকৃতিতে দুষ্টাও নয়,
শ্রেয়-বিবাহে
অগ্রহণীয়াও নয়। ১৪২৭।
১২।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-৫৫

অনিচ্ছায়, ভয় দেখিয়ে, জোর ক'রে,
এমন-কি, দুরভিসন্ধি-প্ররোচনায় প্রতারিত ক'রে
যদি কোন মেয়ের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়,—
সেটা দুরদৃষ্টের হ'লেও
প্রকৃতিতে পাতিত্য-সঞ্চারক নয়। ১৪২৮।
১২।৫।১৯৪৯, সকাল ৮টা

বিপ্রের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পূরণপ্রবণতা,
ক্ষত্রিয়ের সহজাত সংস্কার

হওয়া উচিত পালনপ্রবণতা,
বৈশ্যের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পোষণপ্রবণতা ;
আর, এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সেবা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
যা' সমাজকে সত্তায় স্বস্থ ক'রে রেখে
সম্বর্দ্ধনায়, উন্নতিতে
সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে। ১৪২৯।
১২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭টা

ধারণা শুদ্ধ না হ'লে ভাব শুদ্ধ হয় না,
ভাব শুদ্ধ না হ'লে
ভাবসিদ্ধ হ'তে পারে না,
আর, ভাবসিদ্ধ না হ'লে
ভাবান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—অপরকে। ১৪৩০।
১২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

যা'কে তুমি যেমনতর ভালবাসবে
সে তোমাতেও থাকবে তেমনতর। ১৪৩১।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৫-৩০

যা'রা সেবায় স্বার্থলোলুপ
বা সেবাবিমুখ—
আত্মস্বার্থী হীনম্মন্য অহং-এর পূজারী,
তা'রা চাওয়াতেও অসরল,
তা'দের চাওয়ার প্রকৃতিই এমনতর
যাতে হৃদয় খুলে দেয় না কা'রও,—
ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে

নিজের গরিমাকে বজায়-প্রয়াসী,
আত্মসমর্থনের একমাত্র অস্ত্রই
হ'য়ে ওঠে তাদের অকৃতজ্ঞতা,
কাউকে আপন ভাবা
তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত। ১৪৩২।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-১০

বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী কুৎসিত আদর্শ
সর্ব্বনাশেরই ডাইনী প্রতীক,—
মোহ-প্ররোচনাই তা'র দক্ষ মন্ত্র। ১৪৩৩।
১৩।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৫

শিক্ষিত হও—
ধীকে বাড়িয়ে তোল,
কিন্তু পেশীকে বঞ্চিত ক'রে নয়—
বরং শক্তিশালী ক'রে তা'কে—যথাবিহিত। ১৪৩৪।
১৩।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫

সত্তায় মিলিত হও,
চিত্তের দ্বারা যুক্ত হও,
আনন্দে বর্দ্ধিত হও,
তোমার কেন্দ্রায়িত অনুরাগে উচ্ছল হ'য়ে
অন্তর্নিহিত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি
স্বতঃস্ফূর্ত্ত ফুল্ল কল্লোলে
দিগন্ত ভূমায় পরিব্যাপ্ত হোক,
গুণে—গঠনে—কর্ম্মে—

সেই বাসুদেবেই
সার্থক হ'য়ে উঠুক তা' । ১৪৩৫ ।
১৩।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৩০

ধর্ম্ম মানুষের জীবনে
দুরিত-ক্ষালনী দ্রাবক—
বিবর্ত্তনের ব্রাহ্মী পথ,
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
প্রতি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর,
জীবন ও চরিত্রকে উন্নতি-ঔজ্জ্বল্যে
বিবর্ত্তিত ক'রে চল,
সার্থক হবে তোমার জন্ম । ১৪৩৬ ।
১৪।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-২৫

ধর্ম্মই রাজনীতির উৎস,
আর, যে-রাজনীতি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
সেটা কিন্তু রাজনীতি নয়কো,
তাই, বুঝে মিলিয়ে দেখো—
কোন্ দাঁড়ায়, কী পথে চ'লেছে
কোন্ নীতি—কেমন ক'রে,
সাব্যস্ত ক'রো তোমার চলনা
ঐ দিগ্‌দর্শনে । ১৪৩৭ ।
১৪।৫।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৫

যা' বাঁচাবাড়াকে ধ'রে রাখে
কেন্দ্রায়িত উদ্বর্দ্ধনে,—সপরিবেশে—

তা'ই ধর্ম্ম,
তা'কে দৈনন্দিন জীবনে
প্রতিকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরিপালন করা থেকে আসে উন্নতি—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য—তেমনতর ক'রে তা'র,
আর, এই হ'চ্ছে সেই আর্য্যসঙ্ঘবাদ
বা আর্য্যসাম্যবাদের স্বতঃ-স্ফুটমূর্ত্তি—
যা' প্রতি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
পালনে, পোষণে, পূরণে—
আদর্শভরণী জীবনচলনের ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-সহযোগী ঐক্যে একতাবদ্ধ ক'রে
উন্নতিমুখর চলনায় চ'লতে থাকে ;
আর, যে-কোন বাদই হোক না কেন,
বাঁচাবাড়াকে তা' যদি সার্থক ক'রে না তোলে—
উৎকর্ষী-বিবর্ত্তন-প্রগতিতে,—
তা' কিন্তু জীবন-কল্যাণী ব'লে
ধ'রতে পারা যায় না ;
তাই, ধর্ম্ম হ'তেই আসে এই সঙ্ঘ বা সাম্যবাদ—
বৈশিষ্ট্যপূরণী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—
যা' আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সমাজে—রাষ্ট্রে ;
ধীইয়ে বেশ ক'রে বুঝে,
মিলিয়ে, সাব্যস্ত ক'রে নিও—
আর, চ'লোও তেমনি ক'রে,
অভিনন্দিত হবে আত্মপ্রসাদ ;

এই হ'চ্ছে আর্য্যভারতীয়
সাম্যবাদী পারিষদিক লোকতন্ত্র। ১৪৩৮।
১৪।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি ঠিক জেনো—
তোমার বৈধানিক সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য
যেমনতর—
তোমার মানসিক সম্পদও তা'রই ভিত্তিতে,
আর, এই মানসিক সম্পদের উপরই নির্ভর ক'রছে
তোমার আধ্যাত্মিক প্রাখর্য্য—
যা' তোমাকে সব যা'-কিছুর অন্বিত প্রজ্ঞায়
ব্রাহ্মী-সম্বোধে অধিরূঢ় ক'রে তোলে ;
আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার
যোগারূঢ় সংহতিই হ'চ্ছে ওখানে,
যা'র উৎক্রমণে তোমাকেও
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে সাধারণতঃ। ১৪৩৯।
১৫।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

এক-এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যের
এক-এক খাঁজ বা তাক আছে,
তা'দের মোটামুটি রকমারি প্রবণতা
কতকটা এক রকমের,—
তা' খারাপই হো'ক আর ভালই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক ;
যেমন আছে ল্যাংড়া আম,
তা' ভালই হো'ক আর খারাপই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক—

টকই হো'ক আর মিষ্টিই হো'ক—
তা'র সবটার মধ্যে ন্যাংড়ার তাক আছেই ;
এই ধাঁজ বা তাককেই বলা যায় বর্ণ-বৈশিষ্ট্য। ১৪৪০।
১৫।৫।১৯৪৯, দুপুর ১টা

তোমার বেদান্ত

যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুনিয়ার সব-কিছুকে
তা'র প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
যথাবিহিত দর্শনে পরিস্ফুট ক'রে
পূরণ, পোষণ, পালনে
দক্ষ-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে না পারছে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
ও-বেদান্ত
বাস্তব-প্রজ্ঞা-অধ্যুষিত নয়কো,
সে-চক্ষু তোমার তখনও আসেনি
যে-দর্শন-প্রতিভায়
বেদান্ত তোমার কাছে জীবন্ত হ'য়ে
ফুটে উঠবে,
তাই, ওর পরিবেষণেও তুমি
তা'কে আরো তমসাচ্ছন্ন ক'রেই তুলবে
লোকের কাছে,
হ'য়ে উঠ'বে একটা কথার ঘুঘু ;
তাই, ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদর্থসার্থকতায় শোন, কর,
জান, হও আর পাও—
যা' প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য-জীবনকে
বেদান্তে জীবন্ত ক'রে তোলে—

বাস্তবতায় যথাবিহিত শ্রমতপাঃ করে
সার্থক দর্শনে,
তবেই তো সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার সব পরিবেশ নিয়ে। ১৪৪১ ।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১৫

বিজ্ঞ অজ্ঞের কাছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্খ
যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞ তা'কে
উপলব্ধি ক'রতে না পারছে,
আর, বিজ্ঞের প্রতি সশ্রদ্ধ চলনই
অজ্ঞকে উপলব্ধি-সম্পদে
উন্নীত ক'রে তুলতে পারে। ১৪৪২ ।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার বেদান্ত
যদি বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে তোলে—
তা'র স্বাভাবিক উৎসারণাকে
অতিক্রম ক'রে,—
সে-বেদান্তে প্রজ্ঞা কতটুকু ?
বাস্তবের সাথে কোন সংশ্রব আছে কিনা তা'র—
চিন্তনীয় তা' কিন্তু। ১৪৪৩ ।
১৫।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩২

দরিদ্র-নারায়ণ সেবাপ্রবৃত্তি ভালই—
কিন্তু সে-সেবায় যদি প্রতি-বৈশিষ্ট্যে
তোমার নারায়ণ
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে না ওঠেন,—
তা' কিন্তু তোমার কাছে

ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
সেবা সার্থক হ'য়ে উঠছে না কিন্তু তখনও ;
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর,
তা'দিগকে শিবভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
বাস্তবে—চরিত্রে—চলনে—কর্ম্মে
—প্রতি-বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে,
শিবপূজা তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক—
শিবত্বের অভিদীপনায়। ১৪৪৪।
১৫।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

জানাগুলি যেখানে অন্বিত হ'য়ে
সার্থকে সমাধিগত হ'য়ে উঠেছে
বাস্তব-প্রকৃতিতে—বৈশিষ্ট্যে,
যথাবিহিত সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনায়,—
ব্রাহ্মী-আলোকে—
একে—
যে-দর্শনে—
তা-ই কিন্তু বেদান্ত,
তা' একটা অনাস্থষ্টি নয়কো ;
যা' বাস্তবকে পরিপূরণ করে না সবৈশিষ্ট্যে—
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
অথচ কথার জলুস,
বাস্তব ব্যাপারের সংশ্রয়ী নয়কো
এমনতর আজগবী কিছু ধারণা—
বেদান্তের অমর্য্যাদা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৪৪৫।
১৬।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

মানুষ যদি মানুষের
পরিপূরণী বৈশিষ্ট্যের কাছে
মাথা নত ক'রতে না জানে,—
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করা
তা'র পক্ষে একটা
হাস্যোদ্দীপক কায়দা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
যদি দেখতেই জান
এবং জ্ঞানই থাকে—
আমার সেই নবীন সেনের কথা মনে হয়—
'বিধ্বস্ত মানব !
না পূজিবে কেন বল ক্ষুদ্র বালুকায় ?' ১৪৪৬ ।
১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

যা'রা নতি-অভিবাদনে
বা প্রণামে অসমর্থ,
মাথা যেন কে ধ'রে রেখেছে মনে হয়—
বুঝে নিও, জলুস যতই থাকুক না কেন
অন্ততঃ তখন পর্য্যন্ত
হীনম্মন্য অহং তা'দের আবিষ্ট ক'রে রেখেছে—
যুক্তি-প্ররোচিত শাসনে ;
যেখানে বিনয় নাই—
সেখানে দর্শনও নাই,
বিদ্যাও নাই,
পূয়গন্ধী বুঝ থাকতে পারে হয়তো। ১৪৪৭ ।
১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-১৫

যা'রা ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে
সমষ্টিকে জানে না,—
সমষ্টির জ্ঞান যা'দের
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠেনি—
সব সমাবেশ, সমাধান
ও সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
ভূমাকে স্পর্শ করেনি,—
চরিত্র চলন্ত হ'য়ে ওঠেনি—বিনীত জলুসে,—
তা'দের বিধান
ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রমেই সঞ্চরণশীল,
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে—
পারম্পর্য্যে—
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস ক'রে
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তা'দের
নীতি-সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
তাই, অনুশাসনও তা'দের
বিচ্ছিন্ন ও অপকর্ষী হওয়া ছাড়া পথ কী? ১৪৪৮।

১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

তোমার ধর্ম্ম যদি জীবের,
বিশেষতঃ মানুষের মুখে
এক মুঠো অন্ন তুলে দিয়ে
বাঁচায় সমর্থ ক'রে
সেবায় যোগ্য ক'রে তুলতে না পারল—
সপারিপার্শ্বিক সে যা'তে বাঁচতে পারে—
বাড়তে পারে—
এমনতর ক'রে,—

তুমি কি মনে কর
তা' তোমার কাছে জ্যান্ত ?
—আর, তা'তে তোমার সার্থকতাই বা
কতটুকু ? ১৪৪৯ ।
১৬।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৫০

যে-অবস্থাই হোক, যে-ব্যাপারই হোক,
যে-উন্নতিই হোক, আর যে-সমৃদ্ধিই হোক—
ভালই হোক, আর মন্দই হোক—
যা' মানুষকে আদর্শ বা ইষ্টসংশ্রব হ'তে
বিচ্যুত করে বা খিন্ন ক'রে তোলে,—
লোভনীয় তা' যতই হোক না কেন—
দুর্ভাগ্যের তা' অতিনিশ্চয়,
জাহান্নমের সৌজন্যপূর্ণ স্বাগতম্
বা নিষ্পীড়নী আকর্ষণ ;
কারণ, তা'তে তোমার বৃত্তি ও বোধ
সার্থক-অন্বয়ে অন্তঃসম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে না,
তা'তে গোছাল হ'য়ে উঠবে না
তোমার বাস্তব জীবনটাও—
বাহ্যজগতে,—বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে । ১৪৫০ ।
১৮।৫।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

ইষ্টানুরাগ যখনই তোমার
এমনতর হ'য়ে উঠল—
তাঁ'কে ছাড়া কিছুতেই আর
চলে না তোমার,
তাঁ'র সংশ্রব তোমার জীবনে

অকাট্য হ'য়ে উঠেছে,—
গত্যন্তর নাই আর তোমার কিছুতেই,—
ভালই হোক আর মন্দই হোক—
তখন থেকেই কিন্তু তোমার তপঃ-প্রবৃত্তি
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগল
বৃত্তি ও বোধগুলির কেন্দ্রায়িত অন্বয়ে,
প্রত্যেকটি চলনে
তুমি অনন্তের সচিৎযাত্রী হ'য়ে চ'ললে—
তিনি যদি দ্রষ্টা-পুরুষ হ'য়ে থাকেন
পূরয়মাণ সৎ-আচার্য্য হ'য়ে থাকেন
সৎ-বৈশিষ্ট্যে ;
কৃতার্থ হোক তোমার অনুরাগ তাঁ'তে। ১৪৫১ ।
১৮|৫|১৯৪৯, দুপুর ১২টা

কখনও কোন ব্যাপারে বা কা'রও সম্বন্ধে
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং যদি নিপীড়িত হয়,
কিংবা বঞ্চিত বা ব্যর্থ হয়—
সে-বিষয় প্রত্যক্ষভাবে তা'র মনে
থাকুক বা না-ই থাকুক—
সেইরকম ব্যাপারে বা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে
সেইরকমের ঘটনা যখন উপস্থিত হয়,—
তখনই হয়
সেই পূর্ব্ব ধারণাকে সমর্থন করার ঝোঁক
যা' বর্ত্তমান বাস্তব ঘটনার সাথে
একদম সংস্রবহীন ;
ঐ মূল কারণকে অর্থাৎ ওর ভিত্তি যেখানে
তা'কে মুক্ত না করা পর্য্যন্ত

ঐ প্রবণতা বারে-বারে উঁকি মারা সম্ভব
সাধারণতঃ। ১৪৫২।
১৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৩৫

কোন নারীর প্রতি পুরুষ
বা কোন পুরুষের প্রতি নারী
যদি ব্যভিচারদুষ্ট নজরে তাকায়—
অন্তঃস্থল তা'র তা'-থেকেও
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১৪৫৩।
১৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৫

ব্যভিচারদুষ্টা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
শুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ না করাও
অকল্যাণকে আমন্ত্রণ করা—
যা' ব্যভিচারের পথ দিয়েই
জীবনকে স্পর্শ করে,—
তা' ব্যক্তিগত যেমন
পরিবারগত ও সমাজগতও তেমনি,
তাই, ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের
শুভাকাঙ্ক্ষী যা'রা
তা'দের করণীয়ই তা'ই
যা'তে ঐ নারী অনুতপ্তা হ'য়ে ওঠে,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে আনত হয়,
সৎজীবন-পরিপালনে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—
নিজ স্বামীতে একটা ঐকান্তিক অনুরতি নিয়ে,
বিনীত আগ্রহ-উদ্দীপনায়,

ঐ ব্যভিচারী জীবনে ন্যক্কারজনক
সন্তপ্ত ঘৃণা ও বিরক্তিসহকারে। ১৪৫৪।
১৯|৫|১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৭

ব্যভিচারদুষ্টা, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
যা'রা বিবাহ করে,
তা'রাও ব্যভিচারের
জ্বালাময়ী আলিঙ্গনেই বসবাস করে,—
বিকৃতি-পর্য্যুষিত জীবনের
আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে তা'রা। ১৪৫৫।
১৯|৫|১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩০

স্খলিতাকে উৎকর্ষে নিয়োগ কর,
শুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
জীবনকে বিপাকমুক্ত ক'রে তোল তা'র,
যদি পার, তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দাও তা'কে—
যে যেমন—বিহিতভাবে তেমনি তা'কে,
আর, যেমন ক'রে স্বাভাবিকভাবে
পরিশুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে—
উদ্বর্দ্ধনে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত ক'রে
তোলা যেতে পারে তা'কে
তা'ই কর—নিজে পবিত্র থেকে। ১৪৫৬।
১৯|৫|১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩৫

আদর্শসেবায় সম্বুদ্ধ যে যেমন,—
তা'র রকমের ভিতর-দিয়ে
যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছে বা হ'চ্ছে

যে-রকমে—
পারতপক্ষে তা'র ব্যত্যয় ঘটাতে যেও না,
বরং কথোপকথনের ভিতর-দিয়ে বিহিতভাবে
তা'কে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ ক'রে তুলো—
আগ্রহে উদ্দাম ক'রে,
নজর রেখো
ব্যত্যয় ও বুদ্ধিভেদ ঘ'টে না ওঠে,—
তাহ'লে সে কিছু ক'রে উঠতে পারবে না কিন্তু,
গুলিয়ে যাবে সব ভাল তা'র,
এমন-কি, তোমার রকমে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হ'লেও—
তা'র ঐ নিজস্ব রকমকে বুঝে,
উদ্যমী আনতিকে
কুশল-কৌশলী প্রেরণার ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে,
যা'তে সে বুঝতে পারে—
তা'রই স্বতঃউদ্গামী সিদ্ধান্ত ওটা ;
কাজ যদি পেতে চাও,
উদ্যমী উদ্যোক্তা ক'রে তুলতে চাও কাউকে,—
একটু নজর রেখো ঐ-দিকে। ১৪৫৭।
২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

মূর্খ ব্যক্তিত্ব
মূর্খনীতির জলুসে আকৃষ্ট হ'য়ে
মূর্খনীতিই সঞ্চারিত ক'রে থাকে—
আত্মম্ভরী মূঢ় নিয়ন্ত্রণে,—

যা' বাস্তব মনোজগৎ
ও বাহ্যজগতের সঙ্গে সঙ্গতিহারা। ১৪৫৮।
২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-২২

যদি কাজই চাও—
কৃতীই যদি হ'তে চাও—কৃতকৃতার্থে,—
সহযোগী তোমার যে যেমন
তা'র রকমকে ভিত্তি ক'রে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে—
উদ্যমী প্রেরণায়,—
নিজেও অমনতর থেকে—বাস্তব চরিত্রে,
আর, তা' যেন হয় তা'দের নিজেদেরই
স্বতঃ-উৎসারণী উদ্দীপনা—
আপ্রাণ আকূতির অভিদীপ্তি,
দেখবে, বিদ্যুৎ-কর্ম্মা হ'য়ে চ'লতে থাকবে;
তাই বলি,
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্",
অর্থাৎ, অজ্ঞান বা অল্পবোধি কর্ম্মসহযোগীদের
বুদ্ধিভেদ ক'রতে যেও না। ১৪৫৯।
২১।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

মহাপুরুষ হওয়ার লোভ
মানুষকে
মহাপুরুষ ক'রে তুলতে পারে কমই—
বাস্তবে;
কিন্তু মহাপুরুষের প্রতি বৃত্তিভেদী

অচ্যুত, সক্রিয় অনুরাগ
মানুষকে স্বভাবতঃই মহাপুরুষ ক'রে তোলে। ১৪৬০।
২১।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

অন্তরকে
বিনীত তেজোদ্দীপ্ত ক'রে রেখো,
সৌজন্য, সদ্ব্যবহার, সদালাপ ও সৎসেবায়
যেন সবাই তোমাতে সার্থক-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তোমার হৃদয়কে সঞ্চারিত ক'রে দিও—
হৃদয় পাবে। ১৪৬১।
২২।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

বৈশিষ্ট্য যেমন বিচিত্র—
দর্শনও তেমনি বৈচিত্র্যবান্,
কিন্তু তা'রা সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'লে
পরস্পর পরস্পরকে সার্থক ক'রে তুলবেই
এক-পরিণয়নে ;
আর, সব দর্শন যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
প্রজ্ঞা সেখানেই। ১৪৬২।
২২।৫।১৯৪৯, বেলা ১০-১৫

যেখানে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি
একনিষ্ঠ, কেন্দ্রায়িত অনুরাগ নাই—

এবং পুরুষেরও ঠিক তেমনি
অনুরাগ নাই কোন মূর্ত্ত আদর্শে—
সব-কিছু ছাপিয়ে,
সেখানে স্ত্রী-প্রগতিই হোক
আর পুরুষ-প্রগতিই হোক
তা' যে অপগতি-সম্পন্ন,
তা' অতি নিশ্চয় ;

সেখানে স্ত্রী
পুরুষের পালনে, পোষণে তাচ্ছিল্যপরায়ণা,
আর, এই তাচ্ছিল্যপরায়ণতাই
ক'রে তোলে পুরুষকে—
পূরণ-প্রবণতায় শিথিল,
এর ভিতর-দিয়েই আসে
পারিবারিক সেবাবিমুখতা—
ব্যক্তিগত ও পারস্পরিকভাবে,
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে সেবাপ্রাণ হয় না,
কেউ কা'রও অচ্ছেদ্য-স্বার্থ হ'য়ে ওঠে না—
শরীরে ও মনে,
থাকে একটা দায়িত্বে ভারাক্রান্ত
একঘেয়ে, অনিচ্ছুক, কষ্টসাধ্য বাধ্যবাধকতা,
যথেচ্ছাচারিণী, সেবাবিমুখ,
আত্মস্বার্থ-সন্ধিক্ষু এমনতর স্ত্রীকেও
তা'র যা'-কিছু প্রয়োজনীয় লওয়াজিমা
সরবরাহ ক'রতে বাধ্য থাকা,
তা'র থেকে আপনা-আপনিই আসে
পুরুষের উপেক্ষা,—
এমন-কি, কাম-পরিচর্য্যাও হ'য়ে পড়ে

পুরুষের পক্ষে ভীতিসঙ্কুল,
সে মনে করে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ১৪৬৩।
২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

মানুষ সাধারণতঃ
প্রবৃত্তি প্রত্যাশায় মূঢ় ও বধির হ'য়ে
অন্যের প্রতি যে কদর্য্য ব্যবহার করে—
তা'কে সে কদর্য্য ব'লেই
ধারণা ক'রতে পারে না,
যুক্তি ও বিবেচনা তদনুকুলেই
তা'র সজাগ থাকে—
তা' ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক,
ঐ বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে চ'লতে থাকে
আর খুঁজতে থাকে তা'র পরিপোষক দল—
যা' দিয়ে ঐ ঈর্ষ্যা ও আক্রোশে
সম্বদ্ধ হ'য়ে
নিজের দাঁড়াকে বজায় রাখতে চায়,—
ক'রতেও চায় তেমনতর,
নেশা কাটলে তবে সে বুঝতে পারে—
তা'র সত্তা কী মূঢ়, ফাঁকা, তমসাচ্ছন্ন
হৃদয় নিয়ে বসবাস ক'রছে,
মরণেও যেন তা'র শান্তি নাই;
বুঝে, ধারণাকে পরিশুদ্ধ ক'রে
তেমনতর চলন ছাড়া
এতে রেহাই কদাচিৎ মেলে। ১৪৬৪।
২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-১৫

বিচ্ছিন্ন অঙ্গ

যা' সত্তায় সংস্থ হ'য়ে ওঠেনি—
সত্তা-সম্বর্দ্ধক ও পরিপোষণী হ'য়ে
পারস্পরিকতায়—অঙ্গাঙ্গীভাবে,
তা' উভয়েরই এমন মৃত্যুর আমন্ত্রক—
যা' জীবনের পক্ষে দুরত্যয়। ১৪৬৫।

২২।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

প্রিয়কে ছেড়ে থাকতে না পারা,
তাঁ'র সংশ্রবশূন্য হ'তে না পারা,
নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও
দিয়ে বা ক'রে সুখী হওয়া,
তাঁ'র স্মৃতি সজাগ থাকা,
তাঁ'র সুখ বা সমৃদ্ধিতে তুষ্ট
ও গৌরবান্বিত হওয়া,
আপদে নিরাকরণ-উদ্যমী হওয়া
ও উদ্‌গ্রীব থাকা,
তাঁ'র স্বার্থান্বিত যা'—
তা'তে নিশ্চিন্ত না থাকতে পারা,—সচেষ্ট হওয়া,
তাঁ'র শুভচিন্তা,
তাঁ'র সমর্থন ও সংশুদ্ধিপ্রবণ থাকা,
সামান্যমাত্র পাওয়াতেও বিনীত কৃতজ্ঞতা—
উল্লাস, গৌরব, মহিমান্বিত বোধ,—
এই হ'চ্ছে প্রীতি বা অনুরাগের
মৌলিক লক্ষণ। ১৪৬৬।

২৩।৫।১৯৪৯, বেলা ১১-৪৫

পাপ, অন্যায় বা দুরিতকে
সহ্য ক'রতে পার কর,—
কিন্তু তাই ব'লে তা'দিগকে সমর্থন ক'রে
গুণিত ক'রে তুলো না—
নানা রকমারিতে,
তা'হ'লে নরক নারকীয় অভিযানে
সাবাড় ক'রতে থাকবে সবাইকে,
ঐ সমর্থন করাটা তুমি ভালই ভাব আর মন্দই ভাব—
নিঃশঙ্কচিত্তে ভালয় বেঁচে থাকা
আর চ'লবে না কিন্তু। ১৪৬৭।
২৩।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

নিজেকে পাপে খরচ ক'রে ফেলো না,
পুণ্যে প্রদীপ্ত হও—
আর প্রদীপ্ত ক'রে তোল সবাইকে—
যেখানে যেমন ক'রে
যে কায়দায় পার,
সুধী চাতুর্য্যে,
সে-দীপন তোমাকেও উদ্বর্দ্ধনে
দীপ্ত ক'রে তুলবে—জীবনে। ১৪৬৮।
২৬।৫।১৯৪৯, সকাল ৯-৪৫

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী, পারস্পরিক-পরিপোষণী
সহযোগী আদান-প্রদানে
সক্রিয়ভাবে আদর্শসেবায়
কৃষ্টিকে পরিপালন ক'রে

ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে সহজ উৎক্রমণ—
যা' বিহিত অর্থনৈতিক
ও অধ্যাত্ম-উৎকর্ষের ভিতর-দিয়ে
সহজ স্বতঃ-সুনিয়ন্ত্রিত
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উন্নতিকে
অবধারিত ক'রে তোলে—
তা'ই হ'চ্ছে, আর্য্য সাম্য বা সঙ্ঘবাদের
মরকোচ বা বৈশিষ্ট্য। ১৪৬৯।
২৭।৫।১৯৪৯ সকাল ৮-১৫

সমাজতন্ত্র

আমার মনে হয়—
অবশ্য আমি মার্কস্‌বাদ কিছু জানি না—
আর, ভারতীয় সমাজতন্ত্রের কোন আব্‌ছা অভিব্যক্তিও
এর মধ্যে আছে কিনা তা'ও জানি না,—
তবে, আমাদের ধনিক বা শ্রমিক প্রশ্ন ছিল না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়
ও বৃত্তিবিভাগ ছিল,
ধনিক-শ্রমিক ব'লে রকমারি ছিল না,
শ্রমিকও যে, ধনিকও সে ;
একটা সম্প্রদায় ছিল বামুন অর্থাৎ বিপ্র—
যা'রা ছিল সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য—
যা'রা বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষিত হ'য়ে উঠত
চিন্তা ও কর্ম্মে,
বিপ্রদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি,
প্রীতি-অবদান ছিল পরম আদরের,

লোকজীবনই ছিল তাদের মূলধন—
যা'দের অভ্যুদয়ই ছিল তাঁ'দের সম্পদ,
গবেষণা, শিক্ষা, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন,
বিচার, উপদেশ ইত্যাদি—
ফল কথা, ইষ্ট ও পূর্ত্ত ছিল তা'দের
স্বভাবতঃ স্বতঃ-লোকচর্য্যা,—
দক্ষিণা ছিল মহিমান্বিত প্রাপ্তি ;
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল তেমনতর
বিশিষ্ট গুচ্ছ,
গুচ্ছগুলি পরস্পর স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ছিল,
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে
ঋণী থাকত পরস্পর,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হওয়া ছাড়া
পথ ছিল না ;
বামুনের হাতে মূলধন ছিল না—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত চরিত্র ছাড়া,
কিন্তু প্রীতি ও সক্রিয় সেবার দ্বারা
সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে
সম্মানিত ও পূজার্হ হ'য়ে থাকত তা'রা,
এক-কথায়, সমস্ত সম্প্রদায়ের
সকল মানুষ, টাকা ও ঐশ্বর্য্যই ছিল তা'দেরই—
নিঃস্পৃহ অযাচিত পাওয়ায়
অনাসক্ত অধীশ্বর হ'য়ে ;
রাজা ও তা'র পরিষৎ বা সরকারের
কর্ত্তব্য ছিল—
বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হ'চ্ছে কিনা
বিহিতভাবে,—সেটা দেখা ;

তখন না ছিল দেশে চরিত্রের অভাব,
না ছিল সামর্থ্যের অভাব,
না ছিল অর্থের অভাব,
বা সম্পদ, পণ্য বা উৎপাদনের অভাব,—
যত সময় না ব্যক্তিগত বা দলগত
স্বার্থ-পরিকল্পনায় এটা বিপর্য্যস্ত হ'য়েছিল,
তা' হ'য়েও যে কঙ্কাল-কাঠামোটা
এতদিন এতটুকুও আছে—
তা' এর সুষ্ঠুত্বেরই নিদর্শন ;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য,
সমাজ-স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য সঙ্গতি লাভ ক'রে,
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
স্বতঃই ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছিল আদর্শে ;
যা'তে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—
কৃষ্টিতে, অন্তরে, বাহিরে,—
এমনতর পথগুলির উপর কড়া শাসন ছিল—
সাম্প্রদায়িকভাবে, সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ;
আর, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য যা'তে পরিপুষ্ট হয়—
সেই-ই ছিল পোষণীয় নীতি—
তা' ঐ সামাজিক, সম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিক—
প্রতিজীবনেরই ;
প্রত্যেক বর্ণ তা'র কর্ম্মকলার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল—
প্রজননের দিক দিয়ে তেমনি ছিল
ঐক্য-সম্বদ্ধ—অনুলোমক্রমে—
মস্তিষ্কে—শ্রমে—চরিত্রে ;

প্রতিলোমকে লৌহহস্তে শাসন করা হ'ত,
প্রতিলোম
উন্নতিকে স্তব্ধ করে,
বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে,
কুপ্রজননকে ক্রমান্বয়ী ক'রে তোলে—
যা'তে মানুষের মস্তিষ্কের অভাব ঘটে,
স্নায়ু ও শরীরের অপকর্ষ হয়,
দুর্ব্বল প্রজননের উদ্ভব হয়,
সেই জন্য কোন বর্ণ-ই
এই বৈশিষ্ট্যধ্বংসী প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দিত না,
আর, এর ব্যত্যয়ী যে
সে শুধু সাম্প্রদায়িক শাসনে প'ড়ত না,—
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনেও প'ড়ে যেত ;
যখনই রাষ্ট্রদায়িত্ব প্রতিব্যক্তিতে
সজাগ হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধর্ম্ম, জীবন ও সম্পদ
রক্ষার ভিতর-দিয়ে—
তখন থেকেই কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরু হ'ল ;
তা'র আগে
যত বড় স্বাধীন ক'রেই দেওয়া যাক,
তোমার স্ব-এরই উদ্ভব হয়নি,
যে-স্ব তোমাতে জাগ্রত উদ্বোধনায়
তোমার সপারিপার্শ্বিক প্রতিটি নিজের
ধর্ম্ম, জীবন ও সম্বর্দ্ধনার সেবায়
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
এই ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা সম্প্রদায়তন্ত্র
বর্ণানুগ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ দিয়ে

প্রগতি এবং প্রজননের উৎকর্ষী ব্যবস্থাও
যেমন ছাড়েনি,—
তেমনি আদর্শানুগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ী সহযোগিতায়
পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উন্নতিকেও
অবহেলা করেনি,
ভারতীয় সম্প্রদায়তন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ওটা
মস্ত বিশেষত্ব—
তা' যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে,
ব্যষ্টি-সমষ্টি নিয়ে,
তেমনি অন্তর্জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতেরও
উন্নতির দিক দিয়ে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে ;
তা'রা চায় বেঁচে থেকে বাড়তে—
আদর্শে, ঐক্যে, সহযোগিতায়,
শ্রমে, অর্জ্জনে, আদানে-প্রদানে,
সুপরিবেষণে, সুব্যবস্থায় সুষ্ঠু ক'রে,
সবটাকে নিয়ে, সব দিক দিয়ে—
ব্যষ্টিকে সার্থক ক'রে সমষ্টিতে,
সবটাকে সার্থক ক'রে আদর্শ-চলনে—
কৃষ্টির পথে,
আর, যা'-কিছু সব সার্থক ক'রে সত্তায়,
ভূমায়িত ক'রে এক—অদ্বিতীয়ে ;
রাষ্ট্র ছিল এরই একটা দাঁড়া বা মঞ্চ—
যা'র বৈশিষ্ট্যই ছিল
এই নীতি বা দর্শনকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়ে
সুব্যবস্থা ও সুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সুসঙ্গত ক'রে,

সহজ স্বতঃ-সহযোগিতায়
তা'র অনুক্রমণী সুপরিবেষণে
প্রত্যেককে তা'র নিজ বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী ক'রে,
বৈশিষ্ট্যমাফিক পরস্পরের পরিপোষণী হ'য়ে
কৃষ্টিচর্য্যায় অন্তর এবং বহির্জগতের সঙ্গতিসহকারে
উন্নতিতে অবাধ ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়, সম্পদে,
শিক্ষায়, শ্রমে, উপচয়ী উৎপাদনে,
অর্জ্জনে, সমৃদ্ধ প্রজননে—
সর্ব্বতোমুখী ক'রে ;
রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে
কা'রও থাকা লাগত না,
রাষ্ট্র ছিল গণসেবী শাসক,
আর, সমাজ ও রাষ্ট্রে তো দূরের কথা—
কোন সম্প্রদায়ের কোথাও
বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী সেবা
এতটুকু অবজ্ঞাত হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত,
লোকমত—সম্প্রদায়
সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন-সমৃদ্ধ হ'য়ে
শাসন ক'রত—নিয়ন্ত্রিত ক'রত—
ঐ মঞ্চাধিনায়কদিগকে—
যথাবিহিত যেখানে যেমন প্রয়োজন,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গায়ে যা'তে একটা
আঁচড়ও না লাগে
এমনতর সতর্ক চক্ষু ও ধী নিয়ে,
ছোটকে বড় করার অভিযানে—

জন্মে, কৃষ্টিতে, অর্জ্জনে,
শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, প্রতিভায়,
শ্রম ও সেবা-সৌকর্য্যে,
উপচয়ী উৎপাদনে,
যথাপ্রয়োজন সাম্য-পরিবেষণে ;
মূর্ত্ত আদর্শে
সক্রিয় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন যাঁ'রা—
যাঁ'দের চরিত্র-চলনে স্ফূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে থাকত
আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সেবা,—
হাতেকলমে, চিন্তাচলনে, বাস্তব প্রজ্ঞায়,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রসেবায় যাঁ'রা দক্ষ—
তাঁ'রাই তাঁ'দের গুণক্রমপর্য্যায়ে
পুরোধ্যাসীর আসনে
সব সময়েই
কার্য্যকরী চলনে আসীন থাকতেন,
যাঁ'দের চরিত্রে চরিত্রবান্ হ'য়ে উঠত গণসমূহ,
যাঁ'দের দীপন-চরিত্রে দীপ্ত হ'য়ে উঠত
প্রতিলোকচক্ষু—
আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
কেন্দ্রীয় মঞ্চে যেখানে যখনই
কোন যোগ্যতার অভাব হ'ত—
নিষ্ঠার অভাব হ'য়ে উঠত—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পুরোধ্যাসীর
আসন থেকে
স্বতঃ-অনুবর্ত্তিতায় তাঁ'দেরই কেউ
সেই স্থানকে পরিপূর্ণ ক'রতেন—
আরো দক্ষতার সাথে, তড়িৎ-সক্রিয়তায়—

যা'তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে,—
তীক্ষ্ণ-চক্ষু, সতর্ক-সন্ধিৎসা
হৃদয়ঢালা সক্রিয় সহযোগিতার সহিত
সেই আসনকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে;
পরবর্ত্তী যিনি
সঙ্গে-সঙ্গে
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রই হোক—
তা'রই পুরোধ্যাসী পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
অভিদীপ্তির সহিত তা'রই পরিচালনা ক'রতেন—
অসাধু উদ্যমকে তা'র পরিবেশেই
নিরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে—
পারস্পরিক লোকসংহতির
সুবিন্যাসী পরিশাসনে,
কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-পরতন্ত্রী ক'রে তোলাই ছিল
সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্রের কল্যাণ-উৎসৃজী স্বার্থ,
তাই, অসাধু যা'
প্রত্যক্ষভাবে তা' নিরোধ করা,
সুশাসনে বিন্যাস করা—
প্রত্যেকেরই মুখ্য স্বার্থ ব'লে বোধ ক'রত
প্রত্যেকে;—
ফলে, না ছিল ভয়—
ছিল না বিসম্বাদ—
ছিল না বিপাক বিধ্বস্তি—
ছিল না দারিদ্র্য,

অকালমৃত্যু, কুপ্রজনন,
কুৎসিত সমৃদ্ধি—
কদাচার-প্রবঞ্চনাক্লিষ্ট আততায়ী অনুধাবন—
কি অন্তরে—কি বাহিরে । ১৪৭০ ।
২৮।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২টা

চরিত্র তা'ই যা' চলনে
ফুটে ওঠে—
ও চারিয়ে যায় পরিবেশে । ১৪৭১ ।
২৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

পুরুষের মতন স্ত্রীর
কিংবা স্ত্রীর মতন পুরুষের
সমান অধিকারের পরিকল্পনা
আর্য্য-ভারতীয়দের কোনদিন
মনে উঠেছিল কিনা জানি না,
কারণ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিভিন্নত্ব—
তা'র জন্মগত, পরিবর্দ্ধনী বিশেষত্ব নিয়ে
মনীষিগণের প্রত্যয়ীভূত ছিল—
বাস্তব বিজ্ঞ দর্শনে ;
তাই, পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষ যেমন মহীয়ান্,
নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীও তেমনি
মহীয়সী—লোকশ্রদ্ধার্হা,
আর, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তি-প্রকৃতি
উভয়ের পরিপোষণী ও পরিপূরণী হ'য়ে—
যে পূত পরিণয় হ'ত—
তা'তে নারী ও পুরুষ মিলে
একটা পূর্ণাঙ্গ অবস্থিতি ব'লেই

ধারণা ক'রে নিতেন তাঁ'রা ;
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উভয়ে
উভয়ের পরিপূরণী ও পরিপোষণী
স্বতঃ-উৎফুল্ল উৎসারণায়
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, চলনে
চরিত্রে ফুটে উঠত তা' ;
তাই, নারী পুরুষকে ভাবত স্বামী—
অর্থাৎ, আমার অস্তিত্ব,
আর, পুরুষ মনে ক'রত
নারীকে তা'র স্ত্রী
অর্থাৎ, প্রবৃদ্ধিপোষণী সত্তা—
তা' সব দিক দিয়ে ;
এর পূর্ণ-সংস্থিতি কল্যাণ-প্রসারিণী হ'য়ে
একদিন সৎ ও সতী জলুসে
দুনিয়াকে দীপ্ত ক'রে তুলেছিল—
যা' হয়তো পরবর্ত্তী যুগে
অপপ্রসার-স্বরূপ এসে দাঁড়িয়েছিল
স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সতীদাহী পরিণামে—
মূঢ় জীবনহীন তাৎপর্য্য-অনুসরণে ;
এটা হ'ল কেন ?
দ্রষ্টাপুরুষ, প্রবীণ নিয়ন্তা—
যাঁ'রা সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যেতেন—
তাঁ'দের অভাব যতই অন্ধকারের মতন
ক্রমাগতই এগিয়ে আসতে লাগল—
অবজ্ঞাত হ'য়ে—অপরিপোষিত হ'য়ে,
—অনুৎসাহিত হ'য়ে,

ততই স্বার্থ-সন্ধিক্ষু বৃত্তি-স্বার্থান্ধদের
ছলভরা চলন-কৌশল
বিস্তার লাভ ক'রতে লাগল নিয়ন্তৃমঞ্চে ;
তখনও ব্যভিচার ছিল ঘৃণ্য,
পত্যন্তর ছিল অভাবনীয়—
প্রায়শ্চিত্তার্হ দুঃস্বপ্ন,
নারী নিজে ছিল তা'র বিধায়িত্রী—
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, কলায়—
গৃহস্থালী থেকে কূটচাতুর্য্যে পর্য্যন্ত,
বহু নারী এমনতর অদ্বিতীয় ছিলেন,
বহু যুগের তপস্যাও
তা'দের অনুকল্প সংঘটন ক'রতে পারে কিনা—
বাস্তব বিদ্যায়,—
তা' সন্দেহের । ১৪৭২ ।
২৮।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

বিবেচনা নিয়ে অভ্যাস—
তা'তেই জ্ঞানের অধ্যাস। ১৪৭৩ ।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৬-১৫

ব্যক্তি, ব্যাপার বা বিষয়কে
এমনতর উদ্বোধনার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা—
যা'তে স্বতঃ-উৎসারণায় তা'রা
তোমার উদ্দেশ্যপূরণী না হ'য়ে
থাকতে পারে না,
আর, এমনতর কুশল-কৌশলী কথাবার্ত্তা

বা ব্যবহারের পরিবেষণ
যা'র যেমন তীক্ষ্ণ আর ত্বরিত—
ধী ও কর্ম্মে সে তেমন চতুর। ১৪৭৪।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

প্রীতির নেশায় ভ্রান্তি কমে,
বৃত্তিরাগও তেমনি দমে। ১৪৭৫।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪০

বুঝ আছে প্রীতি নাই—
ভুল পেছু নেয় সর্ব্বদাই। ১৪৭৬।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

অনুরাগে করলে নাম
আপনিই আসে প্রাণায়াম। ১৪৭৭।
২৯।৫।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৯

জন্মে, কর্ম্মে, ধী'তে যাঁ'রা শ্রেয়—
তাঁ'দের প্রতি অচ্যুত অনুরাগে—
তা' যেমনই হোক না কেন,—
চরিত্র যদি তা'তে অনুরঞ্জিত হয়—
শ্রেয়কেই প্রসব করে। ১৪৭৮।
২৯।৫।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

যে-ব্যবস্থিতির অনুসরণে জন্ম, কর্ম্ম ও ধী
উচ্ছল সৌষ্ঠবে পুষ্টিলাভ ক'রে
বৈধানিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনে
এমনতর তীক্ষ্ণতর হ'য়ে ওঠে—

যা'তে সূক্ষ্মতম সংঘটনকেও
ধারণায় এনে
তা'র সার্থক সমাবেশে
প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,—
বেদদ্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে,—
সেই ব্যবস্থিতির সঙ্কলন যা'তে
তা-ই কিন্তু সংহিতা। ১৪৭৯।
২৯।৫।১৯৪৯, দুপুর ১২-১৫

আমি বলি, যদি চাও
কাম বা লোভকে উপভোগ কর,
লক্ষ্য রেখো, সেই উপভোগ যেন
সত্তা-পরিপোষক হয়—
জননে, জীবনে, মস্তিষ্কে,
স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী ক'রে। ১৪৮০।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-১৫

তোমার জীবন
জনে বিস্তার লাভ করুক,
জনস্বার্থ তোমার জীবনস্বার্থকে
উৎসারণশীল ক'রে তুলুক,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের প্রতীক হ'য়ে
প্রতি-ব্যষ্টিকে প্রতিটির মতন ক'রে
উদ্বর্দ্ধন-মুখর ক'রে তুলুক—
পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, পরিরক্ষণে;

সার্থক হোক তোমার জীবন,
সার্থক হোক তোমার বৃদ্ধি। ১৪৮১।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩৫

এমন কিছু ক'রো না যা'তে
তোমার নিজের বংশ-বৈশিষ্ট্যের
অপলাপ হয়—
আর অন্যেও নাকাঁড়া হ'য়ে
নিকেশ পায়;
তা'তে তোমারও সর্ব্বনাশ,
অন্যেরও সর্ব্বনাশ। ১৪৮২।
২৯।৫।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪০

চরিত্রহীন শিক্ষক
ছাত্রের জীবনের ভক্ষক। ১৪৮৩।
৩০।৫।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

গবেষণাশীলতার কতকগুলি
চরিত্রগত লক্ষণ আছে, যথা—
শ্রদ্ধাশীলতা, উন্মুখতা, অনুসন্ধিৎসা,
অনুশীলন-প্রবণতা,
প্রণিধানপরতা, নিরন্তরতা,
নিশ্চয়ী তৎপরতা,
উদ্দেশ্যানুধাবকতা, বিবেচনা-প্রবণতা,
সংযম, সুচরিত্র,
আর, শরীর ও মনের সমঞ্জস সুস্বাস্থ্য। ১৪৮৪।
৩১।৫।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৩

নিরন্তরতার সাথে
সন্ধিৎসু-দৃষ্টি না থাকলে
সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয় কম। ১৪৮৫।
১।৬।১৯৪৯, সকাল ৫-৪৫

যা' অর্জ্জন ক'রবে—
বৈশিষ্ট্যানুগ হ'য়ে
সত্তাকে যদি তা' স্পর্শ করে
সার্থক-সত্ত্ব হ'য়ে—
তপঃ-উৎসারণায়,—
তা' সাধারণতঃই সত্তায়
সত্ত্ব লাভ ক'রে থাকে,
আরও তা' তেমনতরই
জননে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ—
বৈশিষ্ট্যের
সংগঠনী দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে,
উৎকর্ষেও চলে তেমনি,
আর, এর বিরুদ্ধ চলনে
অপকর্ষ হ'য়ে ওঠে
অনিবার্য্য। ১৪৮৬।
১।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

শ্রেষ্ঠই হোক, প্রিয়ই হোক
আর বান্ধব, স্বজনই হোক না কেন—
তা'র বিষয়ে যখন
দোষ দেখার প্রবৃত্তি
উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তোমার—

আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষুতায়
বা কা'রও সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে,
অথচ ওর কারণ নিরূপণ ক'রবার
প্রবৃত্তি নিতান্তই মন্দ,—
নিরাকরণ-প্রবৃত্তি তাচ্ছিল্য-তৎপর,—
ঐ শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, বান্ধব বা স্বজনের সংসর্গে
তোমার সুফল আশা কম—
তা' যত শ্রেয়ই হোক না ;
সেখান হ'তে একটু দূরে থেকে
সংশ্রব রাখাই তোমার পক্ষে ভাল
যদি ভালই চাও—
যতদিন না ঐ দোষদৃষ্টি
অর্থ নিয়ে নিরাকৃত হ'চ্ছে তোমাতে,
যদিও তুমি প্রেয় যা'র—তা'র পক্ষে
এটা দুর্ব্বহও হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, তা'র সঙ্গে
তা'কে নন্দিত রাখার
সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে চলাও কিন্তু
তোমার পক্ষে মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। ১৪৮৭।
১।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৩০

প্রত্যেক বস্তু, ব্যাপার বা বিষয়
যে অন্তর্নিহিত মরকোচ নিয়ে
বা জীবন-প্রেরণা নিয়ে
সঞ্চালিত, প্রগতিপন্ন—
সেই মরকোচই হ'চ্ছে তা'র তত্ত্ব। ১৪৮৮।
২।৬।১৯৪৯, বেলা ১১-৩০

নিজের চরিত্র-ব্যবহারে
মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে তুলতে হয়,
আর, যে যেমনতর্র আকৃষ্ট,—
তা'কে তেমনতর ক'রেই সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
ক্রমোৎসারী চলনে,
তা'তে সেও বুঝতে পারে,
নিজের্ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ১৪৮৯ ।
৩৷৬৷১৯৪৯, সকাল ৭-৫০

ঈশ্বর তোমাদিগকে
ভালবাসার অভিধ্যানেই সৃষ্টি ক'রেছেন,
ভালবাসা তোমাদের অন্তরে
জন্মগতভাবেই অন্তর্নিহিত ;
যে-ই হোক না কেন
আর যা'-ই হোক না কেন—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনের অন্তরায়ী যা'
তা'র নিরোধ ক'রে
ভালবাসায় অঢেল ক'রে দাও তা'কে,
আচারে, ব্যবহারে, সেবায়,
সাহচর্য্যে, চাউনিতে,
কথায়, হাসিতে,
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক তোমার ভালবাসা,
সেই বিচ্ছুরণে
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই—
আকৃষ্ট হ'য়ে উঠুক তোমাতে অচ্যুতভাবে,
আর, সেই আকৃষ্ট হৃদয়গুলি
তাঁ'র আকর্ষণে

উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক
তোমার ভিতর-দিয়ে,
জলুস স্মিত-জ্বলনে সবাইকে
দীপক ক'রে তুলুক,
তুমি বিভোর হ'য়ে থাক তাঁ'তে,
বিধৃত হোক সবাই—তোমাতে। ১৪৯০।
৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮টা

যে-কর্ম্ম বা কর্ম্মফল
নিজের অবস্থান ও পরিস্থিতির ভিতর
অসহযোগ সৃষ্টি ক'রে
ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতাকে উপস্থাপিত করে
তা' কিন্তু বিপাক ও বিনাশের আমন্ত্রক
প্রায়শঃই,
তাই, সহযোগ ও শৃঙ্খলায় লক্ষ্য রেখে
যত পার তা'কে
সু-এ বিন্যস্ত ক'রে চ'লতে
ত্রুটি ক'রো না। ১৪৯১।
৫।৬।১৯৪৯, বেলা ১১-১০

লোকলিপ্সা ঘুচলো যত
স্থবিরত্বে ঢুকলি তত। ১৪৯২।
৫।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৭-৩০

প্রবৃত্তির চাহিদা
পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আপূরণী প্রতীক্ষায় সঞ্চরণশীল হ'য়ে
আদানে-প্রদানে

সংঘাত ও স্বস্তির ভিতর-দিয়ে
পরিকল্পনা-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পাওয়া না-পাওয়ার ফাটলের ভিতর-দিয়ে,
সেগুলি যা'র সক্রিয়তার সহিত
যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশে চ'লতে থাকে
একটা উদগ্র ক্ষুধা নিয়ে—
জীবন তা'র বিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্তিলাভ ক'রতে থাকে তেমনতর ;
যেমনতর আবেগ নিয়ে
যে চলন্ত-হ'য়ে চ'লে—
তেমনি ক'রেই তা'র চাহিদার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তনও চ'লতে থাকে সক্রিয় চলনে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রতে-ক'রতে—
উপযোগী বৈধানিক সঙ্গতি নিয়ে ;
এমনি ক'রেই ব্যক্তিই হোক
আর দুনিয়াই হোক,—
উত্থানেই হোক আর পতনেই হোক,—
বিবর্ত্তনে চ'লতে থাকে ;—
আর্য্যকৃষ্টি এই বিবর্ত্তনের
একটা প্রাজ্ঞ সুপরিকল্পিত পথ—
উত্থানে—অনন্ত চলনে। ১৪৯৩।
৬।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৪৫

তুমি আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হ'য়ে
নিয়ম গ্রহণ ক'রে

নিয়মিতভাবে নাম জপ কর—
তা'র সার্থক চিন্তা নিয়ে,
চিন্তা ক'রতে থাক আজ্ঞাচক্রে—
তোমার মস্তিষ্কের পাদদেশে,
সে-নাম বীজমন্ত্র হ'লে ভাল হয়,
আর, সৎনাম হ'লে আরও ভাল হয় ;
সৎনাম মানেই হ'চ্ছে—
যে-শব্দ নিয়ে সত্ত্বকে
আলোড়িত ক'রতে থাকলে
অর্থাৎ, জপ ক'রতে থাকলে—
তা'র অর্থচিন্তা-সহ
সেই শব্দের অনুপ্রসূ
এমনতর কম্পন সৃষ্টি করে—
বৈধানিক সংস্থিতির সহিত মনে,—
যা'তে অন্তর্নিহিত জীবন-কম্পনকে
ক্রমপদবিক্ষেপে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
তা'র কোষগুলি একটা
উদাত্ত সক্রিয়তায় চ'লতে থাকে—
প্রভূত জীবন-সম্বেগে ;
এই নাম জপ ক'রতে থাক,
সাথে-সাথে গুরু বা ইষ্টতে
সক্রিয় সেবা-সম্বেগ নিয়ে
অনুরাগ যা'তে বাড়ে
এমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে
চিন্তা ও চরিত্রচর্য্যা ক'রতে থাক—
উপযুক্ত জীবনবৃদ্ধিদ শরীরচর্য্যারি সাথে ;

তা'তে তোমার মানসিক ও শারীরিক সংস্থিতিও
ক্রমশঃ কেন্দ্রায়িত হ'তে থাকবে,
আর, বিন্যস্ত হ'তে থাকবে সার্থক সমন্বয়ে—
ইষ্টানুগ আত্মবিশ্লেষণ
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ;
মনে রেখো ঠিকভাবে—
এই অনুরাগ যেন অচ্যুতভাবে
সক্রিয়তায় জেগেই থাকে তোমাতে,
এইভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'লে
তোমার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তন
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে—
চিৎকণিকার সংস্থিতি নিয়ে
বাস্তব হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, অনুভূতিগুলিও বিচ্ছিন্ন
ও বিকৃত চলনে চ'লতে থাকবে ;
আবার, এই আবেগ
যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে
আকৃষ্ট অনুরাগে—
প্রাণায়াম ততই স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
এমনি ক'রতে-ক'রতে তোমার মস্তিষ্কের
কোষগুলির মর্ম্মস্থল উল্লসিত ক'রে
ক্রমশঃ শব্দের আবির্ভাব হ'তে থাকবে—
তপস্যার তপঃ-প্রভাবে,
সেই শব্দে নিবিড়ভাবে
তোমার মনকে লাগিয়ে
দক্ষিণবাহিনী যে-শব্দ—
তা'কে অনুসরণ ক'রতে থাক—

তা'র ক্রম-আবির্ভাবকে,স্তরে-স্তরে ;
কিন্তু এর সাথে আরও যেন মনে থাকে,
তোমার চিন্তা ও চলনকে
এমন ক'রে অন্বিত ক'রে তুলতে হবে—
যা'তে ভাবা, বলা ও করার ভিতর
একটা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য থাকে,—
চরিত্রকে উৎকর্ষী চলনে চালু রেখে—
গুরু বা ইষ্টকে বাহ্যতঃ
ও আন্তরিকতায় কেন্দ্র ক'রে এমনতরভাবে—
যেন তোমার ভিতর তিনি
তাঁ'র মত ক'রে ভাবছেন, ব'লছেন,
চ'লছেন, ক'রছেন,
তোমার চিন্তা, চলন, করণ—
তাঁ'র প্রতি অনুরাগোচ্ছল
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবাপ্রাণতার প্রতিক্রিয়া-মাত্র ;
তুমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী ;
এর ভিতর-দিয়েই
একটা সুষ্ঠু সংশ্রয়ে
বৈধানিক সুষ্ঠু উদ্‌গম
ক্রমিকতায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
বাস্তব পরিণতি লাভ ক'রতে থাকে
অর্থাৎ, মেধার উদ্‌গম হ'তে থাকে ;
আর, এই শব্দ অনুসরণের সময় মনে ভেবো—
তোমার ইষ্টের শব্দায়িত মূর্ত্তিকেই অনুসরণ ক'রছ—
একটা অনুসন্ধানী আবেগ নিয়ে ;
এমনি ক'রতে ক'রতে তোমার অন্তর্নিহিত
মস্তিষ্ক ও তদনুপাতিক শারীরিক কোষগুলি

এমনতর সম্বন্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—
যা'তে তুমি
সূক্ষ্মতম সাড়া ও ধৃতি
যা'-কিছু তোমার ভিতর আবির্ভূত হয়—
তা' বোধ ক'রতে পারবে,
বুঝতে পারবে এবং ধ'রতে পারবে,
আর, আবির্ভূত হবে অনেক মরকোচ
যা' হ'তে তোমার প্রত্যয় ও প্রণিধান
সুষ্ঠু ও সম্বুদ্ধ হ'য়ে ক্রমপর্য্যায়ে
উন্নত হ'তে থাকবে,
আর, এরই ভিতর-দিয়ে আসবে দর্শন,
আসবে সমাধি, আসবে প্রজ্ঞা ;
আর, তা'রই আরতির ভিতর-দিয়ে
ফুটে উঠবে তোমার চেতন-সমুত্থান,
পাবে তৃপ্তি, পাবে শান্তি,
পাবে কৈবল্যের কলস্রোতা মুক্ত অভিযান । ১৪৯৪ ।
৭।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৫০

বচন, ব্যবহার ও রকম
অন্তরেরই অনুমাপন । ১৪৯৫ ।
৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৭টা

তুমি যত বড় বা ছোট'র
আওতায় থাক না কেন,—
সেই রক্ষণাবেক্ষণে যতই
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হও না কেন,—
স্বার্থসন্ধিক্ষু আত্মশ্লাঘী, হাম্‌বড়ায়ী
হীনম্মন্যতা নিহিত থাকলে তোমাতে,—

তা' যখন যেমনরূপেই চলুক না,—
আশ্রয়দাতা যে তোমার
তা'তে সশ্রদ্ধ সেবাস্বার্থী কমই তুমি,
দোষদৃষ্টি, নিন্দক-দুর্ব্বাক্য ও অকৃতজ্ঞতা
প্রতিপদক্ষেপেই তোমাকে অনুসরণ করে,
বিবেকের আসনে তা'রাই তোমার
পরম উপদেষ্টা,
শ্রদ্ধাবনত হওয়া তোমার পক্ষে
একটা দিগ্দারী মাত্র,
বিপাক ও বিধ্বস্তির উত্তেজনা
কি তোমাকে ছাড়তে পারে ? ১৪৯৬ ।
৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৭-২৫

অনুতাপের পথেও যদি কেউ
আত্মসমর্থনী অনুশোচনার
অভিব্যক্তি নিয়ে চলে—
বুঝতে হবে, সে-অনুতাপ
তা'র অন্তস্তল ভেদ ক'রে
বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্যের পরিপোষণে
উদ্গত হ'য়ে উঠেনি,
ওটা তখনও তা'র
বাহ্যিক সংঘাতকে এড়িয়ে চলার
বাহানা-মাত্র । ১৪৯৭ ।
৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

যখন যেটা ক'রবে
তা' সম্যকভাবে ক'রবে,

যথাবিহিত সরঞ্জাম নিয়ে—
প্রস্তুত হ'য়ে,
বিষয়ান্তর যেন তোমাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রতে না পারে ;
এমনি করাটাই কিন্তু যোগবাহী,
আর, সুকৌশল তা'র সাথিয়া । ১৪৯৮ ।
৮।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

তুমি যতই মনে কর
প্রবৃত্তি তোমার আওতায় এসেছে,
আর, যতই বল না কেন তা',—
তোমার প্রবৃত্তিসঞ্জাত, স্বার্থসন্ধিক্ষু,
হামবড়ায়ী হীনম্মন্য অহং
সংঘাত পেয়ে কী রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—
তা-ই দেখে তুমি টের পাবে—
তোমার প্রবৃত্তির উপর তোমার আধিপত্য
কতখানি বিস্তার লাভ ক'রেছে—
আর, সেই হ'চ্ছে তা'র বাস্তব পরখ ;
যদি নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চাও নিজেকে—
ঐ পরখটাকে বাতিল ক'রে তা' হবে না কিন্তু,
চাও তো বুঝে দেখ—
আর বুঝে চল তেমনি । ১৪৯৯ ।
৮।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৩০

হুল নাই এমনতর মাছিই
সাধারণতঃ বীজাণুবাহী বেশী,
ব্যাধিকে তা'রাই লোকজীবনে

পরিবেষণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ,
যা'দের হুল আছে—তা'র সদ্ব্যবহার
তা'রা ক'রে থাকে সাধারণতঃ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়-নিরোধে ;
তাই, বীজাণুবাহী হওয়ার চাইতে
হুলওয়ালা হওয়া বরং ভাল—
যদি সে-হুল ব্যবহৃত হয়—
সপারিপার্শ্বিক সত্তাহননী যা'-কিছু
তা'র নিরাকরণে ;
শুনেছি—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছিলেন
একটা সাপের উপলক্ষে—
"হিংসা ক'রতেই যেন নিষেধ ক'রেছি,
তাই ব'লে ফোঁস্ ক'রতেও কি নিষেধ ক'রেছি—
জীবন-সংশয় ক'রে তোলে যা'রা
তা'দের দিকে ?" ১৫০০ ।
৯।৬।১৯৪৯, দুপুর ১২-২৫

যত থাকবে অটুট টানে
বলও পাবে তেমনি প্রাণে। ১৫০১ ।
১০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

রকম-সকম হাল
দেখে হবি ওয়াকিবহাল। ১৫০২ ।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩০

মানুষ যা' ব্যবহার ক'রে উপকৃত হয়—
অথচ তা'র সৌষ্ঠব ও সুস্থির উপর
নজর রাখে না—

খিদ্‌মৎ করে না তা'র,—
অচিরেই সে বঞ্চিত হয় তা' হ'তে। ১৫০৩।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৩৫

যে-স্ত্রী স্বামীর স্বার্থের দিকে নজর রেখে
তা'কে উপচয়ী পরিচর্য্যা করে না,
সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার আবেগ
যা'র মরা নদীর মত,
স্বামীর যা'-কিছু নিজের ব'লে
মনে করা দূরের কথা—
আচারে, ব্যবহারে, বচনে, সেবায়
তা'কে দলিত ক'রে
বা তা'র প্রতি কুব্যবহার ক'রে
নিকেশ ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না,
নিজের প্রয়োজন-পূরণ, চাহিদা ও প্রাপ্তি
যতই উদ্দাম হ'য়ে চলুক না কেন—
তা' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে করে,
আত্মসমর্থনে স্বামীর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
লহমায় পদদলিত ক'রতে
একটু বেদনাও বোধ হয় না,
হীনম্মন্য হামবড়াইকে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ক'রে চলাটাকেই
যে বড়লোকী-চলন ব'লে মনে করে,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে না স্বামীর সব-কিছু পরিপালনে,
সহ্য, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও অবনতির
স্পৃহা ও চেষ্টা

ছানি-পড়া চোখের মতন
সন্তর্পিত চলনে বে-সামাল হ'য়ে চলে,
কাম-উপভোগকেই মনে করে আত্মদান—
আর তা'র বিনিময়েই তা'র
প্রয়োজন-পূরণের দাসখতী দাবী—
যদিও ঐ উপভোগ উভয়েরই,—
সহজ কথায়, সে পত্নী নয়কো,
পালিনী নয়কো,
বরং রক্ষিতা—পরাঙ্গভুক্ পরগাছা । ১৫০৪ ।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫০

প্রত্যক্ষভাবেই হোক
আর পরোক্ষভাবেই হোক,—
আলস্য ও অযোগ্যতাকে
যা' ইন্ধন জোগায় তাই-ই দুর্নীতি,—
যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে শোষণ ক'রে
দুঃস্থ ক'রে তোলে । ১৫০৫ ।
১১।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৪৫

তুমি যা'র প্রতি যেমন অবিবেচক হবে—
তা'র বিবেচনাও তোমার প্রতি
তেমনি অন্ধ ও বধির হ'য়ে চ'লবে কিন্তু,
তাই, সাধ্যমত কা'রও প্রতি
অবিবেচনা ক'রো না,
অবিবেচনার লাঞ্ছনা হ'তে
অনেকখানি এড়িয়ে থাকতে পারবে ;
তুমি ধর্ম্মনেতাই হও,—

রাষ্ট্রনেতাই হও,—
কূটনীতিজ্ঞই হও—
বা যে-কোন নীতির নৈতিকতা নিয়ে
তুমি চলন্ত থাক না কেন,—
তোমার বাক্-চাতুর্য্য, ব্যবহার-চাতুর্য্য,
রকম-সকম যদি মানুষের কাছে
নির্ব্বিরোধ, মনোমুগ্ধকর,
সজাগ হৃৎ-জয়ী না হ'য়ে
খোঁচামারা, বিরক্তিকর, মূঢ়,
ন্যক্কারজনক হয়,—
যতই তুমি দক্ষ হও না—
কুশল কর্ম্মতান্ত্রিকতার মতবাদ নিয়ে
যতই নীতিকথার অবতারণা কর না কেন,—
অকৃতকার্য্যতা লেলিহান দৃষ্টিতে
তোমাকে অনুসরণ ক'রবেই কি ক'রবে,
অন্তরে তোমার লোকলিপ্সা
যতই থাকুক না কেন—
তুমি লোকসহবাসের উপযুক্ততা
তখনও লাভ করনি,
যতই তুমি সাধু-উদ্দেশ্য-তৎপর হও না কেন,—
লোকরঞ্জনায় সফল-উদ্দেশ্য হওয়া
তোমার পক্ষে দুষ্কর ;
তাই, যদি সুফলে সফলই হ'তে চাও—
দৃঢ়হস্তে ঐ কদভ্যাসগুলি সংযত ক'রে
সুবিন্যস্ত ক'রে তোল,
তোমার বাক্, ব্যবহার, রকমকে
এমনতর জীবনীয় ও চলন্ত ক'রে তোল—

যা'তে তোমার লোকলিপ্সা মুগ্ধ-তাৎপর্য্যে
মুগ্ধ ক'রে তোলে তোমার পরিবেশকে—
তোমার সংসর্গে ;
নয়তো, তোমার সরল আপ্রাণতা
অন্ধ বা বধিরের মতন হাতড়ে-হাতড়ে
হয়রাণে অবশ হ'য়ে প'ড়বে ;
বলছি আমি—তুমি পারবে না,
তোমাকেও বঞ্চিত ক'রবে,
আর, যা'র জন্য যা'-কিছু ক'রছ—
তা'কেও বঞ্চিত ক'রবে,
আরও বঞ্চিত হবে তোমার পরিবেশ—
হতাশ, সংক্ষুব্ধ বিক্ষোভে । ১৫০৬ ।
১৩।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-২০

প্রীতি যেখানে প্রভুত্ব করে—
কুৎসা, দোষদর্শিতা ও কুবাক্য-প্রয়োগপ্রবৃত্তি
সেখানে মুহ্যমান ও অবসন্ন হ'য়েই থাকে । ১৫০৭ ।
১৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-১৫

শ্রদ্ধা যেখানে নাই,—
সন্ধিৎসা সেখানে অন্ধ,
ধারণাও অপরিশুদ্ধ সেখানে—
ভ্রান্তি-আদৃত,
অবজ্ঞা ও অজ্ঞতাই সেখানে শাসক ও বিচারক । ১৫০৮ ।
১৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-২০

কুৎসিত চরিত্র
হামবড়ায়ী মূর্খতার আসনে অধিষ্ঠিত। ১৫০৯।
১৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ মন স্বভাবতঃই
যেমন উচ্ছৃঙ্খল,—
বিশৃঙ্খলও তেমনি,
অলীক কল্পনা তা'র কাছে বাস্তব ধারণা,
তা'র দৃষ্টি ও চিন্তা-ভঙ্গীও তদনুকূল,
দাম্ভিক শ্রদ্ধাহীনতা তা'র চরিত্রগত লক্ষণ,
আত্মম্ভরী নারকীয় অনুবৃত্তি জীবনে তা'র
পর্য্যায়ী প্রতিক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে,
এই দেখে বুঝে নিও,—
ব্যভিচার কতখানি কা'র অন্তরে
শিকড় গেড়ে চ'লেছে ;
এ-হ'তে রেহাইয়ের একমাত্র পথ—
অচ্যুত, একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধোজ্জ্বল সেবা-ব্যাপৃতি,
প্রীতিমুখর বচন, ব্যবহার ও রকম—
বাস্তব চলনে। ১৫১০।
১৪।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-১০

তুমি উদ্গত হ'য়েছ সেই পূর্ণ থেকে—
সেই অখণ্ড থেকে ;
পূর্ণ তা'কেই বলে—যা'—
তা'র যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে থাকে বা আছেই ;
তুমিও তোমার যা'-কিছু নিয়ে অখণ্ড,—পূর্ণ,
কারণ, প্রকৃতি-পরিমাপনার ভিতর-দিয়ে

তুমি তাঁ'রই উদ্গমন,
আর, তোমার যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ী সার্থকতায় বর্দ্ধিত হওয়াই তোমার **স্বভাব** ;
তোমার প্রতিপ্রত্যেকটি পরিবেশও
তা'র রকমে পূর্ণ—অখণ্ড,
প্রত্যেকে যেমন তা'র যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ে সার্থক হ'য়ে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়,
স্বভাবতঃ তুমিও তা'ই—
পূরণে—পোষণে—রক্ষণে,
বিস্তারে—বর্দ্ধনে—সমঞ্জসা সেবায় ;
এই অখণ্ডের চাহিদা তোমার বৈশিষ্ট্য,
তা-ই তুমি চাও—
নিজের অখণ্ডত্ব নিয়ে
সেই এক অখণ্ডের উপাসনার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের প্রত্যেকটিকে অখণ্ড রেখে
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ইত্যাদির
ভূমায়িত অখণ্ডতা ;
এই অখণ্ডত্বের বিপরীত যা'
তা-ই তোমার জীবনের ব্যাপ্তির ও বৃদ্ধির ক্ষয়কারী,—
আর, তা-ই পাপ তোমার কাছে। ১৫১১ ।
১৫।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৩০

একজন প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী স্বার্থসন্ধিক্ষু মানুষ
তোমার কথা কেমন ক'রে নিয়ে,
উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তোমার আদর্শে—
তা'তে লক্ষ্য রেখে
তুমি তোমার কথা ও ব্যবহারকে

যেমনতর নিয়োগ ক'রতে পারবে—
আর সে নিয়োগ যেমনতর,
যত স্বল্প সময়ে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে—সুষ্ঠুভাবে—
একটা বাস্তব সক্রিয়তা নিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণ—
তুমি কেমন চতুর। ১৫১২।
১৬।৬।১৯৪৯, বেলা ১১-৪০

যা'রা প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী, আত্মম্ভরী,
হীনম্মন্যতায় অভিভূত—
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমর্থন-প্রবণ,
নিজের নির্দ্দোষিতাকে প্রতিপন্ন ক'রতে
মুখর চালবাজীতে একটুও পেছ-পা' নয়,
আর, তা'র সমর্থনে যে কী ক'রতে পারে
বা না পারে তা' ভাবাই কঠিন,
অন্যকে দোষী ক'রতে আবার তেমনি
নিষ্ঠুরভাবে যা'-কিছুর অবতারণা ক'রতে পারে,
তা'রা কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে অনুতাপ করে—
তা'ও প্রহসন-মাত্র,
অন্তরেই হোক বা বাইরেই হোক—
নিজের অন্যায় স্বীকার করা
ঘোর অপমানসূচক ও হাস্যোদ্দীপক
ব'লেই তা'রা মনে করে,
বিকৃত ধারণাকে বিকৃত যুক্তি দিয়ে
সমর্থন ক'রে

সরাসরি সাফল্য অর্জ্জন করার স্পৃহা তা'দের
অঢেল,—
আর, এইগুলিই সাক্ষ্য দেয়—
তা'দের অন্তর্নিহিত ব্যভিচার কত গভীর। ১৫১৩।
১৬।৬।১৯৪৯, দুপুর ১-১৫

যা' ক'রবে তা' নিবিষ্টমনেই ক'রো—
সব খুঁটিনাটিগুলিতে অবহিত হ'য়ে—যথাযথ,
যা'তে বিহিতভাবে সমবেত ক'রে
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে
বাস্তব পরিণয়নে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার;
আরও যা'-কিছু ক'রছ
তা'র প্রারম্ভ থেকেই জেনো—
এমনতর কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ঐগুলির সমন্বিত সহযোগে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে হ'বে
যা'তে তা'রা ইষ্টার্থ বা আদর্শের
অনুপূরক হ'য়ে ওঠে;—
তবেই তোমার কৃতকার্য্যতা
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সুন্দরে—শিবে—সত্যে। ১৫১৪।
১৬।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৫৫

কোন নীতি প্রণয়ন ক'রতে হ'লে
সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে—বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণে,

লক্ষ্য রাখতে হবে কৃষ্টিতে অর্থাৎ ধর্ম্মে—
যা' মানুষের বাঁচা-বাড়াকে ধ'রে রাখে—
সমুন্নত চলনে,
লক্ষ্য রাখতে হবে ঐক্যে—
কৃষ্টি বা আদর্শানুগ সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে ;
অন্ততঃ এ তিনটেকে যে-নীতি
সামঞ্জস্যে সমুন্নতিতে
চলন্ত ক'রে তুলতে পারে
তা'কেই গ্রহণ করা যেতে পারে ;
আর, নিরোধ ক'রতে হবে
এর পরিপন্থী যা' তা'কে—
যেমনটি—তেমনটি ক'রে ;
এই হ'ল নীতি প্রণয়নের
মোক্তা মাপকাঠি। ১৫১৫।
১৮।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৪৯

প্রত্যাশারহিত প্রীতিসম্বেগে
দরদী হস্তে মানুষকে দাও—
যেমন পার,
এই অনুকম্পী দানই
জীবন্ত হ'য়ে তোমার দৈন্যকে
দণ্ডিত ক'রতে কার্পণ্য ক'রবে না। ১৫১৬।
২১।৬।১৯৪৯, বিকাল ৫-৫০

আমি বলি—
তুমি যদি তোমার যথাসর্ব্বস্বও

ঈশ্বরে বা ইষ্টে
একটা অবশ, উন্মাদনী শিথিল আগ্রহে
দানও ক'রে দাও,—
অথচ তুমি যদি তদর্থ-প্রতিষ্ঠায়
উদ্দীপিত অনুরাগে
সক্রিয়ভাবে
দক্ষ কূট কৌশলী সম্বেগে
কৃতীই হ'য়ে উঠতে না পার,—
কিংবা তৃষ্ণা-অপরামৃষ্ট হ'য়ে
একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হৃদয় নিয়ে
থাকতে না পার,—
আর, যা'র জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেও তৃপ্ত তুমি,
তোমার চরিত্রে তিনি যদি
সর্ব্বতোভাবে প্রাঞ্জল হ'য়ে না ওঠেন,
তোমার ও-ত্যাগ বা ও-দান মঞ্জুর হবে না কিন্তু,
সার্থকতার দীপন-মাল্যে তুমি
বিভূষিত হ'য়ে উঠবে না ;
কর,—যদি দিয়ে সুখী হও, দাও,—
হও—আর প্রাপ্তি তোমাকে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক—পরমার্থে। ১৫১৭ ।
২৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৩০

যা'তে যে-অনুরাগ তোমাকে
সর্ব্বহারা ক'রেও তৃপ্ত
ও সুখী ক'রে তুলেছে—
সেই অনুরাগ যদি তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
দক্ষ, কূটকৌশলী, কৃতী ক'রে

না তোলে তোমাকে,—
ধ'রে নিতে পার
সেটা তোমার অন্তর-উপচান, অভিধ্যানী,
প্রাঞ্জল অভিসার নয়কো—তখনও,
সে-অভিসার সার্থক হ'য়ে উঠছে না
সত্যে—শিবে—সুন্দরে,
জীবনকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলছে না—
চলনে, চরিত্রে, সক্রিয় সমঞ্জসা সম্বোধনায়। ১৫১৮।
২৩।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

বাস্তব নিয়ন্ত্রণে অর্থকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে—তা' নিয়োজিত ক'রছ যা'তে
তা'র সক্রিয় সম্বর্দ্ধনার সহিত
নিজে উপচয়ে চলন্ত হ'য়ে,
পরিস্থিতিকেও পরিপোষণে
উন্নতি-সমাবেশী ক'রে
আরোতে চলন্ত হ'য়ে চলে—
এমনতর কুশল-প্রয়োগই
অর্থনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ১৫১৯।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৫

স্থিতির সংস্থিতি সঙ্কর্ষিত হয়
তেমনতরই সম্বর্দ্ধনায়—
পরিস্থিতির স্থিতি ও সঙ্কর্ষণ
যেমন উজ্জ্বল ও উৎকর্ষণী;
কারণ, স্থিতি সম্বর্দ্ধনী-খোরাক পেয়ে থাকে

তা'র পরিস্থিতির প্রতি-সংস্থিতির
উৎকর্ষী উৎক্রমণ থেকেই—প্রয়োজনমত। ১৫২০ ।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

পোষণ-পরিভূতিকে অবজ্ঞা ক'রে
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্ররোচনায়
শোষণ-তৎপরতা যেখানে যেমন নিষ্ঠুর,—
আদান-প্রদানের সমবেদন-সাহচর্য্য
যেখানে স্থবির বা মন্থর যেমন,—
আত্মঘাতী শোষণ-পৈশাচিকতা
লোলুপ লেলিহান ঔৎসুক্যে
সর্ব্বনাশে প্ররোচিত ক'রতে
অকুণ্ঠিত চলনে
ব্যস্ত পায়ে চ'লতে থাকে—
নিজেকে বলি দিয়ে পৈশাচিকতার পায়ে। ১৫২১ ।
২৪।৬।১৯৪৯, সকাল ১০টা

মুদ্রা মানেই হ'চ্ছে—
উৎপাদনী শ্রমের মুদ্রিত অভিজ্ঞান
যা'র বিনিময়ে তদনুপাতিক
পাওয়া যেতে পারে—
তা'ই সে অর্থ। ১৫২২ ।
২৫।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

না-জেনে বিজ্ঞতার আসনে ব'সে,
সেই ভড়ং-এ অজ্ঞ যদি
তা'র অজ্ঞতার বিজ্ঞে জবরদস্তি চালায়,—
তা' স্বতঃই সত্তার পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে,

বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে সত্তার,
ব্যত্যয়ের পথে ধারণাকে
গলাধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায়,
ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশ
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে । ১৫২৩ ।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ৯টা

তোমার জ্ঞান, বিজ্ঞান,
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ
যদি কোথাও সমাবিষ্ট হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ না ক'রল,
বা কোন মূর্ত্তিতে সার্থক হ'য়ে না উঠল
প্রীতি-উৎসারণায়,—
তুমি স্বষ্ঠুত্বের প্রসাদ থেকে
দূরেই থাকলে । ১৫২৪ ।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

অন্তরে মানুষ কেমন—
কোন্ বৃত্তি আধিপত্য ক'রছে
তা' বুঝতে হ'লেই দেখে নিও
অসতর্ক মুহূর্ত্তে বা উত্তেজনা-পরবশ হ'য়ে—
কামে, ক্রোধে, লোভে,
মদে, মোহে, মাৎসর্য্যে
কী ক'রছে, ব'লছে বা কেমন চ'লছে—
তার থেকে বোঝা যাবে তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি,
বুঝে চ'লো,
আবার, ঐ উত্তেজনার আবেষ্টনে চ'লেও

যা'র ধী, চলন, বলন সৌজন্যশাসিত
ও স্বস্তি ও সম্বৰ্দ্ধনা-উদ্দীপী—
সে যেই হোক আর যেমনই হোক
তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি সৎ ;
এই যে সৎ—এটা মন্থরবীর্য্যও হ'তে পারে—
সবিচ্ছেদও হ'তে পারে—
তীক্ষ্ণবীর্য্যও হ'তে পারে ;
এটা আবার নিরূপিত হয়—
সময়, বাক্য ও ক্রিয়ার সংহতি
যা'র যেমনতর সক্রিয়—তদনুপাতিক
রকম ও ধাতুর বিন্যাসে ;
আবার, বাহ্যতঃ কটুভাষী হ'য়েও
কেউ যদি সৎকৰ্ম্মা,
সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও লোকহিতী হয়—
সেখানে বুঝতে হবে অন্তর তা'র সৎ। ১৫২৫।
২৬।৬।১৯৪৯, সকাল ১০-১৫

সামান্য বিষয়েও যে যেমন বিশ্বস্ত
বৃহত্তরেও সে তেমনি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ—
যদি না সে প্রবৃত্তি-অভিভূত
হীনম্মন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৫২৬।
২৬।৬।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

প্রীতি তখনও প্রকৃত হ'য়ে ওঠেনি তোমার—
যতক্ষণ প্রিয়-স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা
তোমারই নিজের হ'য়ে না উঠছে,
আর, সেবাসম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি—

সক্রিয় পরিচর্য্যায় স্বতঃ হ'য়ে,
প্রীণন-পরিকল্পনা অলস,—
সক্রিয় হ'য়ে ওঠেনি বাস্তবে—
পুষ্টি দিতে তা'র,—
তৃপ্তি দিয়ে,—সম্বর্দ্ধনায়
অধীশ্বর ক'রে তুলতে তা'কে—
আর, ঐ উপভোগের আত্মপ্রসাদে
ভরপুর ক'রে তুলতে নিজেকে। ১৫২৭।
২৬।৬।১৯৪৯, বিকাল ৩-৪৫

মমতা যখন আপন ক'রে নেয়—নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহে,—
তখন ঐ মমতার পাত্রটি হ'য়ে পড়ে স্বার্থ,
চাহিদা, চলন, চিন্তা হ'য়ে ওঠে
কেন্দ্রায়িত তা'তেই,
প্রীতি-সংবর্দ্ধন উদগ্র সক্রিয়তায়
সেবাচর্য্যায় ব্যস্ত পায়ে চ'লতে থাকে
কুশল-কৌশলী হ'য়ে,
শঙ্কিত—ত্রস্ত সমীহে;
এমনি ক'রেই তা'র পরিণয়ন
সেই দিকেই চ'লতে থাকে,
চায় না,—
ভ্রান্তি তা'কে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
আবার, মমতার পাত্রটির অবহেলাও
বিদগ্ধ ক'রে তোলে তা'কে,
তবু চায় বেঁচে থাক্, সুখী হোক্,
সুখে থাক্,

আর, তা'ই নিয়েই সুখে থাকতে চায়—
চলে বেদনার বিক্ষুব্ধ অভিসারে। ১৫২৮।
২৬।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-২০

ব্যাধির জনক হ'লো চিন্তা,
জননী হ'লো তৎপরিপোষণী পরিস্থিতি—
যা'র ভিতর-দিয়ে বৈধানিক বিকৃতি জ'ন্মে থাকে ;
আর, নিরাকরণ হ'চ্ছে
পরিস্থিতির সত্তাপোষণী বিন্যাস,
চিত্তের সংঘাত-অপসারিণী ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে
ফুল্ল উদ্দীপনা,
এবং বৈধানিক বিকৃতির
নিরাকরণোপযোগী ঔষধ ও পথ্য। ১৫২৯।
২৭।৬।১৯৪৯, সকাল ৬-৩৫

আত্মিক শক্তির অজচ্ছল সম্ভাব্যতা থাকলেও
যদি তুমি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না ওঠ—ইষ্টদেবে,—
আর, ইচ্ছার অচ্যুত প্রবাহে
আবেগ-উদ্যোগী সম্বেগে
সঙ্কল্পে উচ্ছল হ'য়ে
সিদ্ধান্তে সক্রিয় হ'য়ে,
দায়িত্বে দুর্ব্বার হ'য়ে
অন্তরায়গুলি অতিক্রম ক'রে
ঐ সম্ভাব্যতা যদি কর্ম্মে ফুটন্ত হ'য়ে না ওঠে—
শ্রেয় বা প্রেয়-সার্থকতায়,—
তোমার ঐ সম্ভাব্যতা শিথিল বিস্তারে
মিইয়ে না গিয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু,

সম্ভাব্যতা স্বভাবে ফুটে উঠবে না,
উদ্বর্দ্ধনে বেড়ে উঠবে না—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে জ্ঞানে,
সার্থক-প্রজ্ঞায়, সম্বোধি-প্রস্রবণে,
চেতন-উচ্ছ্বাসে,
থেকেও না-ই হ'য়ে চ'লবে—
'নয়'-এর পথে। ১৫৩০।
২৭।৬।১৯৪৯, বেলা ১০-৩০

আমার মনে হয়, যে-কোন বর্ণই হোক—
তা'র কুল-সংস্থিতির উপর দাঁড়িয়েও
মস্তিষ্ক হ'তে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিকিরণ
যা'র যেমনতর,—
বিবর্দ্ধনী সম্ভাব্যতাও তা'র তেমনতর,
আরও মনে হয়—
এই মস্তিষ্কী বিকিরণকে কৃষ্টি-তপশ্চরণ
ও বিহিত বিবাহ-সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধিত করা যেতে পারে। ১৫৩১।
২৮।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৮টা

ইষ্টীপূত একনৈষ্ঠিকতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
সুবিধাবাদী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় প্রলোভিত হ'য়ে
মানুষ যখনই বহুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,—
নিষ্ঠা তখনই নিভে যেতে সুরু করে,
ভক্তি ব্যভিচার-দুষ্ট হ'তে থাকে,
নিয়ন্ত্রণ ব্যত্যয়ী-পথ ধ'রে চ'লতে থাকে,

আর, বিধ্বস্তি চৌর্য্যপদবিক্ষেপে
স্মিত অন্তঃকরণে এগুতে থাকে তা'র দিকে,
বিহিত গন্তব্যে উপস্থিত হওয়া মাত্র
'রে'-'রা'-রবে আক্রমণ ক'রে, খণ্ডবিখণ্ড ক'রে
দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রে
নিকেশের উপঢৌকন যোগাতে থাকে ;
অন্তরে লক্ষ্য রেখো,
সাবধান হ'য়ো,—ওর উপক্রম দেখলেই—
সামাল পদবিক্ষেপে। ১৫৩২।

৩০।৬।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬টা

ঈশ্বর বা ইষ্টে তোমার
আধ্যাত্মিকতাকে সার্থক ক'রে তোলাই
তোমার জীবনের সার্থকতা ;
আর, এই সার্থকতার উদ্গাতাই হ'চ্ছে—
তোমার চরিত্রকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলা,
প্রাণবান ক'রে তোলা প্রতিটি পদক্ষেপকে,
সেই জীবনে জীবন্ত হ'য়ে ;
আবার, এই চরিত্রের ধারকই হ'চ্ছে শরীর,
বিহিতভাবে এই শরীরের চর্য্যায়
শরীরকে সহনক্ষম ও শক্তিশালী ক'রে তোলা,
বাধাবিধ্বংসী, কূটকৌশলী
উপস্থিতবোধির নিখুঁত চর্য্যায়
বুদ্ধিকে নিখুঁত ও প্রাঞ্জল
ক'রে তুলতে হবে,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে হবে,
সাহসকে অদম্য ক'রে তুলতে হ'বে,

শক্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে,
সংহতিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলতে হবে,
ইষ্টানুগ একতাবন্ধনে সুদৃঢ় হ'য়ে চ'লতে হবে ;
কৃতীই যদি হ'তে চাও,
কৃতার্থ যদি হ'তে চাও—
এই তপে বিমুখ হ'য়ো না,
যোগ্যতা থাকতে—স্বাস্থ্য থাকতে
নিজেকে রেহাই দিও না,
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ১৫৩৩।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ৯-৪৫

অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগী
সেবার ভিতর-দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন কর,
এই অনুশীলনের ভূমিই হ'চ্ছে—
বাস্তব ব্যাপারে বাক্ ও কর্ম্মের
সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ক'রে
ব্যবহারে চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলা,
আবার, এই জীবন-পরিণয়ন নির্ভর ক'রছে—
কুশল-কৌশলী হ'য়ে শরীরচর্য্যায়
শক্তিকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলায় ;
বাধা-অপসারিণী সম্বেগ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধির চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে
দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাকে জীবনে
স্বতঃ ক'রে তোল—
যা'তে লহমায় লক্ষ্য ভেদ ক'রে তুলতে পার ;

শরীর, মন ও আত্মিকতার
স্বভাবসিদ্ধ এই সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
সার্থকতার যাদুমন্ত্র। ১৫৩৪।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-৫

বজ্রের মত নির্ঘাত হও,—
বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে
ব্যাহত করে যা'—
নিরোধ ক'রতে তা'কে,
পুণ্যের মত উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,—
প্রেমের মত কোমল হ'য়ে ওঠ—
কৃষ্টিপরিপোষণী, সত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'—
তা'তে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে উৎসারণী ক'রে। ১৫৩৫।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১০-১৫

মনকে কেন্দ্রায়িত ক'রে রাখ,
বুদ্ধিকে প্রখর ক'রে তোল—
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে,
বাস্তব যা' তা'র পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যকে নির্ণয় কর,
শরীরকে বীর্য্যবান্ ক'রে তোল—
বিহিত চর্চ্চায়, বিহিত অনুশীলনে,—
দক্ষ—ক্ষিপ্র ক'রে ;
উপস্থিতবুদ্ধিকে স্বতঃ ক'রে তোল—
সতর্ক থেকে,
প্রণিধানকে ক্ষিপ্র ক'রে নিয়ে,
নির্ভুল ও অকাট্য প্রত্যয়ে,—

যা'তে মুহূর্ত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার ;
আর, তোমার যোগ্যতাকে এমনতর
চক্ষুষ্মান্ ও বিদ্যুৎসম্বেগী ক'রে তোল—
যা'তে বিহিত যা' করণীয়
মুহূর্ত্তে ক'রে ফেলতে পার তা',
প্রস্তুতি এমনতর হ'লে
প্রভাবও সুপ্রভ হ'য়ে উঠবে তোমার । ১৫৩৬ ।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১১টা

যা'ই ভাব, যা'ই কর, আর যেমনই চল—
মনে রেখো—তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃষ্টি
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে,
বিধ্বস্তিকে এড়িয়ে—অতিক্রম ক'রে,
উৎকর্ষী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অবাধ হ'য়ে
যেন চ'লতে পারে ;
প্রতি-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিপোষণায়
সেদিকে নজর রাখতে হবে—
অচ্যুত থেকে, উদ্বর্দ্ধনার পরম আবেগে ;
—তবেই তা' লোকহিতী হ'য়ে উঠবে,
মঙ্গলের অধিকারী হবে তুমি
তোমার পরিবেশ নিয়ে—সগৌরবে । ১৫৩৭ ।
৩০।৬।১৯৪৯, রাত্রি ১১-৪

তোমার ঐশ্বর্য্যই থাক, সম্পদই থাক,
আর সঙ্গতিই থাক,—
তুমি যদি তা'কে পরিপালন ক'রতে না জান,
বিহিত ব্যবস্থায় সুবিন্যাস ক'রতে না জান,

তা'কে এমনতর নিয়োগ ক'রতে না জান—
যা'তে প্রতিক্রিয়ায় সে নির্ঘাতভাবে
উপচয়ে চ'লবেই কি চ'লবে,—
তাহ'লে অতো থাকা,—অতো পাওয়াও
তোমার কাছে তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠবে না,
বরং তোমার জীবনে সে ভারস্বরূপ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ভার নিয়ে চ'লতে পারবে না সে ;
তাই, সন্ধিক্ষু সমালোচনায় তা'কে দেখ,
নিয়ন্ত্রণ কর বিহিতভাবে—
যা'তে উপচয়ী হ'য়ে ওঠে সে তোমাতে,
তবে তো সুবিধা ;
"যো যাকো শরণ লে
সো তাকো রাখে লাজ,
উলট্ জলে মছলি চলে
বহি যায় গজরাজ"। ১৫৩৮।
২।৭।১৯৪৯, **সকাল ৮-৪০**

যেমন স্বামী-স্ত্রীর সংযোগের ফলেই সন্তান,—
তেমনি অভিভাবক ও শিক্ষকের
সুসঙ্গত, সহযোগী
বিহিত সন্তান বা ছাত্র-পরিচর্য্যার
ভিতর-দিয়েই জন্মে শিক্ষা ;
আর, এই সহযোগ যেখানে যত শিথিল,
শিক্ষাও সেখানে মূঢ় তেমনি,
কারণ, সন্তান বা ছাত্র
ঐ বেফাঁস ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে ওঠে—

সংযত হ'য়ে শিক্ষকে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
শিক্ষায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে না ;
শুধু অর্থ খরচ ক'রলেই
শিক্ষা হয় না,
চাই অভিভাবক ও শিক্ষকে
সশ্রদ্ধ সহযোগ,
আর, সন্তান বা ছাত্রের চাই—
শিক্ষার অনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষকে অনুরাগ—
তবে তো। ১৫৩৯।
২।৭।১৯৪৯, সকাল ৮-৪৪

ধৃতি যা'র যেমন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন,—
ধর্ম্মও তা'র তেমন ক্ষীণ,
আবার, শিষ্ট যেমন ধৃতি—
ধর্ম্মও তেমনি সক্রিয় ও ভূতিশীল। ১৫৪০।
২।৭।১৯৪৯, বেলা ১০-৪০

তোমার কেহ প্রেয়ই হউন,
শ্রেয়ই হউন বা আদর্শই হউন,—
তাঁ'র সাথে এমনতর সংশ্রব, ব্যবহার
বা প্রত্যাশা রেখো না—
যা'র ফলে, কোনপ্রকার ব্যত্যয়
বা বীতরাগ আসতে পারে তোমাতে,—
শ্রদ্ধানুসৃত তুষ্টির অপলাপে
দুষ্ট, দোষদর্শী, স্বার্থান্ধ বিভ্রান্তির অনুচর্য্যায় ;
কারণ, এর ফলে

তুমি প্রবৃত্তিপোষণী আকাঙ্ক্ষার
এমন অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে পার—
যা'র ফলে, স্বামিত্ব বা গুরুত্বের উপেক্ষায়
তোমার সত্তা অন্ধতমে
অবশ হ'য়ে চ'লতে পারে,
জীবনটা অসাড় ও অপকর্ষী
হতভাগ্য বিভ্রান্তিতে নিকেশ হ'য়ে যেতে পারে,
প্রবৃত্তির আততায়ী নির্ঘাত আঘাতে
সম্বর্দ্ধনা তোমার নিরুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে—
বিক্ষুব্ধির বিকৃত-চলনে। ১৫৪১।
২।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৮-২০

দুনিয়ার কা'রও সাথে বা কিছুতে
এমনতর সংশ্রব-সম্বন্ধ হ'তে যেও না—
যা'র ফলে, তোমার ইষ্টদেব যিনি
তাঁ'তে তোমার উদ্দীপ্ত, সশ্রদ্ধ অনুরাগের
কোনপ্রকার অপলাপ
ঘ'টে উঠতে পারে বা ওঠে—
তাঁ'র উৎকর্ষী সম্বর্দ্ধনা ছাড়া,
যা' সার্থকতায় পুরশ্চরণ লাভ করে ;
কেন না, এর ফলে
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু—
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থকতায় সমাবেশ লাভ ক'রছিল
সব দিক দিয়ে,—সব ভাবে,
তা' বিচ্ছিন্নতায় টুকরো-টুকরো হ'য়ে উঠবে,
তুমি কোথায় বা ভিচারিণী প্রবৃত্তি-লালসার

কুটিল আকর্ষণে কী হ'য়ে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লবে—
তা'র নিকেশও থাকবে না। ১৫৪২।
২।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৮-৫৫

যা' গোপন রাখাই শ্রেয়—প্রেয়-সার্থকতায়,—
বেকুবী, বিভ্রান্ত সততায়
তা'কে উন্মোচন ক'রতে যেও না,
ফলে তুমিও যাবে—
হারাবেও সব ;
তাই, সৎ হওয়া ভাল, সাধু হওয়া ভাল,
কিন্তু মূঢ় সাধুত্ব—সাধুত্ব নয়কো—
বরং সর্ব্বনাশের। ১৫৪৩।
৩।৭।১৯৪৯, সকাল ৯-৩০

অনুরাগ যা'র যেমনতর শুদ্ধ, সক্রিয়,
সুষ্ঠু, সন্ধিৎসু ও সতর্ক,—
তা'র প্রেয়ের অবস্থানও তেমনতর পবিত্র—
সেবা-সৌজন্য-বেষ্টিত। ১৫৪৪।
৫।৭।১৯৪৯, সকাল ৭-৩০

তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যিনি,—
তাঁ'র প্রতি তোমার সক্রিয়
সেবাচর্য্যী অনুরাগ
বাস্তবে পরিপালিত যেমন—
আগ্রহ-আবেগে, বাক্যে,

ব্যবহারে, কর্ম্মে, বুদ্ধিকৌশলে,
তোমার পরিকর ও অনুচর—
যা'দের দিয়ে তুমি পরিবেষ্টিত আছ,—
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী ঔজ্জ্বল্যে বা অপলাপে
তা'রাও কিন্তু তেমনি হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি ;
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে
সক্রিয় অনুরাগে, বাস্তব সেবায়,
বাক্ ও ব্যবহারে
প্রস্তুতি-পদক্ষেপে চ'লতে থাক—
সময়ানুগ কুশল-কৌশলী পরিণয়নে,
উপকৃত হবেও তুমি—
আর উপকৃত হবে
তোমার পরিকর যা'রা তা'রাও,
আবার, এই হ'চ্ছে সেই পরখ—
যা' দেখে বুঝতে পারবে
তুমিও তা'দের কাছে কেমন ও কতখানি উদ্বর্দ্ধনী। ১৫৪৫।
৫।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪৯

যদি ইষ্টনিষ্ঠ, অচ্যুত, একানুবর্ত্তী না হও,—
যদি তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন না কর,—
তোমার যা'-কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে—কুশলকৌশলে,
যদি তুমি শ্রমকুশল উৎকর্ষী চলনে না চল—
সানুকম্পী, সহযোগী, সক্রিয়, সেবা-সৌকর্য্য নিয়ে
সুশৃঙ্খল দক্ষতায়,—
তোমার চরিত্র যদি সত্য ও ন্যায়ে

সক্রিয়ভাবে এমনতর জলুস বিকিরণ না করে—
যা'তে প্রতি-প্রত্যেকের কাছে তুমি শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ,
তোমার সংসর্গে সশ্রদ্ধ অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
লোকে যদি চরিত্রবান্ না হ'য়ে ওঠে,—
সম্বর্দ্ধিত না হ'য়ে ওঠে জীবন-চলনে,—
অন্ততঃ এগুলির ছিটেফোঁটাও
যদি তোমার চরিত্রে না থাকে—
ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে, সুষ্ঠু দৃঢ়তায়
স্বতঃ-উৎসারণশীল হ'য়ে,—
তুমিই হও আর তোমরাই হও—
যদি প্রতিপ্রত্যেকে পারস্পারিকভাবে
নিজের এবং নিজ জাতিগত
কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যোৎকর্ষী সত্তা-সম্বর্দ্ধনের
বিরোধী যা', অশুভ যা', অমঙ্গল যা',—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা'কে তেমনতর নিরোধ ক'রে না চল
বিক্ষোভকে প্রশমিত ক'রে,—
যে-শাসন বা যে-নীতিই
তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন,
তা' ব্যর্থ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'লেও ;
ওতেই আবার জীবনের আত্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি
এমনিতর শাসন-নিগড় সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
যা'তে বৈশিষ্ট্যকে লাঞ্ছিত ক'রে,
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম-হারা ক'রে,
সরীসৃপের সম্মোহিত শিকারের মত
তোমায় উন্মাদ-প্রবৃত্তি-প্ররোচনা

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে, বাধ্য ক'রবে তোমাকে
তা'র কবলে গা' ঢেলে দিতে ;
আর, তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রী স্বতঃ-আত্মনিয়ন্ত্রণকে
দাসত্ব-নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে
আবদ্ধ ক'রে তুলতে থাকবে তা' তখন থেকেই,—
একটা শঙ্কা-শাসিত মৃত্যু-ভীতিকে
জাগরুক রেখে তোমার সম্মুখে ;
আগুন-ছাড়া তপ্ত-কটাহেও আর স্থান মিলবে না তখন—
বেঁচে থেকেও,
তোমার ধর্ম্ম বা সত্তাশাসক ঐ হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-শাসনে,
আর তা' ততক্ষণ,—যতদিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার
প্রবৃত্তি-বিক্ষোভে গা' ঢেলে দিয়ে চ'লছ ;
তোমার দুর্ব্বলতাকে তুমি খাতির ক'রতে পার,
কিন্তু দুর্নীতি
তা'র সুবিধা নিতে কসুর ক'রবে না ;
আবার, যোগ্যতর যে—সে যেমনই হোক,—
অন্যের উপর আধিপত্যও ক'রবে তেমনতর ;
তাই, শায়েস্তাকারী বিপাক ছাড়া
সর্ব্বনাশা শাসন ছাড়া
তোমাকে আয়ত্তে রাখবে কে ?—
যে-শাসন এই তোমাদেরই
আত্মঘাতী বিক্ষোভেরই
কুটিল আমন্ত্রণ ;
তাই, যত পার, বিরোধ না ক'রে
সত্তার অশুভ যা' তা'কে নিরোধ কর,
মন্দ যা' তা'কে এগুতে দিও না,

উৎকর্ষী উদ্দীপনায় উদ্দাম হও
ও উদ্যমী ক'রে তোল তোমার পরিবেশকে,
আদর্শানুগ সহযোগী সম্বর্দ্ধনা
স্বাধীন উদ্যমে স্বতঃ হ'য়ে
শুভে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক সবাইকে ;
জীবনকে অবজ্ঞা ক'রলে
যমই তোমাদের একমাত্র অবধারিত আশ্রয় ;—
যদি জীবনই চাও—বোঝ, কর, চল,
আর, চলন্ত ক'রে তোল সবাইকে তা'তে। ১৫৪৬।
৫।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৯-১৫

যা' জীবনের পক্ষে ক্ষয় ও ক্ষতিকর
এমনতর সংবাদ, ব্যাপার, সন্দেহ, সঙ্কেত
বা ধারণাকে—
তা' যা'ই হোক না কেন—
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে সন্ধিৎসার সহিত
তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হও,
আর, তা'র ব্যবস্থিতিতে
কখনও শ্লথ হ'য়ো না,
তৎক্ষণাৎই তা'র সুব্যবস্থা কর ;
তা'তে নিশ্চিতভাবে রুদ্ধ
বা ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে তা'। ১৫৪৭।
৭।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৬-৪১

লোকহিতী, একসূত্র-সঙ্গতি-সার্থক,
বৈশিষ্ট্যপূরণী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী,
গণসত্তাসম্বর্দ্ধনী যা'রা—

তা'রা যদি
তা'দের বিবেচনায় নিকৃষ্ট কোন প্রথা
বা পন্থার বিরুদ্ধে
সঙ্ঘর্ষ বা যুদ্ধ ঘোষণাও করে—
আর, এ সঙ্ঘর্ষের ভূমি
যদি স্বার্থসন্ধিক্ষু হামবড়াই না হ'য়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী লোকহিত হয়,—
তোমার বিবেচনায় বিভ্রান্ত হ'লেও—
তা'দিগকে যুদ্ধ-অপরাধী ক'রে দণ্ড-নিদেশ জারি করা
এমন একটা নিষ্ঠুর প্রভাব সৃষ্টি করে—
যা' মানুষকে বিচলিত ক'রে তোলে,
সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে—
উৎসাহান্বিত না ক'রে—লোকহিতব্রতে ;
যদি তোমার বাস্তব যৌক্তিক আলোচনা দিয়ে
তা'দিগকে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ ক'রতে পার—
তা'-ই কিন্তু তোমার কাজের হবে,
পাবে তাকে—
প্রাণবন্ত লোক-জীবন-উদ্বর্দ্ধনীরূপে ;
কারণ, অমনতর বৈশিষ্ট্যপ্রাণ
দুনিয়ার বুকে কমই আবির্ভূত হয়। ১৫৪৮।
৭।৭।১৯৪৯, সন্ধ্যা ৭-৫

বিবাহেই হোক বা অবৈধ যৌনাচারেই হোক—
প্রতিলোম-সংযোগ যেখানেই,—
ভ্রূণ যে সেখানে বিকৃত
তা' ধ'রেই নিতে পার,
আর, সে-সংযোগ হবে

বিকৃত সন্তানেরই প্রসূতি,
সেই সন্তানের মস্তিষ্কে ধী ও মেধার
এমনতরই অভাব হ'য়ে ওঠে—
যা'তে আদর্শ ও কৃষ্টিতে
সন্ধিৎসু যৌক্তিকতা নিয়ে
বর্দ্ধনী সমাবেশকে আয়ত্তই ক'রতে পারে না,
বরং তা'রা হয় প্রবৃত্তি-বুভুক্ষু, শ্রমবিমুখ,
চাহিদা-সংক্ষুধ, সম্বর্দ্ধন-বিদ্রোহমনা ;
এর ফলে, আদর্শবাদ তা'দের কাছে
রূপকথা হ'য়ে দাঁড়ায়,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি তা'দের কাছে
ভূতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়,
যায় আদর্শ, যায় ধর্ম্ম, যায় কৃষ্টি, যায় সংহতি,
শক্তি পায় আত্মম্ভরী স্বার্থলোলুপ পরিণয়ন,
সম্বর্দ্ধন হয় তা'দের মূক ও বধির,
স্বভাবতঃ হয় তা'রা বর্ণদূষক, পরিধ্বংসী ;
তা'দের সংখ্যাধিক্য যত হবে—
রাষ্ট্রও যাবে, রাষ্ট্রীকও যাবে,
এই হ'লো মোক্তা কথা ;
যদি বুঝতে ইচ্ছা হয়—বোঝ,
বিবেচনাও ক'রে দেখতে পার—
কী চাও ?—প্রেয়ই বা কী তোমার কাছে ? ১৫৪৯ ।
৭।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৭-২৫

পাগলও যদি হয়—
আর, তা'র যা'-কিছু সবের ভিতর দিয়ে
কেন্দ্রায়ণী ঝোঁক যদি

অচ্যুত হ'য়েই চলে—
সক্রিয় সেবামুখর হ'য়ে,
সে ঢের ভাল, ঢের আশাপ্রদ,
যদিও সে তা' বোঝে না—
সে ঢের পণ্ডিত, ঢের বোদ্ধা সার্থক-বিন্যাসে—
একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী
তথাকথিত ভাল মানুষের থেকে—
যে বেচালকেই সুচাল মনে করে—
বিকেন্দ্রিক চিন্তা ও চলনে চ'লে,
সে যত বড়ই হোক,—
মুখপাত তা'র যতই জলুসওয়ালা হোক,—
বিদ্যা ও বিশ্বসেবার চলনে
যতই চ'লতে থাকুক না সে। ১৫৫০।
১০।৭।১৯৪৯, সকাল ৭-৪৫

যা'রা অজ্ঞানী, সন্দেহী, শ্রদ্ধাহীন—
সাধারণতঃ তা'দের বিকৃত ধারণাই
প্রকৃত হ'য়ে প্রকৃতিগত হ'য়ে থাকে,
আর তাই, তা'দের চালচলন, ভাবভঙ্গী
এমনতর দৃষ্টি নিয়ে চলে—
যা'র ফলে, যথার্থ যা'
তা'কেও বিকৃত ধারণায় বিকৃত ভেবে
তা'রই বশবর্ত্তী হ'য়ে চ'লতে থাকে,
বিভ্রান্তির বিমর্দ্দনে, ক্লান্তির বশে
হুঁচোট খেতে-খেতে হয়রাণ হ'য়েও
রেহাই নেই,
সব দুনিয়াটাই তা'দের কাছে দোষী—

বিশেষতঃ যা'দের সংস্পর্শে এসেছে,
হতভাগ্য হতাশ্বাসই অনুগমন ক'রতে থাকে তা'দের ;
তা'দের বৈশিষ্ট্য এই—
ভাল ক'রলেও খারাপ ভেবে নেবে,
খারাপ ক'রলেও খারাপ ভেবে নেবে। ১৫৫১ ।
১০।৭।১৯৪৯, দুপুর ১২-১০

কথায়-কাজে এমনতর ব্যবহার
ক'রতে নাই—
যা' নাকি প্রতিক্রিয়ায় আততায়ীর মত
নিজেকে আক্রমণ করে। ১৫৫২ ।
১৩।৭।১৯৪৯, রাত্রি ৭-৪০

ধর্ম্ম কেন্দ্রায়িত হয় আদর্শ-জীবনে,
আর, জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তখনই তা'—
অনুস্যূত হ'য়ে তৎচরিত্রে,
আর, তখনই এমনতর জলুস নিয়ে
তা' বিকীর্ণ হ'তে থাকে—
যা'র ফলে, সেই আলোতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে—
যা'রাই শ্রদ্ধান্বিত, অনুরাগী ;
আর, এমনি ক'রেই ধর্ম্ম
জীবনে বাস্তব রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়ায়—
ধারণ ক'রবার, পোষণ ক'রবার
একটা সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,
প্রীতি-বিহ্বল, সক্রিয় পরিবেষণ নিয়ে,

লোকসংহতির একটা সুষ্ঠু দম্বল নিয়ে—
যে-দম্বলের চরিত্রগত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তা'র অনুকূল যা', তা'তে শ্রদ্ধান্বিত যা'—
তা'কে তৎচরিত্রে উন্নত ক'রে তোলা। ১৫৫৩।
১৪।৭।১৯৪৯, বেলা ১০টা

রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র
যখনই প্রবৃত্তি-তান্ত্রিকতায়
গা' ভাসিয়ে চ'লতে সুরু করে,—
অবজ্ঞা ক'রে বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে—
অন্তর-প্রতিক্রিয়ায়
তা'র ভিতর থেকেই
স্বতঃ-অঙ্কুরণায় গজাতে থাকে
সেই নীতিবাদ, সেই শাসন—
যা' ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অবদলিত ক'রে
সর্ব্বহারা হ'তে বাধ্য করে। ১৫৫৪।
১৫।৭।১৯৪৯, রাত্রি ১০-২৫

কুশল-কৌশলে গৃহস্থালী ব্যাপারকে
এমনতর নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে গৃহস্থালীর যা'-কিছু
পারস্পরিক সহযোগিতায়
উপচয়ে সংবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে,—
অর্থনীতির তুকই হ'চ্ছে তা'ই। ১৫৫৫।
১৬।৭।১৯৪৯, বেলা ১০-৫০

যা'র প্রতি আগ্রহ নাই তোমার,
সক্রিয় অনুকম্পী নও তুমি—
সেবায়, সাহচর্য্যে,—
তোমার প্রতি তা'র আগ্রহশীল থাকা
বা সক্রিয় অনুকম্পী হওয়া
স্বভাবসিদ্ধ নয়—
এক-আধটু অতিমানবতা না থাকলে ;
আগ্রহ বা অনুকম্পা পেতে হ'লেই
অন্যের প্রতিও তা'ই ক'রতে হবে,
না ক'রে তা'র প্রত্যাশা করা
দুরাশা মাত্র। ১৫৫৬।
১৬।৭।১৯৪৯, দুপুর ১২-৩৫